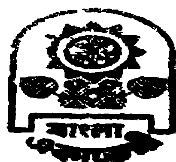
লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকসাহিত্য সংকলন

[২৭]

[লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার]

সম্পাদনা
মফিজুল ইসলাম
সামীয়ুল ইসলাম



বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৭৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বা/এ ১৫০৪

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি : ফোকলোর উপ-বিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব

সূচীপত্র

ভূমিকা

লোক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিশেষত, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে পণ্ডিত মহলে দীর্ঘদিন থেকেই প্রচুর আলোচনা হচ্ছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সময়ে সময়ে সেমিনার সিম্পোজিয়ামও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমে দেখা যাক লোকবিশ্বাস বলতে আমরা কি বুঝি।

ইংরেজী Folk belief-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকবিশ্বাস' শব্দটি চালু রয়েছে। Carveth Read লোকবিশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

'The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events as above to have certain results. It is a series and respectful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behaviour to it, wheather we have power to alter it or not.[১] আবদুল হাফিজ লোকবিশ্বাস সম্পর্কে বলেন :

লোকবিশ্বাস মূলত: লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে একটি স্তর মাত্র। কারণ লোকবিশ্বাসে কোনও বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা মানসিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। . . . . একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ তা লোক-বিশ্বাস বটে।[২]

কার্ভেথ রীড প্রদত্ত সংজ্ঞায় বিশ্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব। মনের কোন বিশেষ অবস্থায় এবং কেমন করে মানুষের মনে বিশ্বাসের স্থান পাকা-পোক্ত হয়, সংজ্ঞাটিতে তার পরিচয় স্পষ্ট। সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা কোনক্রমেই গৌণ নয়, কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভূমিকাই মুখ্য—এ ধারণাই আবদুল হাফিজ সাহেবের প্রদত্ত সংজ্ঞাটির মূল উৎস। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী অবশ্য হাফিজ সাহেবের সংজ্ঞাটিকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনও লোকবিশ্বাসে পরিণত হতে

১. Carveth Read, Man and his superstitions, page-6.
২. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, পৃ: ৬১।

পারেনা'।[৩] কিন্তু আবদুল হাফিজ সাহেব ওই একই সংজ্ঞায় এটাও উল্লেখ করেছেন যে, 'লোক সমাজ যূথবদ্ধভাবে যে বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়, . . . লোকতত্ত্ববিদের কাছে শুধু তাই একমাত্র আলোচ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ রকম মনে হ'তে পারে যে, সমাজের একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাসকে গোটা লোক-সমাজ মেনে নিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ তা একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। . . . লোক সমাজের একটি বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সামাজিক মর্যাদা লাভ করে ও সুবিস্তৃত হ'য়ে পড়ে।[৪] তা'হলে দেখা যাচ্ছে, যে যুক্তিতে ডঃ চক্রবর্তী হাফিজ সাহেব প্রদত্ত সংজ্ঞাকে 'লোকবিশ্বাসে'র সঠিক সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করতে পারেননি, সেটি কিন্তু এই সংজ্ঞায় অনুপস্থিত নয়। আবদুল হাফিজ 'ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে' লোকবিশ্বাস বলে ভাবেননি, তিনি শুধু সমাজে ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।

'বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়। বস্তু বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে প্রতীতি যখন সত্য ও বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা বিশ্বাসের অঙ্গ হয়েও জ্ঞান নামে অভিহিত, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে অজ্ঞাত মন যখন বস্তু, ভাব বিষয় বা ঘটনার গুণধর্মে অমূলক আস্থা স্থাপন করে এবং তার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তখনই এক একটি অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম হয়। অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত মনই এইরূপ বিশ্বাসের ধারক। মনের আকাশে কতক বিশ্বাস অদৃশ্য ধূলিকণার ন্যায় তরল অবস্থায় ভেসে বেড়ায়, সেগুলি জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।[৫]

ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী একটু সহজ করে লিখেছেন, 'সংহত এক জন-সমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হলো লোকবিশ্বাস।[৬]

এবার লোকসংস্কার সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক। লোকসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা প্রচুর হয়েছে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের সবার আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট কোন ঐক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। এখানে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য দু'টি সংজ্ঞার উল্লেখ করবো।

ক. Superstitions are, however, but beliefs of which there is no longer a whole hearted acceptance. They are practices that

---

৩. ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পৃঃ ৭।
৪. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, পৃঃ ৬১-৬২।
৫. ডঃ ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক-সংস্কৃতি।
৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পৃঃ ৮।

are followed without conviction, but with an uneasy feeling that it will do no harm to carry them out, if by chance we thus get on the good side of powers whose existence we may at times doubt.[৭]

খ. Superstitions means in common use false beliefs concerning supernatural powers, especially such as are regarded as socially injurious and particulars as leading to obscuranitism or cruelty. 'Superstition', then is here used merely as a collective term for the subject . . . . magic (or the belief in occult forces) and animism (or the belief in the activity of spirits).[৮]

গ. লোকসংস্কার প্রধানত: নিরক্ষর লোক সমাজে (Non-literate Society) ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে-(Civilized and literate) প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি ও অপর দিকে মানসিক ক্রিয়াদি যথা ধারণা, বিশ্বাস, প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানের নাম, যার মধ্যে যুক্তি (Reason) অপেক্ষা অ যুক্তির (Unreason) প্রাধান্যই বেশী।[৯]

লক্ষ্যণীয়, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্ডিতদের আলোচনায় একটি সত্য পরিস্ফুট হয়েছে যে, সংস্কার হচ্ছে লোক সমাজের এমন কতকগুলো বিশ্বাস কিংবা আচার, যার পেছনে কোন যুক্তি, বিচার, সত্য কিংবা দৃঢ় বিশ্বাস কাজ করে না। সংস্কার হচ্ছে লোক সমাজের সে সব বিশ্বাস যা সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মেনে আসছে লোক সমাজ, যে বিশ্বাসের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। এখানে 'লোক' শব্দটির কিছুটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় 'লোক' বলতে সাধারণত: অশিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বোঝান হ'য়ে থাকে। কিন্তু লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ ঠিক খাটে না। কারণ, দেখা গেছে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর লোকই লোকসংস্কারে বিশ্বাসী। কাজেই এক্ষেত্রে 'লোক' বলতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকেই বুঝতে হবে।

৭. Melville J. Herskovits, Cultural Anthropology, chap. xii, page-221.

৮. Carveth Read, Man and his Superstitions, page-1.

৯. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, পৃঃ ২।

বাংলা ভাষায় 'সংস্কার' শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এর সমার্থক শব্দ ইংরেজী কিংবা অন্য কোন ভাষায় লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণভাবে অনেকেই ইংরেজী 'Superstition'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা 'সংস্কার' শব্দটিকে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'Superstition' আর 'সংস্কার' এক নয়। 'Superstition' বলতে সংস্কারের মন্দ দিকটাকেই নির্দেশ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় 'সংস্কার' বলতে শুধু 'কুসংস্কার' বোঝায় না। এমন বহু সংস্কার এদেশের লোক-সমাজে দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত যা একেবারে অযৌক্তিক নয়। যেমন, ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর ঝাড়ু দেবার আগে গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর বাইরে বেরুতে নেই। একে কি আমরা কুসংস্কার বলবো? অবশ্যই নয়। কারণ এর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লোকসমাজের স্বাভাবিক আকর্ষণের পরিচয় প্রতিফলিত।

তাহলে কুসংস্কার কাকে বলবো? কোন একটি বিশেষ লোকসংস্কার যখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুণ প্রচলিত হয়ে যায় কিংবা লোক জীবনে যখন আর তার কোন কার্যকরী জীবন্ত ভূমিকা থাকে না, তখন তা 'কুসংস্কার' নামে অভিহিত হয়।[১০] এ. এইচ. ক্র্যাপের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। Superstition, in common parlance, designates the some of beliefs and practices shared by other people in so far as they differ from our own. What we believe and practise ourselves is, of course, Religion. It is in this loose sense that Tactus uses the word superstition, when speaking of the Christians, about whose beliefs and practices the knew nothing and caredless.[১১] ক্র্যাপের মন্তব্য থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে 'কুসংস্কার' এর সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে পারে। এক দেশ অন্য আরেকটি দেশের, এক ধর্ম আরেক ধর্মের সংস্কারকে 'অন্ধ-সংস্কার' বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। যেমন কোরীয় লোকসমাজে বন্ধ্যা রমণীর সন্তান ধারণ সম্পর্কিত একটি সংস্কার প্রচলিত রয়েছে যে, যদি কেউ বহু সন্তানের জননীর রজঃস্রাবকালে ব্যবহৃত প্যাড বা ন্যাকড়া পরেন, তবে তিনি গর্ভবতী হবেন। সংস্কারে বিশ্বাসী হয়েও এ ধরনের সংস্কারকে আমরা 'কুসংস্কার' বলেই উড়িয়ে দিতে চাইবো। তবে এটাও ঠিক যে, কোরীয় লোকসমাজে প্রচলিত

১১. আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, পৃঃ ৬৯।
11. Alexander H. Krappe, The Scienec of Folklore, পৃষ্ঠা---২০৩।

সংস্কারের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারের মধ্যে অনৈক্য লক্ষ্য করা গেলেও ঐক্যও কিন্তু একেবারে কম নেই। আর একটি ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মূল্যবান বক্তব্য স্মরণযোগ্য।

'বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল।'[১২]

লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার সম্পর্কিত উপরোক্ত আলোচনায় একটা ব্যাপার আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আভিধানিক অর্থে লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার শব্দ দুটির মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য না থাকলেও পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। 'সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভবোধ জড়িত, তাই হল লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোকসংস্কার হলো সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে মেনেও চলে। . . . লোকবিশ্বাস যে ক্ষেত্রে একান্তভাবে একটা ধ্যান ধারণা বা মানসিক ক্রিয়ামাত্র, সে ক্ষেত্রে লোকসংস্কারের সঙ্গে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।[১৩]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় ব্যাপকভাবে একটি বিশ্বাস চালু রয়েছে। বিশ্বাসটি হলো, 'ফলমূল বা তরিতরকারীর আধখানা কাউকে দিতে নেই। এটি যদি একটি ধারণা হিসেবে চালু থাকতো, তাহ'লে একে বিশ্বাস বলেই অভিহিত করা যেতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, আধখানা লাউ বা কুমড়ো কাউকে বা কারো বাড়িতে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় একটি বিশ্বাস তার সমস্ত শক্তিসহ লোকসংস্কারে পরিণত হয়েছে।[১৪]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার লোকসমাজের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। অনেক বিশ্বাস এবং সংস্কার সাধারণ দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য

---

১২. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ৮।
১৩. ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পৃঃ ৮।
১৪. আবদুল হাকিম, লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, পৃঃ ৬২।

কিংবা অর্থহীন মনে হলেও এমন অনেক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত রয়েছে যেগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। কাগজে বা মেঝেতে কলম, পেন্সিল কিংবা কয়লা দিয়ে দাগ টানলে ঋণগ্রস্থ হতে হয় বলে সংস্কার প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দড়ি বাঁধা অবস্থায় হাঁস-মুরগী কিংবা গরু-ছাগল ইত্যাদি জবাই করলে ভয়ানক অকল্যাণ হয়। আসলে মৃত্যু যন্ত্রণা এমনিতেই চরম কষ্টদায়ক। এর ওপর যদি পা বাঁধা থাকে তাহলে তা আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। মৃত্যুকালে এসব প্রাণী যাতে বন্ধনমুক্ত থাকতে পারে সেজন্যেই এই সংস্কারের উদ্ভব। 'অন্ধকারে কিছু খেতে নেই।' এর কারণও স্পষ্ট। অন্ধকারে কিছু খেলে খাবারের সঙ্গে ময়লা বা কোন পোকা-মাকড় পেটে ঢুকে যেতে পারে, এজন্যেই এই সতর্কতা। কোন কাজে বাইরে বেরুনোর সময় পেছন থেকে ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, পেছন থেকে ডাকলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে, কাজে সাফল্য লাভ নাও ঘটতে পারে। সেজন্যেই এই সংস্কারের উদ্ভব। এ ধরনের অসংখ্য বিশ্বাস ও সংস্কার লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই সব বিশ্বাস এবং সংস্কারগুলিকে অর্থহীন, অযৌক্তিক কিংবা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এদের কার্যকরী ভূমিকার গুরুত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কারের সঙ্গে আমাদের ইহলৌকিক কোন ভালো মন্দের বিষয় জড়িত কি-না, এটা বিতর্কিত বিষয় হলেও একথা অত্যন্ত সত্য যে, লোকায়ত সমাজে বিশ্বাস এবং সংস্কারের ক্রিয়া মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। 'যা দেখে গৃহ থেকে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয় বলে বিশ্বাস, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষ অনেকখানি বল পায়, যে বল তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে বহুলাংশে সহায়তা করে। আবার বিপরীতক্রমে যা অশুভ বলে স্বীকৃত, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষের মনে এক বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাফল্য লাভের পথে তা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে বা দেয়ও।[১৫]

কবে, কখন এবং কিভাবে লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কারের উৎপত্তি হয়েছে এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই কোন না কোন বিশ্বাস বা সংস্কার যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো, প্রাচীনতম গ্রন্থে

১৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পৃঃ ১২।

লোকসংস্কারের উদাহরণ অন্তর্ভুক্তি থেকে তার প্রমাণ মেলে। কথা হলো, যখনই এগুলোর উৎপত্তি হয়ে থাকুক না কেন, এসব বিশ্বাস বা সংস্কারের উদ্ভবের কারণটা কি হতে পারে, এ সম্পর্কে লোকসাহিত্য বিশারদগণ কিন্তু এখনো কোন সুস্পষ্ট ঐক্যমতে পেঁছুতে পারেননি, অন্ততঃ তাঁদের মতামতের বিভিন্নতা থেকেই এটা বোঝা যায়। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, মানব সভ্যতার আদিম অবস্থা থেকেই, অর্থাৎ যেদিন থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু হয়েছে, সেদিন থেকেই লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারেরও সৃষ্টি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই বিশ্বাস বা সংস্কারের উৎপত্তি হয়েছে কিভাবে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। 'লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। খনার বচন যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শন, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারও তেমনি কর্ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল।[১৬] প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে খনার বচনগুলিতে যে সব মন্তব্য আছে সেগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ সৃষ্টি বলেই তার মধ্যে 'ব্যবহারিক সত্যফল' লাভ করা যায়।

আদিম যুগের মানুষ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ। জীবন ধারণের তাগিদে এরা বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহায়-গহ্বরে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। শিকারের অন্বেষণে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন ছিল অপরিহার্য, সেটি হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ। একদিকে শিকারের প্রয়োজন, অন্যদিকে শত্রুব আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল অত্যন্ত সতর্ক ও সুচিন্তিত। এজন্যই আদিম মানুষ পথ চলতে গিয়ে তার শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অত্যন্ত সতর্ক রাখতো। কাজেই কোন সুগন্ধ, দুর্গন্ধ-কিংবা পথের মধ্যে প্রাণীর পদচিহ্নকে সে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এগুতো। এভাবে তার পরিচিত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত কিছু কিছু শব্দ বা চিহ্নের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার গভীর পরিচয় ঘটে এবং প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের সঙ্গে ওগুলোর একটা গভীর যোগসূত্র আবিষ্কার করে। আধুনিক বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা, থাকার কথাও নয়, তবে কার্যকারণ সম্পর্কের একটা সহজ ব্যাখ্যা তারা করে নিয়েছিল। এজন্যেই বৃষ্টির পরে আকাশে যখন রামধনু দেখা দিত, তখন তাদের বিশ্বাস হতো, বৃষ্টি আর হবে না। কিন্তু একে তো শুধুই লোকবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ

১৬. সামীমুল ইসলাম, লোকবিশ্বাস একদিকে আইন অন্যদিকে সুষ্ঠু জীবনযাত্রার প্রতীক, পৃঃ ১০০।

বিশ্বাসটা এখানে আকস্মিক কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এই বিশ্বাসের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। বর্ষণ শেষে আকাশ প্রান্তে রামধনুর সৃষ্টি হলে আর বৃষ্টি হবে না--এই প্রাকৃতিক নিয়মের পেছনে বৈজ্ঞানিক সত্য রয়েছে। কিন্তু এই বিজ্ঞান সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে আদিম মানুষ অজ্ঞ থাকলেও বার বার একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের ফলে তারা ঐ বিশেষ চিহ্নটিকে বৃষ্টি থেমে যাবার কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখে। খনার বচনগুলিতে কৃষি, বাসস্থান নির্মাণ, গেরস্থালি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তার মধ্যেও অভিজ্ঞতা ক্রিয়াশীল বলেই আমরা একটা ব্যবহারিক সত্যফল তার মধ্যে লাভ করে থাকি।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, সংস্কার সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে সর্বপ্রাণবাদ বা সর্বাত্মবাদ। আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো, পৃথিবীর সব বস্তুর মধ্যেই আত্মার অস্তিত্ব রয়েছে এবং প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই কোন না কোন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অর্থাৎ আত্মার আবিষ্কারের মধ্যেই সমাপ্তি লাভ করে সর্বাত্মবাদের প্রথম পর্যায়। সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক বিশেষ শক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায় এই সর্বাত্মবাদ তত্ত্ব। এভাবেই আদিম মানুষ বিশ্বের সমস্ত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। এজন্যেই সে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ঝড়, বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ভূমিকম্প---এসব ঘটনার পেছনেও একটা বিশেষ শক্তি কাজ করছে। এ সব শক্তিকেই কোন বিশেষ ঘটনার কারণ বলে তারা মনে করে। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থিত আত্মাই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির জীবন, আর বস্তু-বিশ্বের সমস্ত ঘটনা ঘটে আত্মা সম্পন্ন দেব-দেবী কিংবা কোন এক বিশেষ শক্তির জন্যে। এই দেব-দেবীর আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে সর্বাত্মবাদ বা সর্বপ্রাণবাদ তত্ত্বের। এসব দেবতা হলেন স্বর্গ, বৃষ্টি, বজ্র, জল, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্রের দেবতা, চন্দ্র ও সূর্য দেবতা। এসব দেবতাদের সবাই যে ভালো, সবার দ্বারাই কল্যাণ সাধিত হয় এমন নয়, এদের দ্বারা অকল্যাণও হয়ে থাকে। এজন্যেই আদিম মানুষ মঙ্গলকারী দেবতার তুষ্টি বিধান করতো সুফল লাভের প্রত্যাশায় আর অমঙ্গলকারী দেবতার পূজা করতো তাদের সব ধরনের অশুভ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, মানুষের মানসিক গঠন-প্রকৃতির মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে বিশ্বাস অথবা সংস্কারের মূল। তাঁদের মতে, মানুষের অসচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিশ্বাস অথবা সংস্কারের মূল ধারণা।

(পনেরো)

ধর্মীয় বিধি-বিধান বা আচার-আচরণও সংস্কার সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আচার-আচরণ অধিকাংশ বিশ্বাস ও সংস্কার উদ্ভবের মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের দেশে প্রচণ্ড খরায় যখন শস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়, তখন খতম' পড়ানো হয়। অন্যদিকে লোকসমাজে ব্যাঙের বিয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃষ্টি আনার চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ ধরনের কিছু সংস্কারের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সব সংস্কার আজ পর্যন্তও আমাদের লোকায়ত সমাজ মেনে চলছে।

পেঁচার ডাককে আমরা অশুভ বলেই মনে করে থাকি। বেদে পেঁচার ডাক জনিত অশুভ শক্তির আবির্ভাব প্রতিরোধের জন্য মন্ত্র রয়েছে। কাউকে পেছন থেকে ডাকতে নেই---এই বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায় কৃষ্ণ যজুঃতে। আমাদের সমাজে ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে একেবারেই নিষিদ্ধ। ঋক-সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে, ভাই-বোনের সঙ্গমে পাপ হয়। এভাবে দেখা যায় ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আচার থেকে বহু সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কার সৃষ্টিতে ধর্মীয়, পৌরাণিক ও লৌকিক গল্প-কাহিনীর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিন্দু সমাজের মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে ভিক্ষা দিতে নেই বলে সংস্কার প্রচলিত। এর কারণ, সীতা ঘর থেকে বের হয়ে লঙ্কাধিপতিকে ভিক্ষা দিতে গিয়েই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কারও প্রচলিত আছে যে, ঘরের মধ্যে থেকে ভিক্ষা দিতে নেই, দিলে লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে যায়। এজন্যেই ঘর থেকে বের হয়ে ভিক্ষা দেয়ার রীতিও লোকসামাজে প্রচলিত আছে। এ সঙ্গেই আরও একটি সংস্কার প্রচলিত যে, এলোচুলে ভিক্ষা দিতে নেই। কারণ হচ্ছে, সীতা এলোচুলে ভিক্ষা দিতে গিয়েই রাবণের হাতে অপহৃতা হন। সংস্কার, 'অগ্রহায়ণ মাসে বড় ছেলের বিয়া দিতে নেই।' অগ্রহায়ণ মাসে রাম-সীতার বিয়ে হয়েছিল। এজন্যে অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হলে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক পৃথক অবস্থান হবে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে শোয়া নিষিদ্ধ। এই সংস্কারের নেপথ্যে রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব। গণেশের জন্মের পর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শনি তাকে দেখতে যায়, এতে গণেশের মাথার মুণ্ডটা উড়ে যায়। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের হাতী ঐরাবতের মাথা কেটে এনে গণেশের মাথার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এর পর দেবরাজের ঐরাবতের মাথা ঠিক করে দেয়ার জন্যে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে নিদ্রারত একটি হাতীর মাথা কেটে এনে তা ঐরাবতের মাথাহীন দেহের সঙ্গে

মুক্ত করে দেওয়া হয়। এজন্যেই সংস্কার প্রচলিত যে, পশ্চিম দিকে মাথা রেখে ঘুম গেলে মাথা খোয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজে সংস্কার রয়েছে যে, পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শোয়া উচিত নয়। এর কারণ, পশ্চিম দিকে পবিত্র কাবা শরীফের অবস্থান বলে সেদিকে পা রেখে শয়ন করলে ভীষণ বেয়াদবী হয় ও গোনাহ্গার হতে হয়। মুসলিম সমাজে মহররম মাসে বিয়ে হয়না। এর কারণ, এ মাসে এজিদের সঙ্গে যুদ্ধে কাশেম শহীদ হলে সখিনা বিধবা হয়।

সাধারণভাবে 'সংস্কার' বলতে অনেকেই 'কুসংস্কার' বুঝে থাকেন। কিন্তু এ দু'টো যে এক নয়, তা আমরা ইতিপূর্বে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এসব সংস্কারই যে অর্থহীন কিংবা অযৌক্তিক, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এমন অনেক সংস্কার আছে যেগুলির যুক্তি আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনা। স্বর্ণ হারালে অমঙ্গল-জনক কিংবা অলক্ষ্মীর চিহ্ন বলে সংস্কার প্রচলিত। স্বর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান বলেই স্বর্ণালংকার ব্যবহারকারীকে পরোক্ষে সতর্ক করে দেয়ার জন্যই সংস্কারটির সৃষ্টি। ঘরের মেঝেতে কয়লা বা কালি দিয়ে অনর্থক দাগ টানতে নেই, টানলে ঋণী হতে হয়। আসলে মেঝে যাতে নোংরা কিংবা অপরিষ্কার না হয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই এর উদ্ভব। সন্ধ্যার পর জোনাকী পোকা ধরলে পায়খানা পায়। সম্ভবত: শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যেই সংস্কারটি গড়ে তোলা হয়েছে। জোনাকীর দেহে যে Luci ferin বলে ফসফরাস ঘটিত যোগ থাকে, তা পেটে গেলে খারাপ হতে পারে, এ জ্ঞান সংস্কার স্রষ্টাদের ছিল কিনা জানিনা, তবে পল্লীগ্রামে রাতে পায়খানা করা যে একটা ভীষণ সমস্যা, সেদিকটা মনে রেখেই সম্ভবত: সংস্কারটি সৃষ্টি করা হয়েছে। দা বা বটি খাড়া করে রাখলে মনের কামনা-বাসনা কাটা যায়। আসলে দা বা বটি খাড়া করে রাখলে যে কোন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলেই সংস্কারটির উৎপত্তি। রজ্জুবদ্ধ গরু বা ছাগলের দড়ি ডিঙাতে নেই। এর কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন. হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শৈশবে মেষ চড়াতেন, হাতে থাকতো দড়ি ; তাই ঐ দড়ি ডিঙালে বেয়াদবী হয়। আসল কারণ সম্ভবত: এইযে রজ্জুবদ্ধ গরু-ছাগলের দড়ি ডিঙালে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সংস্কার আছে, অন্ধকারে কিছু খেতে নেই। কারণটি অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্ধকারে কিছু খেলে খাবারের সঙ্গে পোকা-মাকড় বা ময়লা পেটে চলে গিয়ে পেট খারাপ করতে পারে। খাবার সময় কথা বলতে নেই। দেখা গেছে, খাবার সময় কথা বললে কিংবা হাসলে খাদ্যের কণা শ্বাসনালীতে আটকে গিয়ে অনেক সময় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়। গ্রহণের সময় কিছু খেতে নেই। কারণ, 'পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর অসংখ্য জীবাণু ভাসমান। কিন্তু সূর্য কিরণের অতিবেগুনী

রশ্মি এইসব জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। গ্রহণের সময় কিন্তু সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীতে উপস্থিত হয় না। আর এই কারণে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জীবাণু-গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এইসব জীবাণু দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে আর তার ফলে গ্রহণের সময় খাদ্য ভক্ষণ করলে সহজেই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।[১৭] এজন্যেই গ্রহণের সময় খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। এই যে সংস্কার, এগুলিকে কি আমরা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে পারি ?

সম্ভবত: পৃথিবীর প্রতিটি দেশ একটা দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ, আর সেটা হচ্ছে সংস্কার। সারা বিশ্বের মানুষের মনের কামনা বাসনা কিংবা দুর্বলতা যে সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তা এই সংস্কার।

আমাদের অনেকের বিশ্বাস, প্রথম সন্তান কন্যা হলে সৌভাগ্যের লক্ষণ। আমেরিকার Massachusetts-এ প্রচলিত সংস্কার হলো, 'First a daughter, then a son.' কারো মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে হলে তার আয়ু বাড়ে বলে আমাদের বিশ্বাস। জার্মানীতে প্রচলিত সংস্কার হলো, কোন ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে হলে তার আয়ু দশ বছর বাড়ে। শিশুকে অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশে এখনও তার মাথার কাছে কিংবা বালিশের নীচে লৌহ রেখে দেওয়া হয়। ঠিকই একই উদ্দেশ্যে ইউরোপে শিশুর বালিশের নীচে লোহার চাবি রেখে দেওয়া হয়। জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এজন্য আমাদের দেশের মহিলারা সাধারণত: জোড়া ফল খেতে অনিচ্ছুক। অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত সংস্কার হলো, গর্ভাবস্থায় কোন রমণী জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তানলাভের সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে কোন শিশু যদি ঘর ঝাড়ু দেয়, তাহলে গৃহে অতিথি সমাগম ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইংলণ্ডে প্রচলিত বিশ্বাস হল শিশু ঘর ঝাড়ু দিলে বাড়িতে আশাতিরিক্ত অতিথি সমাগম ঘটে। হাত থেকে চিরুণী পড়ে গেলে অতিথির আগমন ঘটবে বলে আমাদের মধ্যে সংস্কার প্রচলিত। অন্যদিকে স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত সংস্কার হলো, হাত থেকে তোয়ালে পড়ে গেলে বাড়িতে অতিথি আসে।

সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এই ঐক্য সারা বিশ্বের মানুষকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে।

বর্তমান সংকলনে লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগুলোকে বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পৃ: ৩০।

১। রোগ-উৎপত্তি ও লোকচিকিৎসা।
২। শিকার ও মাছধরা।
৩। ভয়-ভীতি ও অলৌকিক আত্মা।
৪। আচার-আচরণ।
৫। কৃষিকার্য ও গৃহপালিত পশুপাখী।
৬। শুভাশুভ লক্ষণ।
৭। বিবাহ।
৮। প্রসূতি ও নবজাতক।
৯। স্বপ্ন।
১০। আবহাওয়া।
২১। বশীকরণ।
১২। গর্ভবতী।[১৮]

এই সব লোকবিশ্বাসের সৃষ্টির মূলে যাঁরা বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের মধ্যে (ক) কবিরাজ বা বৈদ্য (খ) শিকারী (গ) ওঝা ও ফকির (ঘ) মুন্সী-মোল্লা-মিয়াজী-ফারাজী ও আখন্দ (ঙ) কৃষক (চ) গণক (ছ) দাই বা ধাত্রী (জ) হিবালী ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এদের সহায়তা ছাড়া লোকবিশ্বাস সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না [১৯]।

এই সংকলনটিতে বিবাহ, গর্ভবতী ও প্রসূতি, শুভাশুভ লক্ষণ, আচার-আচরণ ও স্বপ্ন সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস স্থান পেয়েছে। বলাবাহুল্য যে, এই সব লোকবিশ্বাস থেকে যদি আমরা তদানীন্তন সমাজের চিত্র খুঁজে বের করতে পারি, তবেই লোকবিশ্বাসের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে সক্ষম হব। নচেৎ লোক-বিশ্বাস চিরদিনের জন্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে।

এই সংকলনটি প্রস্তুতের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ফোকলোর বিভাগের সহ-অফিসার জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আলী ও নূরুল হক মোল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ।

১৮ সামীমুল ইসলাম---লোকবিশ্বাস একদিকে আইন অন্যদিকে সুষ্ঠু জীবনযাত্রার প্রতীক পৃঃ---১০১।

১৯.

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

বিবাহ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

বিবাহ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

[সংগ্রাহক পরিচিতি]

পাবনা : পাবনা জেলা থেকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০. ১৩২, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০. ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯. ২০০, ২০১. ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯. ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০. ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাঈ, গ্রাম : রেহাই পুকুরিয়া, ডাকঘর : মিরকুটিয়া, জেলা : পাবনা।

(খ) জনাব মো: হোসেন আলী, ওয়াসা নং-৭, রাস্তা নং-২৪, ওয়াসা ষ্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-২।

(গ) জনাব মো: হজরত আলী, মীরপুর-১, ব্লক ১/২১, ঢাকা-১৬।

(ঘ) জনাব মো: আবু তাহের, গ্রাম : ভাঙ্গাবাড়ী (হালদার পাড়া), ডাকঘর : সিরাজগঞ্জ, জেলা : পাবনা।

(ঙ) জনাব মো: তারেকুল ইসলাম, ১৬/১ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১৫।

(চ) জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(ছ) জনাব মোঃ আবদুল জলিল, গ্রাম ঃ হলদিঘর, ডাকঘর : গাঁড়াদহ, জেলা : পাবনা।

(জ) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, গ্রাম ঃ তালুকদিয়ার, ডাকঘর : বৈদ্যজামতৈল, জেলা ঃ পাবনা।

(ঝ) জনাব মোঃ আবদুর রহমান, প্রযত্নে ঃ আবদুল হাদী পেশকার, এস.ডি.ও অফিস, সিরাজগঞ্জ, জেলা ঃ পাবনা।

(ঞ) জনাব ছাইফুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর ঃ চরনবীপুর, জেলা ঃ পাবনা।

ঢাকা : ঢাকা জেলা থেকে ১২, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৪০, ৪৫, ৫২, ৫৬, ৬২, ৬৭, ৭৮, ১১০, ১১৬, ১২৭, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ২১১, ২২১ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন :

(ক) জনাব আবদুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম ঃ সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা ঃ ঢাকা।

(খ) জনাব হাসান ইমাম চৌধুরী, মীরপুর ট্রেডার্স, ৯৬ নং হজরত শাহ্ আলী গভর্নমেণ্ট মার্কেট, মীরপুর, ঢাকা-১০।

(গ) জনাব কহিনুর রহমান খান, গ্রাম ঃ পাইকপাড়া, ডাকঘর : উয়াশী পাইক-পাড়া, জেলা : ঢাকা।

রংপুর : রংপুর জেলা থেকে ১১২, ১১৭, ১৩৪, ১৪৩, নম্বর লোকবিশ্বাস ক'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম. সামীয়ুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।

মোমেনশাহী : মোমেনশাহী জেলা থেকে ৪৩, ৪৭, ৮৯, ১৩৩, ২১০, ২১২, ২১৪, ২২৭ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন—

(ক) জনাব মোঃ দিলোয়ার হোসেন, প্রযত্নে : আনোয়ার সাইকেল ষ্টোর, ষ্টেশন রোড, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, জেলা : মোমেনশাহী।

(খ) জনাব সাইদুর রহমান, গ্রাম : বিন্নগাঁও, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, জেলা : মোমেনশাহী।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম থেকে ৫৫ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব আবদুস সাত্তার চৌধুরী, গ্রাম : ইয়াকুবদণ্ডী, ডাকঘর : হুলাইন (দক্ষিণ), জেলা : চট্টগ্রাম।

সিলেট : সিলেট জেলা থেকে ৯৩ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব গোলাম আকবর চৌধুরী, গ্রাম দরগাহ্‌পুর, ডাকঘর : মৌলভী বাজার, জেলা : সিলেট।

নোয়াখালী : নোয়াখালী জেলা থেকে ৫৮, ৬৩, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৬ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মোর্তজা আলী, গ্রাম : ইলিয়াসপুর, ডাকঘর : ভুবনঘর, জেলা : নোয়াখালী।

কুমিল্লা : কুমিল্লা জেলা থেকে ১৩, ১৪, ৫৭, ৬৯, ৭০, ১০৫, ১১৪, ১২২, ১৪০, ১৪৭, ১৮০ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মোর্তজা আলী, গ্রাম : ইলিয়াসপুর, ডাকঘর : ভুবনঘর, জেলা : কুমিল্লা।

যশোহর : যশোহর জেলা থেকে ১৫৯ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব খোন্দকার মঈনুল হক, গ্রাম : হরিশপুর, ডাকঘর : সাধুগঞ্জ, জেলা : যশোহর।

অভিশাপে পড়ার লক্ষণ :

১। বিয়ার দিন নশা[১] বাড়ীর গরু বাছুরের খোঁজ খবর না নিলি তারা অভিশাপ দ্যায়। (পাবনা)

২। সোয়ামীর নাইগা[২] ভাত বাইড়া হেকেন্ থাইকা[৩] যে ম্যাছল্[৪] ভাত মুহে দ্যায় তার উপর মা ফতেমা অভিশাপ দ্যায়। (পাবনা)

অমঙ্গলের লক্ষণ ঃ

৩। কার্তিক ভাদ্রে বিয়া দেওয়া অমঙ্গল। (পাবনা)

৪। জ্যৈষ্ঠমাসে বড় ছাওয়ালের বিয়া দিলে অমঙ্গল অয়। (পাবনা)

৫। তালাক দেওয়া বিধবা নিহার বউর নতুন মিয়ার বিয়ার পার্টির কাছে যাওয়ার দেওয়া অমঙ্গল। (পাবনা)

৬। দিনের বেলায় নতুন বৌকে বাড়ীতে তোলাই অমঙ্গল। (পাবনা)

৭। নতুন বৌ নতুন কলস ভাঙ্গলি তা কনু অমঙ্গলের লক্ষণ। (পাবনা)

৮। বাটির দিকে[৫] বিয়া কইরলে অমঙ্গল। (পাবনা)

৯। বিয়ার দিন আধ্ কপাইলা[৬] মাথার বিষ ধরা অমঙ্গলের চিন্ন। (পাবনা)

১০। বিয়ার দিন বিয়া বাড়ীতে শিঙ্গ মাগুর মাছ খাওয়া অমঙ্গল। (পাবনা)

১১। বিয়ার দিন হ্যাচি প্যাইল্লা[৭] ভাঙলি অমঙ্গল অয়। (পাবনা)

১২। বিয়ার দিন হাড়ি পাতিল ভাঙ্গলে অমঙ্গল অয়। (ঢাকা)

১৩। বিয়ে উপলক্ষে রাঁরী[৮] মেয়েলোক প্রথম নাইয়র আনা অমঙ্গল। (কুমিল্লা)

১৪। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা কনে হয়ে শ্বাশুড়ী বাড়ীতে গেলে যখন খাবার দেয় তখন না খাওয়াই ভালো। খাইলে বৌ ভবিষ্যতে রাক্ষস হয়ে যায়। সংসারে অমঙ্গল দেখা দেয়। (কুমিল্লা)

১৫। বিবাহ করিতে বসিবার সময় দুলীর ছায়া মারাইতে নাই। ছায়া মারাইলে দুলার অমঙ্গল হয়। (ঢাকা)

১৬। মাইয়া ছেইলার বিয়ার দিন অলদী মেনদীর[৯] গোছল করানীর আগেই শইলের যত গয়না গাড়ি তাগা তুগা হগল তাই খুইল্যা ফালানী লাগে না অইলে অমঙ্গল অয়। (ঢাকা)

১. পাত্র বা বর। ২. স্বামীর জন্য। ৩. সেখান থেকে। ৪. মেয়েলোক। ৫. ভাটির দিকে। ৬. অর্দ্ধেকখানি। ৭. হাঁড়ি পাতিল। ৮. বিধবা। ৯. হলুদ ও মেহেদী।

১৭। মিয়ার বাপ ছাওয়ালের বাড়ীতে যাইয়া ব্যাইরা খাওয়ালি[১০] অমঙ্গল অয়। (পাবনা)

১৮। যে মাসে ছাওয়াল অথবা ম্যায়া অয় হে মাইসে তাগারে[১১] বিয়া দাওয়া অমঙ্গল। (পাবনা)

আত্মীয়তা নষ্ট হওয়ার লক্ষণ ঃ

১৯। বর মানুষকে খর দিয়া পান দিলে কুটুম নষ্ট অয়। (পাবনা)

২০। বিয়া পরানের আগে বর যাত্রীরা পানে খর[১২] খাইলে আত্মীয় ভাল হয় না। (ঢাকা)

২১। বিয়ের বছর নতুন আত্মীয়কে কলা খাওয়ালে আত্মীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। (ঢাকা)

আয়ু কমার লক্ষণ :

২২। কারর বৌ যদি তার স্বামীকে মারার কতা কয় তাউলি তার আয়ু কমে। (পাবনা)

২৩। বিবাহিতা মেয়েমানুষ চুড়ি ছাড়া হাতে দিয়ে ভাত বাড়িয়া পুরুষকে খাওয়াইলে আয়ু কমে। (ঢাকা)

২৪। নাকের বেশর[১৩] ছাড়া স্বামীর কাছে শুইলে ঐ নাক খালি স্ত্রীর নাকের নিঃশ্বাস স্বামীর গায় লাগিলে স্বামীর আয়ু জলদি জলদি কমিয়া যায়। (ঢাকা)

উন্নতি না হওয়ার লক্ষণ ঃ

২৫। বিয়ার দিন কন্যার বাড়ীত গরু মোবলি ঐ বাড়ীত আর জুইড়া আইসপোনা।[১৪] (পাবনা)

এক স্বামীতে দিন না যাওয়ার লক্ষণ :

২৬। যদি কোন ম্যাছল বিয়া অওয়ার আগে তার দাদীর হাতে ঝগড়া নাইগা তাক পাও দিয়া গুড়ি[১৫] দ্যায় তাউলি তার এক ভাতারে প্যাট ভরেনা। (পাবনা)

১০. বাইরে বসে খেলে। ১১. তাদের। ১২. খয়ের। ১৩. নাকের ফুল। ১৪. উন্নতি হয় না। ১৫. লাথি।

কনের জীবনে শান্তি হওয়ার লক্ষণ :

২৭। বিয়ার দিন পাত্রী বাড়ীর গরু বাছুড়োক্ পানি না দিলি জেবনে তার শান্তি অয় না। (পাবনা)

কনের পিতার বাড়ী থেকে লক্ষ্মী চলে যাওয়ার লক্ষণ ঃ

২৮। নশা যহন কন্যাক্ নিয়া যায় তহন দোয়াত নিবা গেলি কন্যার বাপের বাড়ীত থাইকা লকখী[১৬] চইলা যায়। (পাবনা)

কনে বরকে ভাল না বাসার কারণ :

২৯। যে পুরুষের নাক ঘামেনা তাক্ বৌ ভালোবাসে না। (পাবনা)

কনের বুক শুকিয়ে যাওয়ার লক্ষণ :

৩০। বিয়ার দিন কন্যা যদি বেধ্বা মাইনষের বোক দ্যাহে তালি কম বয়সেই কন্যার বোক[১৭] শুইকা যায়। (পাবনা)

কনে ও বরের শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আদর না পাওয়ার লক্ষণ :

৩১। বিয়ার দিন পাত্রী ভাঙ্গা ফিঁড়াত বোসলি হশুর-হরীর[১৮] সাতে পইড়বোনা[১৯]। (পাবনা)

৩২। বিয়ার দিন নশা ভাঙ্গা ফিঁড়াত বোস্লি হশুব বাড়ীতে যায়া আদর পাইবোনা। (পাবনা)

কনের সন্তান মরার লক্ষণ :

৩৩। বিয়ার দিন কন্যা যে পানিত্ হ্যান[২০] করে হেই পানি কুত্তা খালি কন্যার ছল মরে। (পাবনা)

খারাপ স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার লক্ষণ :

৩৪। যে ম্যা ছ্লের এক কান ছোট তার খারাপ সোয়ামীর সাতে বিয়া অয়। (পাবনা)

৩৫। কেউ যদি বিয়া করাব সময় খালি বাছাবাছি করে তালি পারে তার কপালে খারাপ আইসে। (পাবনা)

১৬. লক্ষ্মী। ১৭. স্তন। ১৮. শ্বশুর শ্বাশুড়ী। ১৯. বনিবনা হবে না। ২০. গোসল।

গরীব লোকের সাথে বিয়ে হওয়ার লক্ষণ :

৩৬। বাপের ছোট মিয়া যদি বাপ মায়ের কাছে আদর না পায় তাউলি তার গরীব জামাইর হাতে বিয়া অয়। (পাবনা)

ছেলে পাগল হওয়ার লক্ষণ :

৩৭। বিয়ার দিন নগা কুত্তা খ্যাদালি[21] তার ছল পাগলা অয়। (পাবনা)

ছেলেপুলে না হওয়ার লক্ষণ :

৩৮। বিয়ার দিন মাহোইড়[22] মারলে তার ছলপান অয় না। (পাবনা)

ছেলে বোবা হওয়ার লক্ষণ :

৩৯। বিয়ার দিন টিকটিকি মারলি বোবা ছল জনম ন্যায়। (পাবনা)

জামাই শান্ত স্বভাবের হওয়ার লক্ষণ :

৪০। বর যখন বিয়ে করতে আসে তখন কন্যার মা পানির পাতিলে হাত দিয়ে রাখলে জামাতা শান্ত স্বভাবের হয়। (ঢাকা)

৪১। বর যখন বিয়ার বাড়ীত বিয়া হইরবার আইসে তহন[23] মিয়ার মাও পানির পাইল্লায়[24] আত ভিজা থুলি জামাইর মেজাজ ঠাণ্ডা থাহে। (পাবনা)

জ্বীনে অথবা ভূতে ধরার লক্ষণ :

৪২। অবিয়াতো[25] ম্যাছল কারু বিয়ার দিন বিয়ার কাপড় পিন্দিলি তার সাতে জ্বীন ধরে। (পাবনা)

৪৩। কাল রাইতে বরকে কোথায়ও একা বাহিরে যাইতে দিতে নাই। একা বাহিরে গেলে কালে পায়। (মোমেনশাহী)

৪৪। নতুন বৌ খালি মাথায় ছাই কুড়াইতে গ্যালে তাকে জ্বীনে ধরে। (পাবনা)

৪৫। বিবাহের সময় হলুদ গায়ে একলা বাইরে গেলে জ্বীনে আছর করে। (ঢাকা)

৪৬। বিয়ার দিন ইলশা মাছ খালি পাছে পাছে শষ্য[26] ঘোরে। (পাবনা)

৪৭। বিয়ার দিন গজার মাছ খালি ভূতে ধরে। (মোমেনশাহী)

২১. তাড়ালে। ২২. মাকড়শা। ২৩ তখন। ২৪. পাতিলে। ২৫. অবিবাহিতা। ২৬. পিশাচ।

৪৮। বিয়ার দিন কন্যা পরের বাড়ীত ব্যাড়াইবার[২৭] গেলি ভূতে ধরে। (পাবনা)

৪৯। বিয়ার দিন যদি কোন মেয়ের কাপড় কিম্বা গয়না আরা যায়[২৮] তালিপারে ঐ মেয়েকে ভূতে ধরে। (পাবনা)

৫০। বিয়ার পর এক বচচর বাদ বিচার কইরা চলা নাগে। জ্বীনের আচর অইবার পারে। (পাবনা)

৫১। বিয়ার রাইতে নতুন বৌ যুদি এ্যাক্‌লা এ্যাক্‌লা বাইরে আইসে তালি তার সাতে জ্বীন ধরে। (পাবনা)

৫২। বিয়ার হলদি গতরে দ্যাওয়ার তারিখে থ্যা[২৯] আঠার মাস তুরি[৩০] রাইত বিরাইত[৩১] ইদিক্ সিদিক[৩২] যাওন নাগে না। যদি কেওই ইদিক সিদিক যায় তাইলে ভূত প্যাতে তার অন্যাই কইরব্যার পারে।[৩৩] (ঢাকা)

৫৩। রাইত কইরা যে ম্যাইল্ আলতা নেয় তার উপর কালীর আছর অয়। (পাবনা)

৫৪। রাইত কইরা যে ম্যাছল মাথাত ত্যাল দ্যায় তার উপর ভূতের আছর অয়। (পাবনা)

দূরে বিয়ে হওয়ার লক্ষণ:

৫৫। আবিয়াত্তা মাইয়া পোয়ায[৩৪] বইবার সমত[৩৫] ঠেং দোনাআন টানি ন বইযে।[৩৬] ঠেং দোনাআন টানি বইলে বলে হউরঅ বাড়ী[৩৭] দূরে হয়। (চট্টগ্রাম)

৫৬। মাথার সিঁথি বড় হইলে দূরে বিবাহ হইবার সম্ভাবনা। (ঢাকা)

৫৭। যে মেয়েদের মাথার সিতা[৩৮] খুব চিক্কণ ও লম্বা থাকে সেই মেয়েদের বিয়ে অনেক দূরে অয়। (কুমিল্লা)

৫৮। যেই বেডী মাইতের[৩৯] মাথার হিতা লম্পা এই বেডীর তাফাত বিয়া দেয়। (নোয়াখালী)

ধানের লক্ষ্মীর রাগ হওয়ার কারণ:

৫৯। বিয়ার চাইর মাসের মধ্যে নতুন বৌয়েক দিয়া ধানের ব্যাড়[৪০] থাইকা ধান বাইর করালি নতুন বৌয়ের উপর ধানের নক্কীর রাগ অয়। (পাবনা)

২৭. বেড়াতে। ২৮. হারিয়ে যায়। ২৯. থেকে। ৩০. পর্যন্ত। ৩১. রাতবিরাত। ৩২. এদিকে সেদিকে। ৩৩. অনিষ্ট করতে পারে। ৩৪. অবিবাহিতা মেয়ে ছেলে। ৩৫. বসার সময়। ৩৬. পা দুখানি টেনে না বসলে। ৩৭ শ্বশুরবাড়ী। ৩৮. সিঁথি। ৩৯. মেয়ে মানুষের। ৪০. ধান রাখা পাত্র।

নৌকা ডোবার লক্ষণ :

৬০। বিয়ার বচ্ছুর কড়ি কাঠের নায়ে উঠলি নাও ডোবে। (পাবনা)

পিতার সংসারে উন্নতি হওয়ার লক্ষণ :

৬১। মিয়া শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় যদি এক মুঠ আওলা চাউল[৪১] আব এক মুঠ ইঁদুরের মাটি পাছের দিকে ছিটাইয়া দেয় তাহলে বাপের সংসারে উন্নতি অয়। (পাবনা)

প্রেম করে বিয়ে করার লক্ষণ :

৬২। ঠোঁটের মইধ্যে তিল থাকলে হে প্রেম কইর‍্যা বিয়া করে। (ঢাকা)

বউ ভাগ্যবতী হওয়ার লক্ষণ :

৬৩। বিয়াব দিন মেঘ অইলে বউগা ভাগইত্যা অয়।[৪২] (নোয়াখালী)

বউয়ের কথা মিষ্টি হওয়ার লক্ষণ :

৬৪। বিয়া কইর‍্যা আইন্যা পালকিত থেইক্যা নামানের সময় বউয়ের মুহে মিষ্টি দিয়া নামালি পারে বউয়েব কথা মিষ্টি অয়। (পাবনা)

বর-কনে একে অপরের দুর্নাম করার লক্ষণ :

৬৫। বিয়ার কলমা পড়ানের সম[৪৩] কাইয়া[৪৪] ডাকলি একজনে আর একজনের দুর্নাম কইরবো। (পাবনা)

কনেকে বরের ভালবাসার লক্ষণ :

৬৬। বিয়ার দিন পাত্রীর বাড়ীত্ নতুন কুনু সুখবর আসলি জামাই ম্যাক্[৪৫] ভালো বাইস্‌পো। (পাবনা)

দাম্পত্য-জীবনে কলহের লক্ষণ :

৬৭। বিয়া করবাব গিয়্যা বাসী ভাত খাইলে হেই বউ জামাই সারাজীবন কাইজ্যা করে। (ঢাকা)

৬৮। বিয়ার কলমা পড়ানের সম কুত্তা ভুগলি দুই জনে খালি নড়াই ওবো। (পাবনা)

---

৪১. আতব চাল। ৪২. ভাগ্যবতী হয়। ৪৩. সময়। ৪৪. কাক। ৪৫. মেয়েকে।

৬৯। বিয়ের এক বৎসর পার না হইতেই স্বর্ণালঙ্কার নতুন করে ভেঙ্গে বানান মস্ত বড় দোষ। এতে দাম্পত্য জীবনে কলহ বাঁধে। (কুমিল্লা)

৭০। বিয়ের সময় মিষ্টি বাবদ যে সমস্ত হাড়ি পাতিল বাজার হইতে আনা হয় এগুলো পরে সাংসারিক কাজে ব্যবহার করা দোষ। এতে বৈবাহিক জীবনে গোলযোগ ঘটে। (কুমিল্লা)

৭১। মঙ্গলবারে বিয়া অলি[৪৬] দুই জনের খালি নড়াই অয়[৪৭]। (পাবনা)

৭২। যে ম্যাছল ভাশুরের[৪৭] নাম মুহে নেয় তার সোযামীর সাতে আর ভাইগোরে[৪৮] বুনাবুনি অয় না। (পাবনা)

বর-কনের কপালে দুঃখ হওয়ার লক্ষণ:

৭৩। কন্যা নিয়া যাওয়ার সম পথে মরা গরু দেক্‌লি নশার বরাদে দুক্কু ওবো। (পাবনা)

৭৪। বিয়া কইরবার যাতি পথে মরা গাই দেক্‌লি ঐ বিয়া কইরলে নশার বরাদে দুক্কু ওবো। (পাবনা)

৭৫। বিয়ার কলমা পড়ানের সম কন্যা আতের নোইগ[৪৯] চিমটালি বরাদে দুক্কু অয়। (পাবনা)

৭৬। বিয়ার দিন পাত্রী ভাঙ্গা খালিত্ ভাত খালি তার বরাদে দুক্কু অয়। (পাবনা)

৭৭। বিয়ার দিন চুল কাটলি নশার বরাদে দুক্কু অয়। (পাবনা)

বর-কনের পাগল হওয়ার লক্ষণ:

৭৮। বিয়ার রাইতে সাপ দেক্‌লে হ্যা পাগল অয়। (ঢাকা)

বর-কনের রুজি না কমার লক্ষণ:

৭৯। বিয়ার কলমা পড়ানের সম্ বিলাই ডাক্‌লি দুইজনের রুজীতে কুনুদিন কম পইড়বো না। (পাবনা)

বরের-কনের সুখের লক্ষণ:

৮০। বিয়ার কলমা পড়ানের সম্ গুরুগ ডাক্‌লি দুইজনে সুখ ওবো। (পাবনা)

৮১। যদি কেউ নারকৈল ডাঙ্গা মধুপুরের পানি আইনা বিয়ার দিন ডুপ ন্যায় তালিপারে জামাই বউয়ের জীবন সুখের অয়। (পাবনা)

---

৪৬. হলে। ৪৭. স্বামীর বড় ভাইয়ের। ৪৮. ভাইদের। ৪৯. নখ।

বর গরীব হওয়ার লক্ষণ:

৮২। বিয়া কইরবার যাইয়া নশা যে থালিত ভাত খায় সেই থালি যুদি কুত্তা চাটে তালি নশা গরীব অয়। (পাবনা)

৮৩। বিয়ার দিন নশা আতের চাড়া[৫০] কাটলি হে গরীব অয়। (পাবনা)

৮৪। বিয়ার দিন নশা ভাঙ্গা থালিত্ ভাত খালি হে গরীব অয়। (পাবনা)

পরলোকে বরযাত্রী হওয়ার লক্ষণ:

৮৫। যে মাইনষের দাড়ি মোচে ক্ষুর কেচি না ছোয়াইবো কাল কেয়ামতের দিন হে মাইনষে লাইলী মজনুর বিয়াব বৈরাতী অইয়া যাইবো। (পাবনা)

৮৬। যে মাইনষে হারা জীবন বিয়া সাদী না কইরবো কাল কেয়ামতের দিন হে মাইনষে সখিনা কাশেমের বিয়ার বৈরাতী অইয়া যাইবো। (পাবনা)

বরের অপমান হওয়ার লক্ষণ ঃ

৮৭। কন্যা নিয়া যাওয়ার সম্ নশাব মাথা টুপী পইড়া গেলি নশা মাইনষের মইধ্যে অপমান ওবো। (পাবনা)

বরের বিপদে পড়ার লক্ষণ ঃ

৮৮। কন্যা নিয়া যাওয়ার পথে পথ আয়ড়া[৫১] গেলি নশা বিপদে পইড়বো। (পাবনা)

৮৯। বিবাহের বছরে বাণিজ্য নাই। ছফর নাই। বাণিজ্য করিলে বিপদে পড়িতে হয়। ছফর করিলে বিপদে পড়িতে হয়। মোমেনশাহী)

৯০। বিয়া কইর্বার যাওয়ার কালে নশার আঘা[৫২] আসলি পথে বিপদ ওবো। (পাবনা)

৯১। বিয়া কইরবার যাওয়ার সম পায়ের কাছে আইসা বিলাই ডাকলি পথে বিপদ অয়। (পাবনা)

৯২। বিয়ার দিন হইন্ন্যা ব্যালা বিয়া বাড়ীত প্যাঁচা দেক্‌লি কনু বিপদের চিহ্ন। (পাবনা)

৯৩। শনিবার সকালে কি মংগলবার বিকালে কন্যা স্বামীগৃহ হইতে বাপের বাড়ী রওনা দিলে রাস্তায় বিপদের আশংকা থাকে। (সিলেট)

৫০. হাতের নখ। ৫১. হারিয়ে। ৫২. পায়খানা।

বহু ছেলে পুলে হওয়ার লক্ষণ ঃ

৯৪। বিয়ার দিন নশার বাড়ীত বিলাই বিয়ালি তার ঘর ভরা ছল্‌পল্‌ ওবো। (পাবনা)।

বহু বিবাহের লক্ষণ :

৯৫। অবিয়াতো ম্যাছল যুদি খবে নতুন ছায়া দ্যাহে তালি তার বিয়া ওবো। (পাবনা)

৯৬। পুরুষ মাইনষের মাথাত্‌ চুলে যে কয়ডো পাক্‌ থাকে কয়ডো বিয়া করে। (পাবনা)

৯৭। যদি কারুর মাথায় দুই পাক থাকে তালি পারে তার দুই বিয়া অয়। (পাবনা)

৯৮। যে পুরুষের শরীলে এ্যাক্‌শো এ্যাকটো তিল্লী থাকে হেই পুরুষ পনর বিয়া করে। (পাবনা)

বাড়ীতে বেশী মানুষ মরার লক্ষণ :

৯৯। যদি এন্দুগারে[৫৩] বাড়ীর লোকজন মইর‍্যা যায় তার কয়েক দিন পরে ঐ বাড়ীত বিয়া করায় তালি পাবে[৫৪] ঐ বাড়ীর মানুষ আরও মইর‍্যা যায়। (পাবনা)

বোবা ছেলে হওয়ার লক্ষণ ঃ

১০০। বিয়ার দিন মিছা কতা কোলি[৫৫] বোবা ছল্‌ অয়। (পাবনা)

বিধবা হওয়ার লক্ষণ :

১০১। বিয়ার কলমা পড়ানের সম ভুতুম পাহী ডাক্‌লি কন্যা বেধ্‌বা ওবো। (পাবনা)

১০২। বিয়ার দিন কন্যা যুদি কালা কাপড় পেন্দে তালি হে বেধ্‌বা অয়। (পাবনা)

১০৩। বিয়ার দিন পাত্রী কাঙ্খিত যায়া ঘটি ভাইঙ্গা ফালালি হে বেধ্‌বা ওবো।[৫৬] (পাবনা)

১০৪। বিয়ার দিন পাত্রীর নাহের নাকফুল আয়ড়া[৫৭] গেলি হে বেধ্‌বা ওবো। (পাবনা)

৫৩. হিন্দুদের। ৫৪. তাহলে পরে। ৫৫। কথা বললে। ৫৬। বিধবা হবে। ৫৭. সন্তান।

বিরহ-বিচ্ছেদের লক্ষণ :

১০৫। বিয়ে উপলক্ষে কেনা জিনিষ বিয়ের বৎসর হারান দোষ। ইহা তার জীবনে লাঞ্ছনা বিরহ বিচ্ছেদ ব্যথা বেদনা দুঃখদৈন্য ঘাতসংঘাত আসার পূর্ব লক্ষণ। (কুমিল্লা)

বিলম্বে বিয়ে হওয়ার লক্ষণ :

১০৬। আবিয়াতা হোলাহানে[৫৭] হববরইর হুল খাইলে এই হোলাগার[৫৮] বিয়া দেরী অর। (নোয়াখালী)

১০৭। আষাঢ় মাসের শ্যাষাদিন[৫৯] যে ম্যা অয় তার দেরীত্ বিয়া অয়। (পাবনা)

১০৮। জালের পানি উপরে পইড়লে তাড়াতাড়ি বিয়া অয় ন[৬০]। (নোয়াখালী)

১০৯। পরজাপতি[৬১] মারা লাগে না। মাইরলে দেরী কইরা বিয়া অয়। (পাবনা)

১১০। পরজাপতি যে মারে তার বিয়া ওতি দেরী অয়। (পাবনা)

১১১। বাসি বিয়ার নাউইনা পানি অবিয়াত ম্যায়ালোকে পাড়াইলে তাগারে সহজে বিয়া অয় না। (পাবনা)

১১২। বিয়ার আগোত[৬২] চেংড়ি মানষে গাওত হলদি মাকলে তার বিয়া হবারে চায় না। (রংপুর)

১১৩। বিয়ার গোছলের পানি আবিয়াতা মাইয়ার গাও পইড়লে[৬৩] বিয়া অয় ন। (নোয়াখালী)

১১৪। বিয়ের আগে চুলের পানি গায় পড়লে বিয়া বহুত দেরীতে অয়। (কুমিল্লা)

১১৫। বিয়ের পরের দিন বর কনের গোসলের পানি অবিবাহিত ছেলে মেয়ে মাড়ালে বর কনের বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না। (ঢাকা)

১১৬। বিয়ের পাটির উপর অবিবাহিতা মেয়ে বসলে সেই অবিবাহিতা মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয় না। (ঢাকা)

১১৭,। ভাতের হাড়ি চুলা হাতে[৬৪] নামবার সোমায় যদি কাল নুচনা[৬৫] দিয়া ভাতের হাড়ি না নামা যায় তে হইলে সে ভাত বোলে কুমটা ভাত হয়। আর সেই

৫৮. ছেলের। ৫৯. শেষ দিন। ৬০. হয় না। ৬১. প্রজাপতি। ৬২. পূর্বে। ৬৩. গায়ে পড়লে। ৬৪. উনুন থেকে। ৬৫. গরম ভাতের হাঁড়ি মোছার জন্য পাট নির্মিত উপকরণ।

কুমটা ভাত যদিকাল অবিয়া চেংড়ি[৬৬] খায় তে হইলে তার সহজে বিয়া হবার চায়না। (রংপুর)

১১৮। ম্যায়ালোকে ধানের তুষ পাড়াইলে তার সহজে বিয়া অয়না। (পাবনা)

১১৯। যে ম্যা দেরী কইরা আঁটা হেকে[৬৭] তার দেরী কইরা বিয়া অয়। (পাবনা)

১২০। লতুন[৬৮] বিয়া অওয়াক মেইয়ার পাটির উপর বইসলে অবিয়া অওয়া মেয়ের বিয়া সোজা আলে অয়না। (পাবনা)

১২১। লতুন বিয়ার মেইয়ার ডুব দেওয়ার পানি অল্প বয়সের মেইয়েরা লাগাইলে ঐ বয়স না অওয়া পর্যন্ত বিয়া অয় না। (পাবনা)

১২২। হাটবাজার থেকে পান কিন্যা আনলে পানের বিরার বাধনটা ডেইলে[৬৯] মেয়েদেব বিয়া হইতে দেরী অয়। এই জন্যেই[৭০] বাঁধেব রসি বা যাহা দিয়া বাধা থাকে সেটা আগুনে পুড়াইযা ফেলতে অয়। (কুমিল্লা)

বিয়েতে বাঁধা ও বিবাদ হওয়ার লক্ষণঃ

১২৩। বিয়া কইরবার যাওয়ার কালে কুত্তা ভুগলি বিয়াত বাধা পইড়বো। (পাবনা)

১২৪। বিযা কইরবার যাওয়ার সম্ মাহোড়ের জাল দেক্‌লি বিয়াত গোলমাল ওবো।[৭১] (পাবনা)

১২৫। বিয়া কইরবার যাত্তি তাঁতীর সাথে দ্যাহা ওলি বিয়াত বিবাদ বাইজ্‌বো। (পাবনা)

১২৬। বিয়ার দিন নশা ভাঙ্গা কোলকিত তামুক খালি বিয়াত বাধা পড়ে। (পাবনা)

১২৭। বিয়ার বর ধাইব্যার সোমে[৭২] কেউ যদি বর থামায় তারে কিছু দিয়্যা যাওন নাগে, না দিলে হে বিয়্যার মধ্যে ঝরগা নাগে। (ঢাকা)

১২৮। বিয়ার দিন কুনু কিছু কাটাকুটা কোরলি বিয়াত্ ছরকট[৭৩] পড়ে। (পাবনা)

১২৯। বিয়ার দিন মাছ মারলি তার বিয়াত ছরকট পড়ে। (পাবনা)

৬৬. অবিবাহিতা মেয়ে। ৬৭. যে মেয়ে দেরী করে হাঁটা শেখে। ৬৮. নতুন। ৬৯. ডিঙ্গালে। ৭০. জন্যই। ৭১. হবে। ৭২. সময়। ৭৩. বাঁধা।

বিয়েতে ঠকার লক্ষণ :

১৩০। বিয়া কইরবার যাত্তি পথে নাপিতের সাথে দ্যাহা ওলি[৭৪] ঐ বিয়া কইরা ঠইকপো। (পাবনা)

বিয়েতে সুখ না হওয়ার লক্ষণ :

১৩১। বাসর ঘরে যাইয়া যদি হটাৎ[৭৫] জামাই তে কোন কারণে কান্দে তাইলে হে বিয়া তার সুখ অয়না। (ঢাকা)

বিয়েতে মাছ না পাওয়ার লক্ষণ :

১৩২। যদি কেউ ট্যাপা মাছ ফুটায় তাহলে সে বিয়ার সময় মাছ পায় না। (পাবনা)

বিয়ের দিন বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ :

১৩৩। অবিবাহিত পুরুষ পুড়া ভাত খাইলে বিবাহের দিনে বৃষ্টি হয়। (মোমেনশাহী)

১৩৪। বিয়ের আগে পোড়া ভাত খেলে বিয়ের দিন বৃষ্টি হয়। (ঢাকা)

১৩৫। বিয়ার আগে ব্যাঙের গায়ে লাথি মারলে বিয়ের দিন খুউব বৃষ্টি হয়। (ঢাকা)

১৩৬। বিয়ার আগে ব্যাঙ মাইরা ফেল্লে বিয়ের দিন বৃষ্টি নামে। (পাবনা)

১৩৭। বিয়ার আগে পোড়া ভাত খালি বিয়ার দিন বৃষ্টি নামে। (পাবনা)

১৩৮। যে পুরুষ খারের আগুন তাপায়[৭৬] তার বিয়ার দিন বৃষ্টি অয়। (পাবনা)

বিয়ে তাড়াতাড়ি হওয়ার লক্ষণ :

১৩৯। কেউ যদি চোটকার পাতা পারায় তালি পারে তার বিয়া তাড়াতাড়ি অয়। (পাবনা)

১৪০। পানের বরের পান কেটে দিলে ছেলেমেয়েদের সিগ্‌গির বিয়ে হয়। (কুমিল্লা)

১৪১। পেইল্লার[৭৭] গোয়ায় আগুন লাগলে সে বাড়ীর বিয়া এগিয়ে আসে। (পাবনা)

৭৪. দেখা হলে। ৭৫. হঠাৎ। ৭৬. আগুন পোহায়। ৭৭. পাতিলের।

১৪২। বড় ভাইয়ের বউয়ের মাথার চুল নি মাথার মৈদদে দি রাইকলে জলদি জলদি বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৪৩। যে চেংড়া বা চেংড়ির[৭৮] তাড়াতাড়ি বিয়া হয় না তাঁই যদি কেল কুমটা ধানের ভাত খায় তে হইলে তাড়াতাড়ি তার বিয়া হয়। (রংপুর)

১৪৪। যে মাইয়া লোকের বিয়ার বর আইয়ে ন, মাইয়া লোকগা সকালে বাইমুখে[৭৯] এইগ্যা গন্ধরাজ ফুলের কলি আনি এইগ্যা গেলাসের ভিতরে ডুবাই রাইখলে মাইয়াগাব[৮০] বিয়া জলদি জলদি অইব। (নোয়াখালী)

বিয়ে না হওয়ার লক্ষণ :

১৪৫। কারুর যদি গলাত ফোট অয় তাউলি[৮১] তার বিটি ঢ্যাংগা অয়া থাহে, বিয়া অয় না। (পাবনা)

১৪৬। গিরছের বাইত[৮২] অন্য মানুষ আই উপুইব্যা বইলে[৮৩] যদি তার পার মইদদে ঝিনঝি ধরে, যুবতী মাইয়ার বিয়া অয় ন।[৮৪] (নোয়াখালী)

১৪৭। জালের পানি গাও পড়লে বিয়া অয়না। (কুমিল্লা)

বিয়ে হওয়ার লক্ষণ :

১৪৮। অবিয়াতো ম্যা যদি খবে নতুন কাপড় পেন্দে তালি তার বিয়া ওবো। (পাবনা)

১৪৯। কোন মেইয়া মানুষ যদি কোন ছ্যারার[৮৫] গাযে থুত দেন তাইলে পারে বিয়া অইয়া যায়। (পাবনা)

১৫০। কোন মাইয়ালোহের বিয়া ন অইলে যে মছিদের ভিত্ পাকা ন তার ঠিক মইদ্দে অইতে এইগ্যা মোট মাডি আনি পড়াই শুক্কুর বারদিন মছিদের হোমকে[৮৬] ছিডাই দিলে মুসল্লীরা এই মাডিগুন হাডি[৮৭] গেলে মাইয়াগাব বিয়া অই যাইব। (নোয়াখালী)

১৫১। খোলার তলা আঁইসলে[৮৮] বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৫২। খবে গালা কিন্‌তি দেক্‌লি বিয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

১৫৩। খবে মেন্দির গাছ দেক্‌লি বিয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

১৫৪। ঘরের চেরাগ আঁইসলে বিয়া অয়ের। (নোয়াখালী)

৭৮. যে ছেলে বা মেয়ের। ৭৯. বাসি মুখে। ৮০. মেয়ের। ৮১. তাহলে। ৮২. বাড়ীতে। ৮৩. বসলে। ৮৪. হয় না। ৮৫. ছেলের। ৮৬ সম্মুখে। ৮৭. হেঁটে। ৮৮. খোলার তলায় আগুন ঝিকমিক করলে।

১৫৫। চেরাগের মইদদে হুল পইড়লে বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৫৬। তেল পইড়লে বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৫৭। দুগা তিনগায় ক্ষেত রুইবার সময় জোড় রোয়া হইলো বায়ের মানুষগার বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৫৮। যেই মাইয়াব বিয়া অয় ন, চইড়্যা মারি[৮৯] এইগ্যার ঠোটগা কাডি[৯০] শনি মোংগলবারে ঠোটগা তামার তাবিজের মৈদ্দে ভবি মাইয়াগার গলার মৈদ্দে দিলে বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৫৯। রান্দার সুমায় কড়ইর কালিতি আগুন জ্বলনি বাড়ীর একজনের বিয়ে অয়। (যশোহর)

১৬০। শনি মোংগল বাইরা মরা পুড়া চিতল খলার আংরা আনি তাবিজের মৈদ্দে ভরি খায়েশ করি কোন মাইয়া লোকরে ছুয়াই দিলে মাইয়া গা পাগোল অই যাইব। (নোয়াখালী)

১৬১। সৎ খেয়ালে হপনে যাবে দেয় তারে লাগে বিয়া অয়। (নোয়াখালী)

১৬২। হবনে[৯১] আম দেক্লি বিয়া ওবো। (পাবনা)

১৬৩। হবনে ডালিম দেক্লি বিয়া অয়। (পাবনা)

১৬৪। হলুদ দেইখলে বিয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

১৬৫। বিয়ার দিন নশার পায়ের গরু মোরিলে বৌ অলক্ষইনা ওবো। (পাবনা)

বৌ-এর ভাগ্য বুদ্ধি নষ্ট হয়ঃ

১৬৬। বিয়ার হান হুল লই[৯২] পথের মইদ্দে থাইক্লে বউয়ের ভাইগ বুদ্ধি পথত্ দি আইয়ে। (নোয়াখালী)

বৌ খুব কাজের হওয়ার লক্ষণ:

১৬৭। ছাওয়াল বিয়া করবার যাওয়ার পর ছাওয়ালের মাও চোবালাস্তা[৯৩] আর শাক ভাজা দিয়া ভাত চুল ছাইবা দিয়া খালি বৌ লড়বড় কইরা কাজ করে। (পাবনা)

বৌ নিষ্ঠুর হওয়ার লক্ষণ:

১৬৮। বিয়ার দিন নশা কুনু জোনার[৯৪] জবো কোরলি বৌ নিষ্ঠুর অয়। (পাবনা)

৮৯. চড়ুই পাখী মেরে। ৯০. ঠোঁট কেটে। ৯১. স্বপনে। ৯২. পানফুল নিয়ে। ৯৩. চুবি করা নাস্তা। ৯৪. জানোয়ার, খাসি, মোরগ ইত্যাদি।

বৌ বুদ্ধিমতি হওয়ার লক্ষণ :

১৬৯। বিয়ার দিন বাড়ীত্ বেজী দেক্লি বৌ খুব বুদ্ধির ওবো। (পাবনা)

বৌ ভাল না হওয়ার লক্ষণ :

১৭০। বিয়া করাইবার যাওয়ার সম মায়েক হ্যালাম[৯৫] না কোরলি বৌ ভালো অয়না। (পাবনা)

১৭১। বিয়ার দিন সক্কালে ঘোম থাইকা উইঠা নশা কুত্তা দেক্লি তার বৌ ভালো ওবো না। (পাবনা)

বৌ ভাল হওয়ার লক্ষণ :

১৭২। বিয়ার দিন নশার বাড়ীত্ কুটুম পক্ষী ডাক্লি বৌ ভাল ওবো। (পাবনা)

১৭৩। বিয়ার দিন নশা বাড়ীর বিলাইয়েক চাইরডো ভাত দিলি বৌ ভালো অয়। (পাবনা)

বৌ মরে যাওয়ার লক্ষণ :

১৭৪। বিয়া কইরবার যাওয়ার সম্[৯৬] পথের মইধে বিলাই মরা দেক্লি তার বৌ মইরবো। (পাবনা)

১৭৫। বিয়ার দিন বিলাই মারা নাগেনা[৯৭]; বৌ মইরা যায়। (পাবনা)

১৭৬। বিয়ার হ্যান করানের সম ছলের কাছে বেধ্বা মানুষ থাকলি ছলের বৌ মরে। (পাবনা)

বৌ লক্ষ্মী হওয়ার লক্ষণ :

১৭৭। বিয়া কইরা বউ নিয়া বাড়ীত আসতি পথের মইধে জাইলা দেক্লি বৌ লক্ষী ওবো। (পাবনা)

বৌয়ে সম্মান না করার লক্ষণ :

১৭৮। বিয়ার দিন ছল্ যুদি আতের চাড়া কাটে তালি তার বৌ তাক মান্য করইবো না। (পাবনা)

---

৯৫. সালাম। ৯৬. সময়। ৯৭. মারতে হয় না। য

ভাত না পাওয়ার লক্ষণ :

১৭৯। মেয়ে লোকোক বেশী বাছাবাছি কইবা বিয়া দিলি পারে হে ভাত পায়না। (পাবনা)

মরার সময় খুব কষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

১৮০। কেউ যদি কারুর বিয়ার ট্যাহা ফাঁকি দিয়া নিয়া খায় তালি পারে হে মরার সময় খুব কষ্ট পায়। (পাবনা)

মেয়েদের ভাগ্য ভাল না হওয়ার লক্ষণ :

১৮১। বিয়ার রাইত মেয়েদের সামনে ঘিয়ের বাত্তি মোমের বাত্তি না জ্বালনে মেয়েদের ভাগ্য উজ্জ্বল অয় না। (কুমিল্লা)

যাত্রা নষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

১৮২। বিয়া কইরবার যাতি কুনু পাড়ার পাচ্ দিয়া যাওয়া লাগে না। সাইত[৯৮] নষ্ট অয়। (পাবনা)

যাত্রা ভাল হাওয়ার লক্ষণ :

১৮৩। বউ বাইরে যাওয়ার সময় মাচি ছুইয়া গেলে যাত্রা ভালো অয়। (পাবনা)

রোগ আসার লক্ষণ :

১৮৪। কেউ যদি নতুন বৌ ডুলিত হইরা[৯৯] বাড়ীত আনে তাউলি ডুলি মাটিত নামানের আগে ডুলির তলে পানি দেওয়া নাগে তা নাউলি ডুলির হাতে বয় ব্যারাম[১০০] আইসে আর ঐ গাঁয়ে হান্দায়। (পাবনা)

লজ্জা শরম কমে যায় :

১৮৫। যে ম্যাছল্ হশুড়ের[১০১] নাম মুছে নেয় তার নইজ্জা[১০২] শরম কইমা যায়। (পাবনা)

১৮৬। বিয়ার হ্যানের সম্[১০৩] কন্যা নিজের খোক দেকুলি হে ব্যাশরম অয়। (পাবনা)

৯৮. যাত্রা। ৯৯. করে। ১০০. রোগ ব্যাধি। ১০১. শ্বশুরের। ১০২. লজ্জা। ১০৩. গোসলের সময়।

শ্বশুরকে মান্য না করার লক্ষণ ঃ

১৮৭। ছলের বিয়াত বাপ গেলি বৌ ব্যাশরম[১০৪] অয়। হশুড়েক মান্য করে না। (পাবনা)

শ্বাশুড়ি বউয়ে বনিবনা না হওয়ার লক্ষণ ঃ

১৮৮। বিয়ার দিন শ্বাশুড়িকে একটি কাঁচা টাকা দিয়া মা বলিয়া ডাক দিতে হয়, তাহা না হইলে বৌ শ্বাশুড়ি ভনে না। (পাবনা)

সংসারে ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ ঃ

১৮৯। নিজ বাড়ী হতে দক্ষিণ দিকে প্রথম ছেলেকে বিয়ে দিলে সংসারের ক্ষতি হয়। (পাবনা)

১৯০। নতুন বউ প্রথমেই ঘরের টিকি দেখলেই সংসারে আনি পরে। (পাবনা)

১৯১। নতুন বৌ বিয়ার বছর চৈতমাসে শ্বশুর বাড়ী থাকলে সংসারে অভাব হয়। (পাবনা)

১৯২। নতুন বউ সবার আগে ভাত খালে সে সংসারে অভাব পড়ে। (পাবনা)

স্ত্রীর গলার স্বর ভাল হওয়ার লক্ষণ ঃ

১৯৩। যদি বিয়ার দিন কারুর বাড়ীত্ কোকিল ডাহে তালি পারে তার বউয়ের কোকিলের মত গলার স্বর অয়। (পাবনা)

স্ত্রীর চরিত্র খারাপ হওয়ার লক্ষণ ঃ

১৯৪। বিয়া কইরা বৌ বাপের বাড়ী রাইখলে তার চরিত্র খারাপ অয়। (পাবনা)

স্বামী মরে যাওয়ার লক্ষণ ঃ

১৯৫। চাচা ভাচতির বিয়া অলি স্বামী মইরা যায়। (পাবনা)

১৯৬। ঠোঁড কালা ছ্যাড়িগারে বিয়া কল্লি অল্লদিন বাদেই জামাই মইরা যায়। (পাবনা)

---

১০৪. লজ্জাহীন।

১৯৭। বিদবা[১০৫] মেয়েদের বিয়ার হলদিত্[১০৬] তোলেনা। কারণ যে মেয়ের হলদি কোটে তার স্বামী মারা যায়। (পাবনা)

১৯৮। সোয়ামীর গতরে[১০৭] নাত্তি নাগ্‌লি যে ম্যাছল[১০৮] তিনবার হালাম[১০৯] করে না তার সোয়ামী মইরা যায়। (পাবনা)

১৯৯। যদি বিয়ার আইতে চুরি অরা যায় তালি পারে তার জামাই মইর‍্যা যায়। (পাবনা)

২০০। যে ম্যা ছলের জিভার আগা কালা বিয়ার পরেই তার স্বামী মইরা যায়। (পাবনা)

স্বামীর মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার লক্ষণ ঃ

২০১। বর যখন মিয়াব বাড়ী বিয়া করবার আসে তখন মিয়াব মাও পানির পাল্ল্যায়[১১০] হাত দিয়া থাকলে জামাইর মেজাজ ঠাণ্ডা অয়। (পাবনা)

স্বামীর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার লক্ষণ ঃ

২০২। বউ জামাইর দিকে এক নজরে অনেকক্ষণ তাকা থাইকলে স্বামীর স্বাস্থ্য নষ্ট অইয়া যায়। (পাবনা)

স্বামীর সঙ্গে মহব্বত হয় না ঃ

২০৩। বিয়ার দিন পাত্রী কুনু কাপড় ছিড়লি সোয়ামীর সাতে মহব্বত ওবো না। (পাবনা)

স্বামী তালাক দেয়ার লক্ষণ ঃ

২০৪। বিয়ার দিন কন্যা কিছু কাটা কুটা কোরলি স্বামী তাক্ তালাক দিবো। (পাবনা)

স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার লক্ষণ ঃ

১০৫। নিজেগারে[১১১] বাড়ীর দাইনদিকে[১১২] বিয়া কইরলে হ্যার স্বাস্থ্য হানি অয়। (পাবনা)

১০৫. বিধবা। ১০৬. হলুদ। ১০৭. স্বামীর গায়ে। ১০৮. মেয়ে মানুষ। ১০৯. সালাম। ১১০. পাতিলে। ১১১. নিজের। ১১২. ডানদিকে।

সুখ না হওয়ার লক্ষণ ঃ

২০৬। বিয়া কইরবার যাতি খেউনীর[১১৩] সাতে দ্যাহা ওলি ঐ বিয়া কইরা বরাদে সুখ ওবনা। (পাবনা)

সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার লক্ষণ ঃ

২০৭। ডাইন বাহু নাইছলে সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া যায়। (পাবনা)

হায়াত বাড়ার লক্ষণ ঃ

২০৮। বউ যদি স্বামীর আইটা খায় তালিপারে তার হায়াত বাড়ে। (পাবনা)

বিবাহে বিধি নিষেধ ঃ

২০৯। কন্যাক বিয়াব হ্যান[১১৪] করানের সম্[১১৫] তার মায়ের হেকেনে[১১৬] থাকা নাগেনা। মায়ের ভাগ্যের দুক্ক তার ভাগ্যে যায়। (পাবনা)

২১০। কাল রাইতে বরকে কোথায়ও একা বাহিরে দিতে নাই। একা বাহিরে গেলে কালে পায়। (মোমেনশাহী)

২১১। জর্মবারে বিয়া করা যায় না। (ঢাকা)

২১২। জর্মের মাসে[১১৭] বিয়া সাদী অওন ভালা না। জর্মের মাসে বিয়া সাদী অহলে বউ জামাইয়ের মিল অয়না। (মোমেনশাহী)

২১৩। নতন যখন বিয়া হরে[১১৯] হেদিন বাসর আইতে চট হইরা বৌয়ের নাক টিবা ধরা নাগে তাউলি তার নাহের নিঃশ্বাস জোরে জোরে ফালায় না। (পাবনা)

২১৪। প্রথম বিবাহের রাত্রে স্বামী স্ত্রীকে একঘরে অন্য লোকজন ছাড়া রাখিতে নাই। রাখিলে কালে হয়। (মোমেনশাহী)

২১৫। বিয়ার দিন আঁতের চারা[১২০]কাটা দোষ। (পাবনা)

২১৬। বিয়ার দিন আটকুইড়া মানুষের মুক দ্যাহা দোষ। (পাবনা)

২১৭। বিয়া কইরা যাওয়ার সময় পাছমুক ফিরা[১২১] চাওয়া দোষ। (পাবনা)

২১৮। বুধবারের বাইতে বিয়া পড়ান লাগেনা। (পাবনা)

২১৯। বিয়ার দিন কন্যাক কালা কাপুড় পড়ান দোষ। (পাবনা)

---

১১৩. খেয়া ঘাটের মাঝি। ১১৪. স্নান। ১১৫. সময়! ১১৬. সেখানে। ১১৭. জন্ম মাসে। ১১৮. হওয়া। ১১৯. করে। ১২০. হাতের নখ। ১২১. পিছন ফিরে।

২২০। বিয়া কইরবার যাওয়ার সম কুনু বাড়ীর পাছ দিয়া যাওয়া নাগেনা। তাত ছুত নাগে। (পাবনা)

২২১। বিয়ার দিন মেয়ের পক্ষে পান খাইতে দিলে খর দেয়োন লাগেনা খর দিলে বিবাদ বাধে। (ঢাকা)

২২২। বিয়ার কলমা পড়ানের সম কেউ কোন কিছুতে এ্যালান[১২২] দেওয়া নাগেনা দিলি বিয়া টেকেনা। (পাবনা)

২২৩। বিয়ার বাসরে বর কন্যারে কলেমা পড়ানের সময় কাহারো পক্ষে কোন কিছু ধইরা খাড়াইবার[১২৩] নাই। (পাবনা)

২২৪। বিয়ার বচরে লতুন বউয়ের পা চৈত ভাদ্দুর মাসে দ্যাহা ভালো না। (পাবনা)

২২৫। বিয়া করতি কালে খুত কাপুড় পেন্দা লাগেনা। (পাবনা)

২২৬। যার বিয়া অইছে তার সিঁথির মাথায় সিঁদুর লাগান লাগে। (পাবনা)

২২৭। যার বিয়া অয় তার ছেমা অবিবাহিতা ছেড়ি পাড়ন নাই—পাড়ালে তার প্রর্চাফ অয়। (মোমেনশাহী)

১২২. হেলান। ১২৩. দাঁড়াতে।

গর্ভবতী ও প্রসূতী
সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

গর্ভবতী ও প্রসূতী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

[সংগ্রাহক পরিচিতি]

পাবনা ঃ পাবনা জেলা থেকে ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৩০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২,

৫৩৩ ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬২, ৫৬৩, ৪৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০১, নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন—

(ক) জনাব আবু তাহের, গ্রাম: ভাঙ্গাবাড়ী (হালদার পাড়া), ডাকঘর: সিরাজগঞ্জ, জেলা: পাবনা।

(খ) জনাব হজরত আলী, মীরপুর-১, ব্লক ১/২১, ঢাকা-১৬।

ঢাকা: ঢাকা থেকে ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৭৩, ২৮৪, ২৮৮ ২৮৯ ৩৩০ ৩৩৫ ৩৩৭ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৬৬ ৩৯৬ ৩৯৭, ৪০২ ৪০৩ ৪১৭ ৪২১ ৪২৮ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৯৩ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫৩১ ৫৩৫ ৫৬১ ৫৭৪ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৭ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন—

(ক) জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, বাসা নং ১০৬, খিলগাঁও, ঢাকা।

রংপুর: রংপুর জেলা থেকে ২৯৩ ৩৯৩ ৪০৪ ৪১৮ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব এস. এম সামীবুল ইসলাম। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর: বেলুকা, জেলা: রংপুর।

মোমেনশাহী: মোমেনশাহী জেলা থেকে ১৩৮ ১৫৩ ৩৫৬ ৬০০ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: নূরুল ইসলাম খান। তাঁর ঠিকানা—

ফরিদপুর: ফরিদপুর জেলা থেকে ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: নুরুল হুদা। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম: খারহাট, ডাকঘর: কাশিয়ানী, জেলা: ফরিদপুর।

কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া জেলা থেকে ৫২৪ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব আহাদুজ্জামান। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম: দুর্গাপুর, ডাকঘর: শেখর, জেলা: ফরিদপুর।

অশরীরী আত্মার উপদ্রবের লক্ষণঃ

২২৮। আঁতুইড়া ঘরের দুয়ারে বোড়ই গাছের কাঁটা, ব্যাল গাছের কাঁটা আর হেমুল গাছের কাঁটা—এই তিন গাছের কাঁটা থিয়া দিলি[১২৪] ছলের উহর ভূতে ভর করে না। (পাবনা)

২২৯। আষাইঢ়া নতুন পানিত গর্ভইতা ম্যাছল এ্যাকলা এ্যাকলা ডুব দিবার গেলি ভূত ধইরবার পারে। (পাবনা)

২৩০। এন্দুরের মাটি আর গোরস্তানের মাটি তাবিজে তুইলা গলাত বান্ধিলে গর্ভবতীর উপরে ভূত ভব কইরবার পারে না। (পাবনা)

২৩১। কাতি মাইসা অমাবস্যার রাইতে গর্ভবতী বাইরে আইসলে[১২৫] তার সন্তান ভূতের মতন কালা অয়। (পাবনা)

২৩২। গর্ভইতা নারীর আন্ধারে কুঞ্জারে কুনুহানে এ্যাকলা যাওয়া নাগে না ভূতের বাও নাইগ্‌বার পারে। (পাবনা)

২৩৩। গর্ভইতা নারী বাড়া ভান্‌লি ছলের অঙ্গ খুত অয়। (পাবনা)

২৩৪। গর্ভইতা ম্যাছল গজার মাচ খালি ছল ওলি পরে হেই ছলের উহুর[১২৬] দ্যাওয়ের আছর অয়। (পাবনা)

২৩৫। গর্ভইতা ম্যাব ভাত খাওয়ার সম্ পাঁচা ডাক্ দিলি আর ভাত খাওয়া নাগে না। খালি পরে ভাতের সাতে ভূত ভেতরে যায়। (পাবনা)

২৩৬। গর্ভইতা যুদি আমাবস্যার রাইতে হরা গাছতলা যায় তালি তার উহরে ভূতের আছর অয়। (পাবনা)

২৩৭। গর্ভইতার আষাইঢ়া বয়ল মাছ খাওয়া নাগে না। আষাইঢ়া বয়লের সাথে ভূত থাকে। (পাবনা)

২৩৮। গর্ভবতী নারী আষাইঢ়া পানিতে ডুব দিলি তার সাতে ভূত ধরে। (মোমেনশাহী)

২৩৯। গর্ভবতী মাইয়া মানুষ বড় মাছ কুডলে[১২৭] পোলাপান অইলে জীনের আছর অয়। (ঢাকা)

২৪০। গর্ভবতী মানুষ যুদি গজার মাছ খায় তালি তার সাতে ভূত ধরে। (পাবনা)

২৪১। গর্ভবতী যে ঘরে থাকে হেই ঘরের দুয়ারে গরুর হাড় ঝুলায়া রাইখলে[১২৮] ভূতের ভয় থাকে না। (পাবনা)

১২৪. রেখে দিলে। ১২৫. এলে। ১২৬. উপর। ১২৭. কুটলে। ১২৮. ঝুলে রাখলে।

২৪২। ছলের বয়স চল্লিশ দিন হওয়ার আগে বাড়ীর বাইরে বাইর কোরলি ভূত ধরে। (পাবনা)

২৪৩। ছাওয়াল অওয়ার পর[১২৯] ছাওয়ালের হিতানে পুরান জুতা, বড় পেরাগ আর পইতানে ঝিগার ডাল দিলি ছাওয়াল ভাল থাকে কোন উপরা ব্যারাম ধইরবার পারে না। (ঢাকা)

২৪৪। ছাওয়াল পাওয়ান অওয়ার হাতে হাতে হলদি আর রসুন টেরা হইরা গলায় বাইন্দা দেওয়া লাগে। তালি পারে ছাওয়ালের উপরা ব্যারাম হয় না। (ঢাকা)

২৪৫। নয় মাসের কালে ইলশা মাছ কুটলি সাতে ভূতও ধইরবার পারে। (পাবনা)

২৪৬। নয মাসের প্যাটের কালে[১৩০] ইল্‌শ মাছ খালি ভূতে ধবে। (পাবনা)

২৪৭। পনর দিনের আগে পোয়াতী রাইতে এ্যাকলা এ্যাকলা[১৩১] কাঞ্চিত[১৩২] গেলি সাতে ভূত আসে। (পাবনা)

২৪৮। পাঁচ মাসের কালে গলাত্ গোরের মাটি তাবিজে তুইলা বান্ধা নাগে। তাই কুনু উপরা ব্যারামের ভয় থাকেনা। (পাবনা)

২৪৯। পোয়াতী আঁতুইড়া ঘরের বাইরে যায়া আবার অজুনা কইরা আঁতু-ইড়া ঘরে গেলি সাতে ভূত যায়। (পাবনা)

২৫০। পোয়াতী ইলশা মাছ খালি তার ছলের সাতে ভূত ধরে। (পাবনা)

২৫১। পোয়াতী কাতিক্ মাইসা আমাবইস্যার রাইতে কোমড়ে নোয়া[১৩৩] বান্ধিলে ভূত কাছে আইসে না। (পাবনা)

২৫২। পোয়াতী কাপড়ের আঁচলে এ্যাক্‌দুল্লা ছেঁড়া জাল্ বাইন্ধা থুলিও ভূত কাছে আইসে না। (পাবনা)

২৫৩। পোয়াতী গজার মাছ খালি তার সাথে ভূতে ধরে। (মোমেনশাহী)

২৫৪। পোয়াতী চোহে ছুরমা দিলি তার সাতে ভূতে ধরে। (পাবনা)

২৫৫। পোয়াতী ছলের বয়েস দুই মাস অওয়ার আগে ত্যালের পিঠা খালি তার সাথে ভূত ধরে। (পাবনা)

২৫৬। পোয়াতী বাসনার ত্যাল[১৩৪] মাথাত দিলি হেই গন্ধে ঘরে ভূত যায়। (পাবনা)

২৫৭। পোয়াতী ভাজা পোড়া জিনিস খালি সাথে ভূত ধরে। (পাবনা)

২৫৮। পোয়াতী ভাজা পোড়া পাক কোরলি তার সাথে ভূত ধরে। (পাবনা)

১২৯. সন্তান হওয়ার পর। ১৩০. গর্ভের সময়। ১৩১. একা একা। ১৩২. ঘরের পিছনে ১৩৩. লোহা। ১৩৪ ছোট নির্জন জায়গা। ১৩৫. সুগন্ধি তেল।

২৫৯। পোয়াতী ভাত খাওয়ার সম বাইর মিহা[১৩৬] নজর কোরলি ভূতের আছর অয়। (পাবনা)

২৬০। পোয়াতী যুদি চল্লিশ দিনের আগে গরুর গোশত্ খায় তালি তার ছলের সাতে জ্বীন ধরে। (পাবনা)

২৬১। পোয়াতী শনিবারে নদীত্ গেলি সাতে সাতে ভূত আইসে। (পাবনা)

২৬২। পোয়াতী হইন্ধ্যা ব্যালা[১৩৭] মাথাত্ কাপড় না দিলি সাতে জ্বীন ধরে। (পাবনা)

২৬৩। পোয়াতীর বাড়ীত্ সাত দিন ডিম ভাজা নাগেনা। ভাজার গন্ধে ভূত আইসে। (পাবনা)

২৬৪। পোয়াতীর বিছানের তলে নোয়ার জিনিষ থুলি[১৩৮] ভূত আইসে না। (পাবনা)

২৬৫। পোয়াতীর সাতে সব সম ভূত ঘোরে। (পাবনা)

২৬৬। পোয়াতীর সাতে যে ভূত ধরে তাক মুরগীর বাচচা আর আতপ চাইল ভোগ দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

২৬৭। প্যাটে ছল নিয়া আমাবস্যার রাইতে জিভাত কামুড় দিলি সাথে কালী ধরে। (পাবনা)

২৬৮। প্যাটে ছল নিয়া আমাবস্যার রাইতে মাথার চুল ছাইড়া দিলি ভূত ধরে। (পাবনা)

২৬৯। প্যাটে ছল নিয়া তেতুল গাছতলা গেলি ভূত ধরে। (পাবনা)

২৭০। প্যাটে ছল নিয়া ভর দুপুর ব্যালা হরা[১৩৯] গাছতলা গেলি ভূত ধরে। (পাবনা)

২৭১। প্যাটে ছল নিয়া রাইত কইরা নাইওর গেলি উপরা ব্যারাম অয়। (পাবনা)

২৭২। প্যাটে ছল নিয়া হইন্ধ্যা ব্যালা কিছু খালি সাথে ভূত ধরে। (পাবনা)

২৭৩। প্যাটে থেইক্যা[১৪০] মরা পোলাপান অইলে তার নাম না থুইয়্যা[১৪১] মাটি দিলে ভূত অয়। (পাবনা)

২৭৪। মাদার গাছের তল দিয়া এ্যাকলা এ্যাকলা গেলি ছল চুইম্‌কা[১৪২] ওঠে। (পাবনা)

১৩৬. দিকে। ১৩৭. সন্ধ্যার সময়। ১৩৮. রাখলে। ১৩৯. শেওড়া গাছের নীচে। ১৪০. পেট থেকে। ১৪১. রেখে। ১৪২. চমকে।

২৭৫। যদি আমাবাইস্যার আইতে কোন প্যাট আলা ম্যাছল বাইরে বইসা উরুম খায় তাউলি তাক ভূতে ধরে। (পাবনা)

২৭৬। যে গর্ভইতা ম্যাছল হান্ধুরালা[১৪৩] ঘাটে যায় তার উহুব জীন ভর করে। (পাবনা)

২৭৭। রাইত কইরা গর্ভবতী নারী শ্মশান ঘাটের পথ দিয়া গেলি ভূতে তার প্যাটের ছলের অক্ত[১৪৪] চুইষা খায়। (পাবনা)

২৭৮। শাট ঘরে[১৪৫] কাটা না দিলে প্রসূতিকে ভূতে ধরে। (পাবনা)

২৭৯। সাত দিনের আগে পোয়াতী যদি আতুইড়া ঘর থাইকা বাইর অয় তাউলি তার উহুর অসুরের নজর পড়ে। (পাবনা)

২৮০। সাতদিন যাওয়ার আগে পোয়াতী এ্যাকলা এ্যাকলা নদীত গেলি তার সাথে মাইছা ভূত আইসে। (পাবনা)

২৮১। সাতদিন যাওয়ার আগে পোয়াতী অন্য বাড়ীত ব্যাড়াইবার গেলি এ্যাকলা পায়া ছলের সাতে ভূত ধরে। (পাবনা)

আঁতুড় ঘরের অপবিত্রতা দূর হওয়ার লক্ষণ:

২৮২। পোয়াতী আতুইড়া ঘরে যাওয়ার আগে ঘরের মইধে হরীর মুহের[১৪৬] তিনডো কুলি দিলি ছুত চইলা যায়। (পাবনা)

আঁতুড় ঘরে বালা-মছিবত প্রবেশের লক্ষণ:

২৮৩। ছল অওয়ার তিন দিনের মইধে ছলের বাপ আতুইড়া ঘরে গেলি ঘরে বালাই ঢোকে। (পাবনা)

উল্টোভাবে সন্তান জন্মগ্রহণের লক্ষণ:

২৮৪। গর্ভবতী মেয়ে উল্টো পাটায় পিষলে তার সন্তান উল্টোভাবে জন্মে। (ঢাকা)

গর্ভপাত না হওয়ার লক্ষণ:

২৮৫। আপাং গাছের শেকড় কোমড়ে বাইন্ধা দিলে গর্ভনষ্ট অয়না। (পাবনা)

২৮৬। এ্যাকটো শেমুল গাছের চারা টান দিয়া তুইলা তার শেকড় গর্ভবতী নারীর কোমড়ে বাইন্ধা দিলে নষ্ট অয়না। (পাবনা)

১৪৩. সন্ধ্যাবেলা। ১৪৪. রক্ত। ১৪৫. আঁতুড় ঘরে। ১৪৬. শাশুড়ির মুখের।

২৮৭। কোমরে বাসক গাছের শেকড় বাইন্ধা দিলি প্যাটের ছল নষ্ট অয় না। (পাবনা)

২৮৮। গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট হইতে চাহিলে ভাদ্রা পাট কমরে বান্দিয়া নিলে গর্ভ নষ্ট হয় না। (ঢাকা)

গর্ভপাত হওয়ার লক্ষণ:

২৮৯। গঙ্গারী গাছের ফুল ছোংলে[১৪৭] গর্ভবতীর গর্ভপাত অয়। (ঢাকা)

গর্ভবতীর অমঙ্গল হওয়ার লক্ষণ:

২৯০। আট মাসে পোয়াতি মিয়ালোকের মরাকাটে পা দেওয়া নাগে না দিলে পোয়াতীর অমঙ্গল অয়। (পাবনা)

২৯১। গর্ভবতী নারীকে সন্ধ্যায় মাছ কাটতে দেওয়া অমঙ্গল। (পাবনা)

২৯২। পোয়াতী মিয়া আটে কাটে পাও দিলে পোয়াতির অমঙ্গল অয়। (পাবনা)

২৯৩। সাত মাসের পোয়াতিক সাধ[১৪৮] খোয়া নাগে। নাতে ছাওয়ার মুক দিয়া নাল পড়ে আর পোয়াতির ক্ষতি অয়। (রংপুর)

গর্ভবতীর ব্যাধি হওয়ার লক্ষণ:

২৯৪। গর্ভইতা নারী হান্জুবালা[১৪৯] ডুব দিলি প্যাটে পানি নামে। (পাবনা)

২৯৫। গর্ভবতী ম্যায়ালোক আট মাসের সময় নায় উইটলে[১৫০] তার উলির ব্যারাম অয়।[১৫১] (পাবনা)

২৯৬। পোয়াতীকালে ছালা পইড়া বসলি পাছাত পাচড়া অয়। (পাবনা)

২৯৭। পোয়াতী বাগুন খালি নাড়ীত খাইজায়। (পাবনা)

২৯৮। পোয়াতী ভাঙ্গা গ্লাসে পানি খালি পানির ভব অয়। (পাবনা)

২৯৯। ভাঙ্গা জিনিষের উহর বসলি গর্ভইতার প্যাটে ব্যাদনা অয়। (পাবনা)

৩০০। মঙ্গলবারের দিন মাথাত্ ত্যাল দিলি গর্ভইতার মাথা ঘুরানি অয়। (পাবনা)

---

১৪৭. ভঁকলে। ১৪৮. গর্ভবতী স্ত্রীলোককে সাত মাসের সময় আত্মীয়-স্বজনেরা আদর যত্ন করে যে খাদ্য খাওয়ায় উহা 'সাধ' নামে অভিহিত। ১৪৯. সন্ধ্যাবেলা। ১৫০. নৌকায় উঠলে। ১৫১. এক প্রকার পেটের ব্যথা।

গর্ভবতীর ব্যাধি নিরোগ হওয়ার লক্ষণ :

৩০১। আপাং গাছ্ এ্যাকদমে এ্যাকটানে তুইলা গর্ভবতী নারীর কোমড়ে বাইন্ধা দিলে গর্ভস্রাব বন্ধ অয়। (পাবনা)

৩০২। কাটা ভাংগুরা গাছের তরকারী খালি গর্ভইতা ম্যার আত পাও ফুলা কইমা যায়। (পাবনা)

৩০৩। গন্ধ ভাদাইলের পানি খালি গর্ভইতার আতে পায়ে পানি নামা বন্ধ অয়। (পাবনা)

৩০৪। চাইল ধোয়া পানির সাতে আপাংয়ের বীচি বাইটা খাইলে গর্ভস্রাব হয় না। (পাবনা)

৩০৫। পোয়াতী পাটের শাক ভাজা খালি পিত্তের ভার কমে। (পাবনা)

৩০৬ মান কচুর পাতা চাটনি বায়না খালি গর্ভইতা ম্যার শরীলে পানির ভর কমে। (পাবনা)

৩০৭। হাক[১৫২] ভর্তা দিয়া ভাত খালি পোয়াতীর নাড়ী ঠাণ্ডা থাকে। (পাবনা)

৩০৮। হিল পাটা [১৫৩] ধুইয়া পানি খাইলে গর্ভবতীর মাথাধরা কইমা যায়। (পাবনা)

গর্ভবতীর বুদ্ধি কমার লক্ষণ :

৩০৯। গবরের ঘোষি দিয়া পোয়াতীর ভাত আন্ধিলি পোয়াতীর বুদ্ধি কইমা যায়। (পাবনা)

গর্ভবতীর মরণের লক্ষণ :

৩১০। যার বৌ মইরা গ্যাছে হে আঁতুইড়া ঘর বান্ধিলি পোয়াতীর মরার ভয় থাকে। (পাবনা)

গর্ভবতীর সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট হওয়া কিংবা না হওয়ার লক্ষণ:

৩১১। আট মাসের প্যাটের কালে তুলসী পাতা সেদ্ধ কইরা পানি খালি ছল ওতি [১৫৪] কষ্ট কম অয়। (পাবনা)

৩১২। কারুর যদি ঘর ন্যাপা নুড়ি আড়ায়[১৫৫] তাউলি হে ছল অতি কষ্ট পায়। (পাবনা)

---

১৫২. শাক। ১৫৩ শিলপাটা। ১৫৪. হতে। ১৫৫. ঘর লেপা দ্রব্য।

৩১৩। কেউ যদি পাটাত কাইলাহজ[১৫৬] বাইটা হেই পাটাত ভাত দিয়া পাটা মুইচা হেই ভাত ম্যাছল মানুষ খায় তালি তার ছল অতি আইগা ফালায়। (পাবনা)

৩১৪। গর্ভইতা ম্যা তেতুল খালি ছল ওতি কষ্ট কম অয়। (পাবনা)

৩১৫। গর্ভইতা ম্যা নদীর উল্টা ধারে ডুব দিলে ছল ওতি খুব কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩১৬। গর্ভের কালে বেশী কাটোল[১৫৭] খালি ছল ওতি কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩১৭। ছল অওয়ার সম বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কানিত কাইয়া ডাক দিলি পোয়াতীর কষ্ট বেশী অয়। (পাবনা)

৩১৮। ছল অওয়ার সম বাড়ীর উহর হেরানু[১৫৮] আসলি ব্যাদনা আরো বেশী অয়। (পাবনা)

৩১৯। ছল প্যাটে নিয়া বেশী ঝাল খালি ছল অওয়াব সম কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩২০। নাইয়ের নিচে কাপড় পিন্ধিলি ছল ওতি কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩২১। নোয়ার চামুচ চাইটা খালি ছল ওতি কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩২২। পোয়াতী মিয়্যালোক যদি ঘোড়ার দড়ি ডেওয়ায়[১৫৯] তাহলে তার সহজে ছাওয়াল অয়না। (পাবনা)

৩২৩। প্যাটে ছল নিয়া আর একজনের ছল অওয়া দেকলি নিজের ছল ওতি কষ্ট অয়। (পাবনা)

৩২৪। প্যাটে ছল নিয়া মাইনষের মইচ[১৬০] চুরি কোরলি ছল ওতি খুব পোড়ায়। (পাবনা)

৩২৫। মিয়া লোকের ছওয়াল অওয়ার সময় কেউ যদি কাপড়ের আচলে গেরে দ্যায়[১৬১] তালিপারে সহজে ছওয়াল অয়না। (পাবনা)

৩২৬। যদি কোন ম্যাছল প্যাটে ছল থাকতি গরুর চারীত ভরা কলস পানি ঢাইলা দ্যায় তাউলি ছল অতি হে কোন কষ্ট পায়না। (পাবনা)

৩২৭। যদি কোন গর্ভবতী নারী ভরা ছালা মাতায় ন্যায় তাউতি ঐ নারীর ছওয়াল অওয়ার সোমে কষ্ট পায়। (পাবনা)

৩২৮। সোমবারে যে পোয়াতী অয় তার কষ্ট কম অয়। (পাবনা)

৩২৯। সিং মাছ খালি ছল ওতি কষ্ট অয়। (পাবনা)

---

১৫৬. কালিজিরা। ১৫৭. কাঁঠাল। ১৫৮. হীরালী। ১৫৯. ডিঙায়। ১৬১. মরিচ। ১৬১. আঁচলে গিঁট দেয়।

৩৩০। জমক ক্যালা[১৬২] খাইলে জমক পোলা অয়। (ঢাকা)

তাড়াতাড়ি ছেলেপুলে হওয়ার লক্ষণ :

৩৩১। কোন ম্যায়াছলের ছল অওয়ার সময় যদি ছল অতি দেরী অয়া কষ্ট পায় তাউলি মামু ভাইগনা প্যাট নিয়া তার মাজায় বাইন্দা দিলি তাড়াতাড়ি ছল অয়। (পাবনা)

৩৩২। কোন ম্যাছল যদি প্যাট অলি কলার কাইন[১৬৩] কাটে তাউলি তার তাড়াতাড়ি ছল অয়। (পাবনা)

৩৩৩। তুলসী পাতার রস খিলালি তাড়াতাড়ি খালাস অয়। (পাবনা)

৩৩৪। নয় মাস থাইকা ঘন ঘন ঢ্যাড়শ আর কচুর ডাটা ভর্তা খালি তাড়াতাড়ি ছল অয়। (পাবনা)

৩৩৫। পশব[১৬৪] ব্যাদনা উটলি অফুলা ছোট নিমাই গাছের শেকড় উরাতে[১৬৫] বাইন্দা দিলি তাড়াতাড়ি পোয়াতি খালাস হয়। (ঢাকা)

৩৩৬। পোয়াতী নিজে আতে আঁতুইড়া ঘর বান্ধিলি আপছেআপ ছল খালাস অয়। (পাবনা)

৩৩৭। পোয়াতীর ব্য-দনা উটলি আলোকলতার গাছ বাইদা দিলি তাড়াতাড়ি ছাওয়াল পাওযাল হয়। (ঢাকা)

৩৩৮। মিয়ালোকের ছওয়াল অয়ার সময় পিয়াজ মুখের মোধে নিয়া চাবাসি পারে তাড়াতাড়ি ছওয়াল অয়। (পাবনা)

৩৩৯। যদি কোন ম্যাছলের প্যাটে ছল থাকতি আইসালের উপর[১৬৬] থাইহা ভরা ধানের পাইল্লা ঢালে তাউলি তার তাড়াতাড়ি ছল অয়। (পাবনা)

তাড়াতাড়ি ফুল পড়া অথবা না পড়ার লক্ষণ :

৩৪০। গর্ভবতী মেয়ে যদি তরিতরকারী কুইটা তাড়াতাড়ি তার ময়লা না ফালায় তাহলে ছাওয়াল অওয়ার পর ফুল পরতি দেরী অয়। (ঢাকা)

৩৪১। গর্ভবতী রমণী ঘর পরিষ্কারের ন্যাকড়া অধিক সময় ভিজিয়ে রাখলে প্রসবের সময় তার ফুল তাড়াতাড়ি পড়ে না। (ঢাকা)

৩৪২। দশ মাসের কালে সুদখোরের মুখ দেক্‌লি ফুল পড়তি দেরী অয়। (পাবনা)

১৬২. জোড়া কলা। ১৬৩. কলার ছড়ি। ১৬৪. প্রসব। ১৬৫. উরুতে। ১৬৬. উনুনের উপর।

৩৪৩। পোয়াতী মিয়া ঘর লেপার নুছানি বেশী সময় ভিজায়্যা রাখলি পোয়াতী খালাস হওয়ার তাড়াতাড়ি ফুল পড়ে না। (পাবনা)

৩৪৪। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর ফুল যদি না পরে তালি রশুন ছেঁইচা পোয়াতীর চুলের হাতে গলার মোদে দিয়া ওয়াক পারলি ফুল পইরা যায়। (ঢাকা)

৩৪৫। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর যদি ফুল না পরে তালি গরম পানি খাওয়ায়া দিলি ফুল পইরা যায়। (ঢাকা)

৩৪৬। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর যদি ফুল না পরে তালি গরুর ঙাঙ্গা-লের পার খাচ তেল থুইয়া চাটায়া পরে ফুল পইরা যায়। (ঢাকা)

৩৪৭। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর যদি ফুল না পরে তালি লাউর ফুল বা কুমুরের ফুল ছাওয়ালের হাতের মোদে দিলি ফুল পইরা যায়। (ঢাকা)

৩৪৮। পোয়াতীর ফুল তাড়াতাড়ি না পড়লি বড়ুই গাছে সাপটা দিয়া ব্যাইড়ালে এবং ঝাকি দিলে ফুল তাড়াতাড়ি পড়ে। (পাবনা)

৩৪৯। পোয়াতীর যদি ফুল না পড়ে তালি ফিড়া হিতানে দিয়া হুলি পরে তাড়াতাড়ি ফুল পড়ে। (পাবনা)

৩৫০। বাড়ীর কেউ যদি চৌকাঠ এ্যালান দিয়া খাড়া অয় তালি পোয়াতীর ফুল পড়তি দেরী অয়। (পাবনা)

তলপেটের বেদনা কমার লক্ষণ :

৩৫১। ছল অওয়ার সম পোয়াতীক তুলসী পাতার অস খিলালি ব্যাদনা কইমা যায়। (পাবনা)

৩৫২। পোয়াতীর কোমড়ে নাল হুতা দিয়া ডুমুরের গোটা বান্ধিলি তল-প্যাটের ব্যাদনা কমে। (পাবনা)

৩৫৩। ব্যাদনার সম পোয়াতীর মুহে তেঁতুল দিলি ব্যাদনা কমে। (পাবনা)

৩৫৪। মিয়া লোকের ছওয়াল অয়ার পর কতকজনের আইলছার[২৬৭] ব্যাদনা উঠে, বিয়ার যে বন্দুক ফুটায় ঐ বন্দুকের বারুদ খিলালি পারে হাইরা যায়। (পাবনা)

গর্ভ ও গর্ভের সন্তানের বিভিন্ন লক্ষণ :

৩৫৫। ছল প্যাটে থাকতি যদি কেউ বাইলা মাছ খায় তাউলি তার ছল অওয়ার পরেও প্যাট ছোট হয় না। (পাবনা)

২৬৭. তলপেটের ব্যথা।

২৫৬। নয় মাসের গর্ভের কালে কুত্তার ডাক হুইনা চুইমুকা উঠলি পেটের ছল আত পাগলা অয়। (মোমেনশাহী)

৩৫৭। নয় মাসের প্যাটের কালে বয়ল মাচ খালি ছল পাগল অয়। (পাবনা)

৩৫৮। পোড়ামাটি খালি প্যাটের মইধে ঠাণ্ডা থাকে। (পাবনা)

৩৫৯। পোয়াতী যুদি চেতল মাছের পেটির চাহা[১৬৮] খায় তালি ছলের প্যাট বেশী বড় অয় না। (পাবনা)

৩৬০। পোয়াতী যদি খবে দ্যাহে যে ঘরে হাপ আইছে তালি তার প্যাটে ছল তাক জ্বালাইবো (পাবনা)

৩৬১। প্যাটে ছল নিয়া কলস ভাঙ্গলি প্যাটের ছল কুলক্ষ্মী অয়। (পাবনা)

৩৬২। প্যাটে ছল নিয়া ছাগল গরু জবো করা দেক্‌লি প্যাটের ছল চইমকা ওঠে। (পাবনা)

৩৬৩। প্যাটে ছল নিয়া বেশী আটাউটা[১৬৯] কোরলি প্যাটে ছল এ্যাহেবারে নরম অয়। (পাবনা)

৩৬৪। প্যাটে ছল নিয়া মাইনষেক ঠকালি প্যাটের ছলও বড় অয়া মাইনষেক ঠকাইবো। (পাবনা)

প্রসবের সময় বেশী রক্তপাত হওয়া ও বন্ধ হওয়ার লক্ষণ :

৩৬৫। ওলোট কম্বোলের শেকড় নাল সূতা দিয়া পোয়াতীর কোমরে বান্দিলি বেশী অক্ত পড়া বন্ধ অয়। (পাবনা)

৩৬৬। কোন মাইয়্যা লোকের যুদি গর্ভকালে রক্তপাত অয় তাইলে কদম গাছের ছাল পানিতে সিদ্ধ কইর‍্যা খাইলে ভাল অয়। (ঢাকা)

৩৬৭। গর্ভইতা নারী বেশী পান খালি ছল অওয়ার সম বেশী অক্ত-পড়ে। (পাবনা)

৩৬৮। যে দিন ছল অয় হে দিন পোয়াতী পান খালি আরো বেশী অক্ত পড়ে। (পাবনা)

প্রসূতির নাড়ীর রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন লক্ষণ :

৩৬৯। কলার পাতাত কইরা ভাত খালি পোয়াতীর নাড়ী তাড়াতাড়ি হক্ত[১৭০] অয়। (পাবনা)

১৬৮. চাকা। ১৬৯. হাঁটাহাঁটি। ১৭০. শক্ত।

৩৭০। কোন প্যাট আলা ম্যাছল যদি নারকৈলের মোদের ফুকা গুলি হেই ফুকা খায় তাউলি তার ছল অওয়ার সময় নাড়ী বাড়ায়া আইসে।[১৭১] (পাবনা)

৩৭১। চল্লিশ দিনের আগে পোয়াতীর কাঁচা নাড়ী হক্ত অয় না। (পাবনা)

৩৭২। চল্লিশ দিন যাওয়ার আগে নতুন কাপড় বিন্দিলি[১৭২] পোয়াতীর নাড়ী হক্ত অতি দেরী অয়। (পাবনা)

৩৭৩। ছলের বয়েস তেইশ্ দিন অওয়ার আগে পোয়াতী সাপে কাটা রুগীর ঘরে গেলি নাড়ীত প্যাঁচ পড়ে। (পাবনা)

৩৭৪। ডিম খালি পোয়াতীর নাড়ী জ্বইলা যায়। (পাবনা)

৩৭৫। তিন দিন যাওয়ার আগে পোয়াতীক্ ভাত দিলি পোয়াতীর কাঁচা নাড়ী পইচা যায়। (পাবনা)

৩৭৬। নয় মাসের কাল খাইকা চিৎ অয়া হোয়া[১৭৩] লাগেনা। তালি ছল নাড়ী টাইনা ধরে। (পাবনা)

৩৭৭। পনর দিনের আগে পোয়াতী আইসালের কাছে বোসলি নাড়ী নরম অয়। (পাবনা)

৩৭৮। পোয়াতীক সাত দিনের আগে ছালুন খিলালি নাড়ী পোড়ায়। (পাবনা)

৩৭৯। পোয়াতী তেতুল খালি নাড়ী পাতলা অয়। (পাবনা)

৩৮০। পোয়াতী নাইয়ের নিচে কাপড় পিন্দিলি নাড়ী তাড়াতাড়ি হক্ত অয়। (পাবনা)

৩৮১। পোয়াতী মাইনষে দুধ খালি নাড়ীত ব্যাদনা অয়। (পাবনা)

৩৮২। পোয়াতী যুদি গবর পাড়ায় আর তা যুদি না ধুইয়া কাঞ্চিতলা যায় তালি পায়েত ঘাও অয়। (পাবনা)

৩৮৩। পোয়াতীর ব্যাদনার কালে বাড়ীর কেউ যুদি কুনু কিছুত্ গেরো-দেয়[১৭৪] তালি পোয়াতীর নাড়ীও গেরো পড়ে। (পাবনা)

৩৮৪। পোয়াতীর ভাতে যুদি বিলাই মারা দ্যায় তালি তার নাড়ীত ঘাও ওবো। (পাবনা)

৩৮৫। বিষ্টি যহন ঝিলিক দ্যায় তহন পোয়াতীর ব্যাদনা উঠলি হেই পোয়া-তীর নাড় জ্বইলা যায়। (পাবনা)

৩৮৬। ভর হইন্ধ্যা ব্যালা পোয়াতীর মাথা বিলি দিলি নাড়ীত্ কীড়া অয়। (পাবনা)

১৭১. নাড়ী বের হয়ে আসে। ১৭২. পরলে। ১৭৩. শোয়া। ১৭৪. গিঁটো দেয়।

৩৮৭। শনিবারে ব্যালা ঠিকের সম্ পাড়া ব্যাড়ালি ছল নাড়ী টাইনা ধরে। (পাবনা)

প্রসূতির বিভিন্ন প্রকার রোগ হওয়ার লক্ষণ:

৩৮৮। চল্লিশ দিন যাওয়ার আগে পোয়াতী যুদি থালিত্ কইরা ভাত খায় তালি চল্লিশ দিন গেলি হেই থালিত্ আবার ভাত খালি পোয়াতীর কঠিন ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৩৮৯। ছলের প্যাটের অসুখের মইধ্যে পোয়াতী যুদি মাছ খায় তালি তার প্যাটের অসুখ হারে না।[১৭৫] (পাবনা)

৩৯০। তেতুলের খড়ি দিয়া পোয়াতীর ভাত আন্ধিলি পোয়াতীর চুহা ঢেইক ওঠে। (পাবনা)

৩৯১। পোয়াতী ছাগলের দড়ি ড্যাওয়ালী পায়ে বাত ধরে। (পাবনা)

৩৯২। পোয়াতীর ব্যাদনার কালে কেউ গলা খাউর দিলি ব্যাদনা উজানি ওঠে। (পাবনা)

৩৯৩। পোয়াতি মানষোক ভত্তা ভাজি দিয়া ভাত দেওয়া লাগে। সুরুয়া তরকারী দিয়া পোয়াতী ভাত খাইলে পোয়াতীর অস নামে।[১৭৬] (রংপুর)

৩৯৪। সাতদিন যাওয়ার আগে পোয়াতী মাথাত্ সাবান দিলি মাথাত ঘাও অয়। (পাবনা)

প্রসূতীর বুকের দুধ বাড়া ও কমার লক্ষণ:

৩৯৫। কেশুথ গাছের রস খালি বোকের দুধ বাড়ে। (পাবনা)

৩৯৬। কোন পোলাতী [১৭৭] মাইনসের যুদি দুধ হুগিয়্যা [১৭৮] যায় তাইলে হা নীলগুদি ফুলের গোড়্যা খাইলে তার দুধ বাইর‍্যা যায়। (ঢাকা)

৩৯৭। পোলাতী মাইয়্যা লোকের দুধ ফোইল্যা গেলে ঐ দুধে বাইর‍্যা পাতার ছ্যাক দিলে [১৭৯] দুধ ফোলা ভাল অয়। (ঢাকা)

৩৯৮। কোন ম্যাছলের যদি দুধের কাইলা [১৮০] দাগ আছে তাউলি তার ছলদুধ পায় বেশী। (পাবনা)

৩৯৯। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর মায়ের দুধ না খাইলে তাহাকে আমলকী খাওয়াইলে সে দুধ পান করতে পারে। (ঢাকা)

১৭৫. সারে না। ১৭৬. রস নামে। ১৭৭. প্রসূতি। ১৭৮. শুকে। ১৭৯. সেক দিলে। ১৮০. স্তনে কাল দাগ থাকে।

৪০০। কুনু ইষ্টি যুদি পোয়াতিক্ কয় যে গ্যালাম তালি পোয়াতীর দুধ কইমা যায়। (পাবনা)

৪০১। জাইত্ নাই খালিও পোয়াতীর বোহে[১৮১] দুধ বাড়ে। (পাবনা)

৪০২। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর বাইলা জিরা বাটা দিয়া ভাত খালি দুধ বেশী হয়। (ঢাকা)

৪০৩। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর খইলসা মাছের ঝোল খালি দুধ বেশী হয়। (ঢাকা)

৪০৪। পোয়াতী পোয়াতী গপ্ করলে দোষ হয়। বুকের দুধ কমে। (রংপুর)

৪০৫। পোয়াতী ভাত খায়া কুলি ফালালি হেই কুলির পানি যুদি কুত্তা চাটে তালি পোয়াতীর দুধ নষ্ট অয়। (পাবনা)

৪০৬। পোয়াতী ভাত খাওয়ার সম্ নিজের বোক্ মিহা নজর কোরলি দুধ কইমা যায়। (পাবনা)

৪০৭। পোয়াতী ম্যায়া লোকের বুহের দুধ আগুনের মধ্যে পেল্লে[১৮২] তার বুকের দুধ হুকায়। (ঢাকা)

৪০৮। পোয়াতী যুদি আর এ্যাক পোয়াতীক নিজের আত্ দিয়া কুনু জিনিষ দ্যায় তালি তার দুধ হেই পোয়াতীর বোকে চইলা যায়। (পাবনা)

৪০৯। পোয়াতী যুদি ইলশা মাছ্ খায় তালি তার বোহের[১৮৩] দুধ ভার অয়। (পাবনা)

৪১০। পোয়াতীর বোহের দুধ গরম নোয়ার উপর ফালালি তা শুক্ক অয়া যায়। (পাবনা)

৪১১। পোয়াতীর বোহের দুধ যুদি বেশী অয় তালি তা ফালা দিলি যুদি কুত্তায় খায় তালি ছল দুধ ব্যাগোড় মরে।[১৮৪] (পাবনা)

৪১২। বোহের কাপড় আগলা কইরা মাথার চুল আচড়ালি বোহের দুধ কইমা যায়। (পাবনা)

৪১৩। বোহের দুধ ফায়লা দিলি হেই দুধ যুদি কুত্তা খায় তালি পোয়াতীর দুধে ব্যাদনা অয়। (পাবনা)

৪১৪। বোহের দুধ যুদি কইমা যায় তালি গন্ধ ভাদাইলের পাতা হেদ্ধ কইরা হেই পানি খালি দুধ বেশী অয়। (পাবনা)

১৮১. বুকে। ১৮২. পড়লে। ১৮৩. বুকের। ১৮৪. দুধের অভাবে মরে।

প্রসূতির রোগ আরোগ্য হওয়ার লক্ষণ :

৪১৫। কদম গাছের হেকড়ের অস[১৮৫] মধু দিয়া খালি পোয়াতীর বেশী অক্তপড়া বন্ধ অয়। (পাবনা)

৪১৬। গন্ধ ভাদাইলের পাতা ভাইজা ভাত দিয়া খালি পোয়াতীর পানি নামা বন্ধ অয়। (পাবনা)

৪১৭ পোয়াতী খালাস অওয়ার পর নয়চ্য-হা হালুক খাওয়ালি তার জীবনে আর হাদলা[১৮৬] কামড়ায় না। (ঢাকা)

৪১৮। পোয়াতী গাও ধুইয়া কাপড় পিন্দিয়া[১৮৭] দুই চারটা চাউল চাবে[১৮৮] খাওয়া নাগে। চাউল খাইলে পোয়াতিক কপ[১৮৯] নাগেনা। (রংপুর)

৪১৯। মিয়া লোকের দুধে যদি দুধ বেশী অয়া ফুইলা যায় তালি পারে ছাগলের বাচচা দিয়া দুধ খিলালি পারে হাইরা যায়। (পাবনা)

৪২০। শনিবারের দুফুর[১৯০] রাইতে এ্যাকদমে লজ্জাবতী গাছ হেকড়হুদ্দা[১৯১] এ্যাকটানে তুইলা তার হেকড়[১৯২] গলাত্ বান্ধিলি পোয়াতীর বেশী রক্ত পড়া বন্ধ অয়। (পাবনা)

প্রসূতির স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার লক্ষণ :

৪২১। পোয়াতী খালাস অওয়ার মাস হানেক[১৯৩] বাদ কাজির পানি খাওয়ালি পোয়াতীর স্বাস্থ্য ভাল হয়। (ঢাকা)

পুরুষ ছেলে ও মেয়ে ছেলে হওয়ার লক্ষণ :

৪২২। কারুর পেটের মোদেন[১৯৪] ছল যদি ডানের মুরা নড়ে তাউলি তার ম্যাছল অয়। (পাবনা)

৪২৩। কেউ যদি কারুর সুবারী গাছের সুবারী চুরি হরে তাউলি তার ম্যাছল অয়। (পাবনা)

৪২৪। কোন ম্যাছলের যদি সন্তান প্যাটে অওয়ার দশমাস দশদিনের বেশী অয়া যায় কিন্তু তার ছল যদি না অয় তখন যদি অন্য ম্যাছলের ছল অওয়া দাইহা আইসে তাউলি তার ছল অয়। (পাবনা)

---

১৮৫. শিকড়ের রস। ১৮৬. সন্তান প্রসবের পরে এক প্রকার অসহ্য ব্যথা। ১৮৭. পরে। ১৮৮. চিবিয়ে। ১৮৯. কফ। ১৯০. দুপুর। ১৯১. শিকড় সহ। ১৯২. শিকড়। ১৯৩. মাস খানেক। ১৯৪. মধ্যে।

৪২৫। কোন মিয়্যা লোকের মায়ের পয়লা যদি মিয়্যা ছাওয়াল অয়া থাকে তালী পারে তার পয়লা মিয়্যা ছওয়াল অয়। (পাবনা)

৪২৬। গর্ভবতী নারীর চেহারা সুন্দর অইলে[১৯৫] তার ম্যায়া সন্তান অয়। (পাবনা)

৪২৭। গর্ভবতী ম্যায়ার[১৯৬] চেহারা খারাপ অইলে তার পুত্র সন্তান অয়। (পাবনা)

৪২৮। গর্ভবতী মেয়ে স্বপনে সাপ দেখলি বেটা ছাওয়াল অয়। (ঢাকা)

৪২৯। ঘরে প্রজাপতি মরলে সন্তান জন্মে। (পাবনা)

৪৩০। প্যাট অওলা অবস্থায় নারীলোকের স্বাস্থ্য ভালো ওলি ছল্ অয়। আর স্বাস্থ্য খারাপ ওলি ম্যা অয়। (পাবনা)

৪৩১। যদি কোন গর্ভবতী মিয়্যালোক স্বপনে সোনা দেখে তাহলে ঐ মিয়্যার ব্যাটা ছাওয়াল অয় (পাবনা)

৪৩২। যে ঘরে হাঁড়্যা বোল্লা[১৯৭] চাক পারে সে বাড়ীর পোয়াতীর বেটা ছাওয়াল অয়। (পাবনা)

৪৩৩। যে বাড়ীর ঘরে আইরা বোল্লার[১৯৮] চাক পারে সে বাড়ীর পোয়াতীর বেটা ছাওয়াল জন্মে। (ঢাকা)

৪৩৪। রমণী প্রথমে গর্ভবতী হলে স্তনের বোঁটা কালো হলে মেয়ে জন্মে। (ঢাকা)

৪৩৫। হপ্নে[১৯৯] হাপ দেহলি পারে সেই গব্ববতী[২০০] নারীর পুত্তুর সন্তান অয়, আম দেখলে মেয়ে অয়। (পাবনা)

বন্ধ্যা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ :

৪৩৬। আটখুরা ম্যা মানুষ যদি খোয়াবে বিলাইয়েক গর্ভবতী দ্যাহে তালি নতুন হে গর্ভবতী ওবো। (পাবনা)

মরা সন্তান হওয়ার লক্ষণ :

৪৩৭। যদি কোন প্যাট আলা ম্যাছল ছলের নাইগা খ্যাতা হিয়ায়[২০১] তাউলি তার প্যাট থাইক্যা মরাছল অয়। (পাবনা)

---

১৯৫. হলে। ১৯৬. মেয়ের। ১৯৭. ছোট জাতের বোলতা। ১৯৮. ঐ। ১৯৯. স্বপ্নে। ২০০ গর্ভবতী। ২০১. ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করে।

মেয়ে সন্তান কর্মী ও ঝগড়াটে হওয়ার লক্ষণ :

৪৩৮। চৈত[202] মাসের পরথম্ দিন যে ছ্ল অয় হে বড় বড় অয়া খুব খাটুয়া অয়।[203] (পাবনা)

৪৩৯। ছ্ল তিন মাস বয়সের কালে যুদি এ্যাকলা এ্যাকলা উপুড় অয় তালি হে খুব খাটুয়া অয়। (পাবনা)

৪৪০। ছোট থাকতি যে ম্যা ডাইন আত্ বেশী নড়াচড়া করে হে সংসারের খুব কামিলা অয়।[204] (পাবনা)

৪৪১। প্যাটে ছ্ল নিয়া নাড়াই কোরলি[205] ছ্ল কল্লা[206] অয়। (পাবনা)

৪৪২। ম্যা আওয়ার সম্ পোয়াতী বেশী কষ্ট পালি ঐ ম্যা দরজাল্ অয়।[207] (পাবনা)

৪৪৩। ম্যা অওয়ার সম্ কাইয়া ডাকলি ম্যা কল্লা অয়। (পাবনা)

সন্তান আলসে হওয়ার লক্ষণ :

৪৪৪। গর্ভইত বেশী সাইজা গুইজা থাকিলি ছ্ল আইল্সা অয়। (পাবনা)

৪৪৫। পোয়াতী সাত দিনের ছল কোলে নিয়া পুব দুয়াইরা ঘরের দুয়ার এ্যালান[208] দিয়া বোসলি ছ্ল আইলসা অয়। (পাবনা)

৪৪৬। প্যাটে ছ্ল নিয়া বেশী ঘোম পাড়লি ছ্ল আইল্সা অয়।[209] (পাবনা)

৪৪৭। যে ছ্ল দেরী কইরা আঁটা হেকে[210] হে আইলসা অয়। (পাবনা)

সন্তান তলপেট থেকে উপরে উঠার লক্ষণ :

৪৪৮। গর্ভইতা ম্যা সাপের কইবরাজের সামনে গেলি ছ্ল উজানী ওঠে।[211] (পাবনা)

সন্তান গরীব হওয়ার লক্ষণ :

৪৪৯। আট মাসের প্যাট নিয়া গোইল ঘর ঝাইড় দিলি ছলের কুনুদিন জুইড়া আইসে না।[212] (পাবনা)

৪৫০ পোয়াতী-পাইল্যা চাইচা ভাত খালি ছ্স্ আবাইতা অয়।[213] (পাবনা)

২০২. চৈত্র। ২০৩. পরিশ্রমী হয়। ২০৪. পরিশ্রমী হয়। ২০৫. ঝগড়া ঝাটি করলে ২০৬. ঝগড়াটে। ২০৭. ঝগড়াটে হয়। ২০৮. হেলান। ২০৯. অলস। ২১০. হাঁটা শেখে। ২১১. উপরে উঠে। ২১২. স্বচ্ছলতা আসে না। ২১৩. হাভাতে হয়।

৪৫১। পোয়াতী ভাত খাইবার বইসা ছেলের মিহা ফিরা[২১৪] চালি ছল ন্যাল্লছ অয়। (পাবনা)

৪৫২। প্যাট নিয়া ভাঙ্গা কুলা দিয়া ধান উড়ালি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৩। প্যাটের ছল নিয়া নুন কর্জ কোরলি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৪। প্যাটে ছল নিয়া পরার জিনিষ চায়া খালি ছল ন্যাল্লছ অয়।[২১৫] (পাবনা)

৪৫৫। প্যাটে ছল নিয়া পাও দিয়া ভাত পাড়ালি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৬। প্যাটে ছল নিয়া ভাঙ্গা চোহীর উপর খ্যাতা ছাড়া হুইয়া থাকলি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৭। প্যাটে ছল নিয়া ভাঙ্গা থালিত ভাত খালি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৮। প্যাটে ছল নিয়া হাপটার[২১৬] বাড়ি খালি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৫৯। প্যাটে ছল নিয়া হোলা[২১৭] ভাঙ্গলি ছল গরীব অয়। (পাবনা)

৪৬০। ভাত খাওয়ার সম্ পোয়াতী ছলের মিহা চালি ছল আবাইতা অয়। (পাবনা)

৪৬১। ভাত খাওয়ার সম্ ভাত যুদি মাটিত পড়ে আর পোয়াতী যুদি তা খুইটা[২১৮] খায় তালি ছল আবাইতা অয়। (পাবনা)

সন্তান চালাক হওয়ার লক্ষণ :

৪৬২। দশ মাসের কালে গর্ভইতা যুদি দহুর[২১৯] রাইতে তিন দিন হিয়ালের ডাক হোনে তালি প্যাটের ছল খুব চালাক অয়। (পাবনা)

৪৬৩। পোয়াতী যুদি চ্যালা মাছ খায় তালি তার ছল চালাক অয়। (পাবনা)

সন্তান ঠসা হওয়ার কারণ :

৪৬৪। প্যাটে ছল নিয়া ঢোলের বাদ্য যেহেনে[২২০] বাজে হেকেনে[২২১] গেলি ছল ঠশা অয়। (পাবনা)

সন্তান তাড়াতাড়ি হাঁটা শেখার লক্ষণ :

৪৬৫। বান্দরের লাঠি আতে দিলি ছলপল তাড়াতাড়ি আটা হেকে।[২২২] (পাবনা)

---

২১৪. মুখে। ২১৫. লোভী। ২১৬. ঝাড়ুর আঘাত। ২১৭. পোলা। ২১৮. খুটে। ২১৯. দুপুর। ২২০. যেখানে। ২২১. সেখানে। ২২২. শেখে।

সন্তান দাতা হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৬৬। ছোট থাকতি যে ছল ডাইন আত নড়াচড়া করে হে খুব দাতা অয়। (পাবনা)

সন্তান ধর্মশীল হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৬৭। যে ছল খাওয়ার জিনিস মুহে দিয়া ফায়লা দ্যায় হে খুব ধৈর্যশীল অয়। (পাবনা)

সন্তান ধার্মিক হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৬৮। সন্তানাদি জন্মের সাথে সাথে তাদের কানে আজানের ধ্বনি দিলে সে সন্তানাদি খুউব ধার্মিক হয়। (পাবনা)

সন্তান দুর্বল হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৬৯। দিনের ব্যালা ঘোম পইড়া রাইতে জাইগা থাকলি ছল ত্যাড়াত্যাড়া অয়।[২২৩] (পাবনা)

সন্তান না বাঁচার লক্ষণ ঃ

৪৭০। কোন ম্যাছলের ছল প্যাটে অলি ছল অওয়ার আগে যদি তার বোট দিয়া দুধ বাড়ায় তাউলি তার ছল বাঁচেনা। (পাবনা)

৪৭১। গর্ভইতা নারী মরা কবুতর দেকলি প্যাট থাইকা মরা ছল ওবো। (পাবনা)

৪৭২। গর্ভইতা ম্যাছল যুদি হবনে চোর দ্যাহে তালি তার ছল বাইচপো না। (পাবনা)

৪৭৩। গর্ভবতী অবস্থায় খারাপ জায়গায় চলাফেরা করিলে পারে ঐ সন্তান বাঁচে না। (ঢাকা)

৪৭৪। নয় মাসের প্যাটের কালে গজার মাছ খালি প্যাটের ছল বাঁচেনা। (পাবনা)

৪৭৫। পশ্চিম হিতানে হুইয়া সঙ্গম কোরলি প্যাটের ছল নষ্ট অয়। (পাবনা)

৪৭৬। পোয়াতী মুইতবার গেলি যুদি ছল অয় তালি হেই ছল বেশী দিন বাঁচেনা। (পাবনা)

৪৭৭। পোয়াতীর যুদি মইধে মইধে কইলজা দাফায় তালি তার ছল বাঁচে না। (পাবনা)

২২৩. টেরা চোখ হয়।

সন্তান পাগল হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৭৮। প্যাটে ছল নিয়া ঘরের চালে উঠলি ছল পাগলা অয়। (পাবনা)

৪৭৯। প্যাটে ছল নিয়া ধান ভানলি ছলের মাথা খারাপ অয়। (পাবনা)

৪৮০। হন্ধাবেলা পোয়াতী যুদি নদীর ঘাটে যায় আর হেই ঘাটে যুদি হিয়াল দ্যাহে তালি ছল আতপাগলা অয়।[২২৪] (পাবনা)

সন্তান পানি দেখে ভয় না পাওয়ার কারণ ঃ

৪৮১। সাত দিনের ছল নিয়া পোঁয়াতী ভাঙ্গুনী নদীর মুরি[২২৫] গেলি ছল পানি দেইহা ডরায় না। (পাবনা)

সন্তান বখিল হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৮২। গর্ভইতা ম্যা ছাগলের দড়ি ড্যাওয়ালি ছল বখিল অয়। (পাবনা)

৪৮৩। গর্ভবতী নারী খোয়াবে গাধা দেইকলে তার প্যাটের ছল বখিল ওবো। (পাবনা)

সন্তান বিছানায় প্রস্রাব করার লক্ষণ ঃ

৪৮৪। পোযাতী বিছানে বইসা কিছু খালি ছল বড় অয়াও বিছানে মোতে। (পাবনা)

সন্তান মেধাবী ও বিদ্যান হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৮৫। নবজাত সন্তানের মুখে প্রথমেই মধু দিলে সে সন্তান খুউব মেধাবী হয়। (পাবনা)

৪৮৬। প্রসূতি নারীর ফুল নাড়ী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে ফেলে দিয়ে আসলে সে ছেলে মেয়ে খুউব বিদ্যান হয়। (পাবনা)

সন্তান ভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ ঃ

৪৮৭। ছল অওয়ার সম মুরুগ ডাকলি ছলের ভাগ্য ভালো অয়। (পাবনা)

৪৮৮। ছলের নাড়ী কাটার সম ছল চোইক মেইলা থাকলি হে খুব ভাগ্যবান ওবো। (পাবনা)

২২৪. আধ পাগলা হয়। ২২৫. নদীর ধারে বা নদীর বাতায়।

৪৮৯। পোয়াতীর দাদায় আতুইড়া ঘর বান্ধিলি ছল ভাগ্যবান অয়। (পাবনা)

৪৯০। বৈশাখ মাসের পরথম দিন যে ছল অয় তার ভাগ্য ভালো অয়। (পাবনা)

৪৯১। ভাদ্দুর মাসে বাড়ীত্ যে দিন তালের পিঠা বানাইবো হে দিন ছল ওলি তার ভাগ্য ভালো অয়। (পাবনা)

সন্তান ভাল হওয়ার লক্ষণ :

৪৯২। পোঁয়াতীর আঁচলে জবাফুল বাইন্ধা থুলি ছল ভালো অয়। (পাবনা)

সন্তান মরে যাওয়ার লক্ষণ :

৪৯৩। রাইতে কোন পোয়াতী[২২৬] মাইয়্যালোক মরিচ ছিল্লে[২২৭] তার পোলাপান মইর‍্যা যায়। (ঢাকা)

সন্তান রাখাল হওয়ার লক্ষণ :

৪৯৪। সাত দিনের ছল কোলে নিয়া পোঁয়াতী গরুর খ্যাস্ পানা কইরবার গেলি ছল গরুর আহোল্ অয়।[২২৮] (পাবনা)

সন্তান লজ্জাহীন হওয়ার লক্ষণ :

৪৯৫। গর্ভইতা ম্যা নাইয়ের নিচে কাপড় পিন্দিলি ছলের শরম কম অয়। (পাবনা)

৪৯৬। গর্ভইতা ম্যা পর পুরুষ দেইহা মাথাত্ কাপড় না দিলে ছল ব্যা শরমইতা অয়। (পাবনা)

৪৯৭। প্যাটে ছল নিয়া মাথাত্ কাপড় না দিলে ছলের শরম কম অয়। (পাবনা)

সন্তান শুকিয়ে যাওয়ার লক্ষণ :

৪৯৮। ছল ঘোম আসলি তার চুল কাইটা দিলি ছল খুব চিন্তাত্ পড়ে। শরীল হুইকা[২২৯] যায়। (পাবনা)

৪৯৯। ছলের বয়েস তিন মাস অওয়ার আগে পোয়াতী মরা মাইনষের মুখ দেক্লি ছলের শরীল হুইকা যায়। (পাবনা)

২২৬. প্রসুতি। ২২৭. ছিঁড়লে। ২২৮. রাখাল হয়। ২২৯. শুকিয়ে যায়।

৫০০। পোয়াতী বাগুন পোড়া দিয়া ভর্তা খালি তার ছল ছইকা যায়। (পাবনা)

সন্তান হওয়ার সময় বেশী ময়লা না পড়ার লক্ষণ:

৫০১। বোড়ই খাইলি আর কইল্লা খালি ছল অওয়ার সম বেশী ছাতা পড়ে না। (পাবনা)

সন্তান হওয়ার সময় বেশী বেদনা না হওয়ার লক্ষণ:

৫০২। আট মাসের কাল্ থাইকা তুলসী পাতার অস খালি ছল অওয়ার সম বেশী ব্যাদনা অয় না। (পাবনা)

৫০৩। ছল হওয়ার সম্ খুব কষ্ট ওলি তুলসী পাতার হেকড়[২৩০] কোমড়ে বাইন্ধা দিলি ব্যাদনা এ্যাল্লা কমে।[২৩১] (পাবনা)

সন্তান হতে দেরী হওয়ার লক্ষণ:

৫০৪। কোন প্যাট আলা ম্যাছল যদি কলার থোর ভাজা খায় তাউলি তার ছল অতি দেরী অয়। (পাবনা)

৫০৫। ছল অওয়ার সম্ বাড়ীর কেউ যুদি কুনু কিছুত গেড়ো দ্যায় তালি পোয়াতী তাড়াতাড়ি খালাস অয় না। (পাবনা)

৫০৬। পোয়াতী খালাস[২৩২] অওয়ার আগে আতুইড়া ঘরে পোয়াতী গেলি ছল ওতি দেরী অয়। (পাবনা)

৫০৭। পোয়াতীর সামনে যুদি কেউ চুল বাইন্ধা আইসে তালিও তাড়াতাড়ি খালাস অয় না। (পাবনা)

৫০৮। পোয়াতীর যহন ব্যাদনা ওঠে তহন সোয়ামী যুদি কাছা দিয়া থাকে তালি হে যওহন[২৩৩] কাছা না খুইলবো তওহন[২৩৪] খালাস ওবোনা। (পাবনা)

সন্তানের অঙ্গ-প্রতঙ্গ খুঁত হওয়ার লক্ষণ:

৫০৯। গর্ভইতা মাটিত কুনু জিনিস পইড়া গেলি তা বাঁও আত্ দিয়া তুললি ছল বাইয়া অয়।[২৩৫] (পাবনা)

৫১০। গর্ভইতা ম্যা কাঁচি ড্যাওয়ালি[২৩৬] ছলের অঙ্গ খুত অয়। (পাবনা)

২৩০. শিকড়। ২৩১. একটু কমে। ২৩২. সন্তান প্রসব। ২৩৩. যতক্ষণ। ২৩৪. ততক্ষণ। ২৩৫. বা হাত দিয়ে যে কাজ করে। ২৩৬. ডিঙ্গালে।

৫১১। গর্ভবতী নারী যদি খোয়াবে মাছ কুইটতে দ্যাহে তাইলে তার প্যাটের ছলের ঠোঁট কাটা অয়। (পাবনা)

৫১২। গর্ভবতী মাইয়ালোকের স্বামী মুরুগী জবো করে না। করলে পোলা-পানের হাত বা পাও কাডা অয়। (ঢাকা)

৫১৩। গর্ভবতী মাইয়া লোকের স্বামী হাপ[২৩৭] মারে না মারলে প্যাডের পোলাপানের জিবলা কাডা থাহে।[২৩৮] (ঢাকা)

৫১৪। গর্ভবতী মেয়ে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় যদি কিছু কাটে তাহলে ছাওয়ালের ঠোঁট কাটা অয়। (ঢাকা)

৫১৫। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি বেদা মাছ[২৩৯] কোটে তাইলে তাহার ছেলের ঠোঁট কাটা অয়। (পাবনা)

৫১৬। গর্ভকালে মাথার চুল কাট্‌লি ছলের অঙ্গহানী অয়। (পাবনা)

৫১৭। গেরনের সময় গর্ভবতী মিয়ারা মাছ কাটিলে ছাওয়াল মিয়া ওট কাটা অয়। (পাবনা)

৫১৮। গেরনের সময়[২৪০] পোয়াইত মিয়া মাছ কাটলে ছাওয়াল মিয়া ঠোঁট কাঁটা অয় (পাবনা)

৫১৯। গেরানের সোমা পোয়াতি কোন কিচু কাটাকাটি ওরলি[২৪১] প্যাটের ছল মাইয়ার আৎ পায়ে সেই কাটা দাগ পড়ে। (ফরিদপুর)

৫২০। গেরানের সোমা পোয়াতি কোন কিছু খুৎয়া[২৪২] ওরলি প্যাটের ছল মাইয়ার খুৎয়া অয় (ফরিদপুর)

৫২১। গেরানের সোমা পোয়াতী মাচের মুড়া কাটলি ছল মাইয়ার ঠোঁট কাঁটা কাঁটা অয়। (ফরিদপুর)

৫২২। গেরানের সোমা পোয়াতী রানদোনের খড়ি কাষটো বেহাওরয়া বাংলি[২৪৩]প্যাটের ছল মাইয়ার আৎ পাও বেহা অয়। (ফরিদপুর)

৫২৩। গেরানের সোমা পোয়াতী শাগ পাতা ছেড়াছুড়া ওরলি ছল মাইয়ার আৎ, কান, পায়ে সেই ছেড়াছুড়া অয়। (ফরিদপুর)

৫২৪। গ্রহণের সময় যদি কোন গর্ভবতী মেয়েলোক যদি কোন কিছু কাটা কুটা করে তাহা হইলে তাহার সন্তানের অঙ্গহানী হয়। (কুষ্টিয়া)

৫২৫। চাইর মাসের কালে গর্ভইতার গতরে সাপের বাতাস লাগলি ছলের অঙ্গ খুত অয়। (পাবনা)

২৩৭. সাপ। ২৩৮. জিহবা কাটা হয়। ২৩৯. মেনি মাছ। ২৪০. গ্রহণের সময়। ২৪১. করিলে। ২৪২. ছিদ্র করলে। ২৪৩. বাঁকিয়ে ভাংলে।

৫২৬। চান গন্নার[২৪৪] দিন প্যাট এ্যালা মাইয়া লোকে মাছ্ কোটলে পোলাপানের ঠোট কাটা অয়। (ঢাকা)

৫২৭। ছুওয়াল হওয়ার পর পোয়াতী কই মাছ্ খালি ছুওয়ালের হাত পা ফাটা অয়। (পাবনা)

৫২৮। নয় মাসের কালে ইলশা মাছ্ কুটলি ছুলের অঙ্গ খুঁত অয়। (পাবনা)

৫২৯। প্যাটে ছুল নিয়া ভাঙ্গুনী নদীর মুরি গেলি প্যাটের ছুলের চোইক ট্যারা অয়। (পাবনা)

৫৩০। প্যাটে ছুল নিয়া সাপের গাঁতা ড্যাওয়ালি ছুলের ঠোঁট কাটা অয়। (পাবনা)

৫৩১। সূর্য্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সময় গর্ভবতী মেয়ে লোকের মাছ্ কোটা নিষেধ তাহাতে পুত্র সন্তানের ঠোঁট কাটা হয়। (ঢাকা)

৫৩২। হাপের গাতা ডিঙ্গালি ছুলের অঙ্গহানী অয়। (পাবনা)

সন্তানের অসুখ হওয়ার লক্ষণ :

৫৩৩। কারুর প্যাটের মোয়দ ছুল থাকতি যদি মেনদি আতে দ্যায় তাউলি তার প্যাটের ছুল গাওপচারী আলা অয়। (পাবনা)

৫৩৪। খাড়া হাজের ব্যালা যদি কোন পোয়াতী আগে তাউলি তার ছুলের আগা অয়। (পাবনা)

৫৩৫। গর্ভবতী যদি কুমড়া স্বপনে দেখে এবং সেই সন্তান হওয়ার পরে যদি মায় কুমড়া খায় তা হলে ঐ সন্তানের কান পাকে। (ঢাকা)

৫৩৬। ছুল অওয়ার সাত দিনের মোদে যদি পোয়াতি মিরকা মাছ্[২৪৫] না খায় তাউলি তার ছুলেব মিরকীর ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৩৭। ছুলেক দুধ দিবার কালে[২৪৬] পোয়াতী কিছু খালি ছুলের প্যাটে অসুক অয়। (পাবনা)

৫৩৮। ছুলের বয়স এ্যাকমাস অওয়ার আগে পোয়াতী যদি দই খায় তালি ছুলের পাতলা আঘা অয়। (পাবনা)

৫৩৯। তুলসী গাছের হেকড় ছেইচা তার অস পোয়াতী খালি ছুলের প্যাটে অসুখ অয় না। (পাবনা)

৫৪০। নয় মাসের প্যাটের কালে গরু জবো করা দেকলি প্যাটের ছুল তরাইশা অয়। (পাবনা)

২৪৪. গ্রহণের। ২৪৫. মৃগেল মাছ। ২৪৬. সময়

৫৪১। পোয়াতী আণ্ডা খালি ছলের বিজলা বিজলা আধা অয়। (পাবনা)

৫৪২। পোয়াতী আম খালি তার ছলের আমাশা অয়। (পাবনা)

৫৪৩। পোয়াতী ছালা পাইড়া বসলি ছলের গতরে ভামোট অয়। (পাবনা)

৫৪৪। পোয়াতী ছল বোকে নিয়া যুদি কিছু খায় তালি ছলের ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৪৫। পোয়াতী ছলের বয়েস চল্লিশ দিন অওয়ার আগে নতুন কাপড় পিন্দিলি ছলের ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৪৬। পোয়াতী বয়ল মাছ্ খালি ছল খালি বাইত করে। (পাবনা)

৫৪৭। পোয়াতী বাইং মাছ্[২৪৭] খালি ছলের নোচড়পারা ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৪৮। পোয়াতী মাছ্ খালি ছলের আইষটা আধা পড়ে। (পাবনা)

৫৪৯। পোয়াতী রসাল জিনিস খালি ছলের শরীল কষা থাকে। (পাবনা)

৫৫০। পোয়াতী যদি বাদলে ভিজে তাউলি তার ছলের সর্দি নাগে। (পাবনা)

৫৫১। পোয়াতী যুদি খার দিয়া মাথা ছাফ করে তালি ছলের পেত্ত গরম অয়া যায়। (পাবনা)

৫৫২। পোয়াতী যুদি চাইল চুরি করে তালি তার ছলের গতরে খাইজানি অয়। (পাবনা)

৫৫৩। পোয়াতী যুদি বোড়ই খায় তালি তার ছলের প্যাটের ব্যাদ্না অয়। (পাবনা)

৫৫৪। পোয়াতীর ডুব দিয়ি না ভেজা কাপড়ে যুদি কাইয়া বইসে তালি পোয়াতীর মাছ খাওয়া যাইবো না। খালি ছলের মুখে ঘাও ওবো। (পাবনা)

৫৫৫। পোয়াতীর ভাতে যুদি কুত্তা থাবা দ্যায় তালি ছলের মাথাত্ ঘাও অবো। (পাবনা)

৫৫৬। প্যাটে ছল নিয়া খার মাথাত্ দিলি ছলের ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৫৭। প্যাটে ছল নিয়া ছালার উপর বোসলি ছেলের গোয়াত্ ঘাও অয়। (পাবনা)

৫৫৮। প্যাটে ছল নিয়া পরের গায়ে কুলি দিলি ছলের গতরে ভামোট ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৫৫৯। প্যাটে ছল নিয়া প্যাঁচা দেকলি ছলের রাইত কানা রোগ অয়। (পাবনা)

২৪৭. বাইম মাছ।

সন্তানের আকৃতি পশু-পাখীর মত হওয়ার লক্ষণ:

৫৬০। কারুর যদি ছুল প্যাটে অলি ব্যাঙ পারা দিয়া মারে তাউলি তার ব্যাঙের ন্যাহাল[২৪৮] ছুল অয়। (পাবনা)

৫৬১। গর্ভবতী মেয়ে বানর দেখলে তার সন্তানাদির চেহারা বানরের অনুরূপ হয়। (ঢাকা)

৫৬২। গর্ভবতী মেয়ে বানর দেখলি পারে ছুওয়ল বানরের মত অয়। (পাবনা)

৫৬৩। ছুল অওয়ার চল্লিশ দিনের মোদে যদি কোন পোয়াতী চোচা অলা মাছ[২৪৯] খায় তাউলি তার ছুলের গায়ে খসখসা ব্যাঙের মন অয়। (পাবনা)

৫৬৪। প্যাটে ছুল নিয়া কাইয়া মারলি ছুল কাইয়ার ন্যাহাল অয়। (পাবনা)

৫৬৫। যদি কোন প্যাট আলা ম্যাছুল গেদর[২৫০] দ্যাহে তাউলি তার ছুলের মুখ গেদরের ন্যাহাল অয়। (পাবনা)

সন্তানের আয়ু বাড়ার লক্ষণ:

৬৬৬। ছুল্ ওলি আগে ডাইন কানে ফুঁ দিলি তার হায়াত বেশী অয়। (পাবনা)

৫৬৭। ম্যা জন্মিলি আগে বাঁও কানে ফু দিলি তার হায়াত বাড়ে। (পাবনা)

সন্তানের ওপর আল্লার রহমত হওয়ার লক্ষণ:

৫৬৮। গর্ভইতা ম্যা জুম্মা ঘর নেপলি[২৫১] ছুলের উপর আল্লার রহম হয়। (পাবনা)

সন্তানের খুব সাহস হওয়ার লক্ষণ:

৫৬৯। গর্ভইতা নারীর তলপ্যাটে চাক্কার মত দাগ উঠলি ছুল খুব বীর জাইতা অয়। (পাবনা)

৫৭০। গর্ভইত্যা মা সাপ মারলি ছুল সাহসী অয়। (পাবনা)

৫৭১। প্যাটে ছুল নিয়া সাপ মারলি ছুলের সাহস বেশী অয়। (পাবনা)

২৪৮. ব্যাঙের মত ছেলে হয়। ২৪৯. মাছের গায়ের আঁশ। ২৫০. শুয়োর। ২৫১. ঘর পুঁচলে।

সন্তানের গলায় ঘ্যাগ হওয়ার লক্ষণ :

৫৭২। প্যাটে ছল নিয়া ঘটি চুমুক দিয়া পানি খালি ছলের ঘ্যাগ্ অয়। (পাবনা)

৫৭৩। পোয়াতী যুদি ছলের দ্যাড় মাস বয়েস অওয়ার আগে ব্যাল খায় তালি ছলের ঘ্যাগ অয়। (পাবনা)

সন্তানের গায়ের রং বিভিন্ন প্রকার হওয়ার লক্ষণ :

৫৭৪। আমা খাইস্যার দিন চিরির সাতে[২৫২] মিশলে পোলাপান কালা অয়। (ঢাকা)

৫৭৫। কোন ম্যাছল যদি ছল প্যাটে থাকতি বকের গোস্ত খায় তাউলি তার ছল কাইলা[২৫৩] অয়। (পাবনা)

৫৭৬। গর্ভইতা ম্যাছল যুদি সাত মাসের কালে ভাল্লুক দ্যাহে তালি তার প্যাটের ছল কালা অয়। (পাবনা)

৫৭৭। গর্ভবতী ম্যায়ালোকে ভাত নুইছানি[২৫৪] দিয়া সেই ভাত নুইছানি পাটার উপর রাইখলে প্যাটের বাচচার শরীলে কালা দাগ পড়ে। (পাবনা)

৫৮৮। গর্ভবতী মেয়ে যদি তরকারী রান্দিবার[২৫৫] সময় পাতিলের ঢাকুন পাটার উপর থোয় তাহলে ছাওয়ালের গায়ে কাইল্যা কাইল্যা দাগ অয়। (ঢাকা)

৫৭৯। গর্ভবতী মেয়েকে শবরী কলা খাওয়ালি সাওয়াল[২৫৬] সুন্দর অয়। (ঢাকা)

৫৮০। গর্ভবতী রমনী পোড়া মাটি খেলে সন্তানাদির শরীরে ময়লা অয়। (ঢাকা)

৫৮১। গর্ভের আট মাসের কালে হগুনের[২৫৭] ডাক হুনলি প্যাটের ছল কালা অয়। পাবনা)

৫৮২। তিন মাসের কালে ধলা কইতোরের ফইড়া গলাত বান্দিলি ছল ধলা অয়। (পাবনা)

৫৮৩। প্যাটে ছল নিয়া আইসেলের পোড়া মাটি খালি ছলের রং ভালো অয়। (পাবনা)

৫৮৪। প্যাটে ছল নিয়া তিল ভর্তা খালি ছল কালা অয়। (পাবনা)

৫৮৫। প্যাটে ছল নিয়া ধলা কবুতরের গোস্ত খালি ছল ধলা অয়। (পাবনা)

---

২৫২. স্ত্রীর সাথে। ২৫৩. কালো। ২৫৪. ভাত বা তরকারীর গরম হাঁড়ি ধরার জন্য ন্যাকড়া বা পাট নির্মিত দ্রব্য। ২৫৫. রাঁধিবার। ২৫৬. ছেলে। ২৫৭. শকুনের।

৫৮৬। প্যাটে ছল নিয়া পোড়া ভাত খালি ছলের রং কালা অয়। (পাবনা)

৫৮৭। প্যাটে ছল নিয়া মাথাত্ খার দিলি ছল কালা অয়। (পাবনা)

৫৮৮। যদি প্যাট আলা মেয়েলোকে চাইল খায় তালি পারে তার ছুওয়ালের গায়ে ছ্যাতা পড়ে। (পাবনা)

৫৮৯। সাত মাসের কালে আইসালের পোড়া মাটি খালি ছলের গতর ছাফ্ অয়। (পাবনা)

সন্তানের ঘাড় শক্ত হওয়ার লক্ষণ:

৫৯০। ছুওয়াল অওয়া পোয়াতী মুরগীর ঘাড় খালি ছুওয়াল মিয়ার ঘাড় তাড়াতাড়ি শক্ত অয়। (পাবনা)

৫৯১। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর তাক চেতল[২৫৮] মাছের কাল্লা খাওয়ালি ছাওয়ালের ঘাড় শক্ত হয়। (ঢাকা)

৫৯২। পোয়াতী খালাস অওয়ার পর কলি মাছের ঝোল খালি দুধ বেশী হয় আর কাল্লা খালি ছাওয়ালের ঘাড় শক্ত হয়। (ঢাকা)

সন্তানের চর্ম উকুন হওয়ার লক্ষণ ঃ

৫৯৩। সাতদিন যাওয়ার আগে পোয়াতী গোইল ঘরে গেলি তার ছলের গতরে চাম উকুন অয়। (পাবনা)

সন্তানের চোখের মনি সাদা হওয়ার কারণ:

৫৯৪। প্যাটের মোদেন ছল থাকতি যদি নারকেলের পানি খায় তাউলি ছলের চোহের মনি দলা অয়। (পাবনা)

সন্তানের জিহ্বায় ঘা হওয়ার কারণ:

৫৯৫। গর্ভইতা কালে গুইল হাপ[২৫৯] দেকলি ছলের জিভা দিয়া ঘাও অয়। (পাবনা)

সন্তানের দাঁত না উঠা ও পোকা ধরার কারণ:

৫৯৬। ছোট ছল পলেক দাঁত উঠার আগে আয়না দিয়া মুখ দেহাইলি তার দাঁত উঠে না। (পাবনা)

২৫৮. চিতল। ২৫৯. গুই সাপ।

৫৯৭। মায়ের দুধ বেশী দিন পান করিলে দাঁতে পোকা ধরে। (ঢাকা)

সন্তানের পা শক্ত হওয়ার লক্ষণ :

৫৯৮। ছ্ওয়াল অওয়ার পর করকার[২৬০] গোস্ত খালি ছ্ওয়ালের পা হক্ত অয়। (পাবনা)

সন্তানের বুদ্ধি কম ও বেশী হওয়ার লক্ষণঃ

৫৯৯। আট মাসের কালে জোলা দেকলি ছ্ল বোকা অয়। (পাবনা)

৬০০। কাইয়ার ঠোঁট ছ্লের গলাত বাইন্দা দিলি ছ্ল খুব চালাক অয়। (মোমেনশাহী)

৬০১। গর্ভইতা খাড়া থাইকা[২৬১] পানি খালি ছ্লের বুদ্ধি কম অয়। (পাবনা)

২৬০. মোরগ মুরগির। ২৬১। দাঁড়িয়ে।

শুভাশুভ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

শুভাশুভ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

[সংগ্রাহক পরিচিতি]

পাবনা : পাবনা জেলা থেকে ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩৩, ৭৩৪ নম্বর

লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন—

(ক) জনাব মোঃ আবু তাহের, গ্রাম : ভাঙ্গাবাড়ী (হালদার পাড়া), ডাকঘর : সিরাজগঞ্জ, জেলা : পাবনা।

(খ) পি. এস. সুনীল কুমার, গ্রাম : ঝাটীবেলাই, ডাকঘর : মুগবেলাই, জেলা : পাবনা।

ঢাকা : ঢাকা জেলা থেকে ৬০৫ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোঃ হোসেন আলী, ওয়াসা নং ৭, রাস্তা নং ২৪, ওয়াসা ষ্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-২।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইল জেলা থেকে ৬১৬, ৬৫৩, ৬৫৪, ৭৩২, নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক।

ফরিদপুর : ফরিদপুর জেলা থেকে ৬৭৩, ৬৭৪ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মোঃ নূরুল হুদা, গ্রাম : খাঁরহাট, ডাকঘর : কাশিয়ানী, জেলা : ফরিদপুর।

আক্কেল কমে যাওয়ার লক্ষণ :

৬০২। পুরুষ মাইনষে পাইল্লা মোছ্‌া ভাত খালি তার আক্কেল কইমা যায়। (পাবনা)

আলসে হওয়ার হওয়ার লক্ষণ :

৬০৩। যে পুরুষের পায়ের পাতা খাটো হে কামে আইলসা অয়। (পাবনা)

কর্মঠ হওয়ার লক্ষণ :

৬০৪। যে ম্যাছ্‌ল আনাম[২৬২] সুপারী মুহের মইধে থিয়া দিতে[২৬৩] ভালো-বাসে হে খুব খাটুয়া অয। (পাবনা)

কাজিয়া লাগার লক্ষণ :

৬০৫। কোন মাইয়্যালোক বিহ্যানে ওইঠ্যা কোত্তা দেক্‌লে তার বাড়ীতে হেই দিন কাইজ্যা লাগে। (ঢাকা)

কাজিয়া না হওয়ার লক্ষণ :

৬০৬। গরু যুদি ছাগলের গতর চাটে তালি হেই বচ্ছর দ্যাশে বেশী কায়জা ফছ্যাদ[২৬৪] অয় না। (পাবনা)

কোন কাজ সফল না হওয়ার লক্ষণ :

৬০৭। যে পুরুষ আট্‌তি কালে বাঁও পাও বেশী চলে তার কুনু কামে জুইড়া আইসে না। (পাবনা)

কু-যাত্রা হওয়ার লক্ষণ :

৬০৮। কেউ যুদি মঙ্গলবারে দুপুরে কুন জায়গায় যাত্রা করে তালি তার যাত্রা কু যাত্রা অয়। (পাবনা)

৬০৯। কুনুহানে[২৬৫] যাওয়ার সম্‌ ঘর থাইকা বাইর অয়া আবার ঘর মিহা ঘুরিয়া যাত্রা খারাপ অয়। (পাবনা)

৬১০। গরু বেইচপার যাওয়ার সম পালের কুনু গরু ছুইটা বাইর অয়া গেলি যাত্রা খারাপ। (পাবনা)

২৬২. গোটা। ২৬৩. রেখে দিতে। ২৬৪. ঝগড়া বিবাদ। ২৬৫. কোনখানে।

৬১১। মাছ মাইরবার যাওয়ার সম কুরকা ডাক্‌লি যাত্রা খারাপ। (পাবনা)

৬১২। যাত্রা কালে কেউ যুদি মাটীত মুলা দেহে তালি তার কু যাত্রা অয়। (পাবনা)

৬১৩। যাত্রা কালে কোনহানে একজোড়া খন্‌জন পাখী দেইক্‌লে হে যাত্রা ভালো অয় আর একটা দেইক্‌লে খারাপ অয়। (পাবনা)

৬১৪। যাত্রা পথে কেউ যুদি পাছে থাইকা ডাক দেয় তালি তার কুযাত্রা অয়। (পাবনা)

ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ:

৬১৫। আঙ্গুন ঘরের ব্যাড়া যুদি কুত্তা ভাঙ্গে তালি সংসারে কুনু দিকে ক্ষতি ওবো। (পাবনা)

৬১৬। পয়লাহ্যার বাঙ্গি[২৬৬] তোরমুজ বাইঙ্গা খাওয়া লাগে না। যদি কেউ খায় তা অইলি ঐ খ্যাতের ফল লষ্ট[২৬৭] অয়্যা যায়। (টাঙ্গাইল)

৬১৭। বাড়ীত হারক মরা[২৬৮] সংসারে ক্ষতি অওয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

৬১৮। বাঙ্গি তোরমুজির খ্যাতে কিচু খায়্যা ফালান লাগেনা। যদি কেউ খায়্যা ফালায় তা অইলি ঐ খ্যাতের ফল লষ্ট অয়্যা যায়। (টাঙ্গাইল)

৬১৯। বৌয়ের নিষেধ না মাইনা কুনু জাগাত্‌ গেলি বাড়ীত কুনু ক্ষতি অয়। (পাবনা)

৬২০। ব্যালা দুহুর সম বাড়ীর উত্তর পশ্চিম কানিত্‌ কাইয়া ডাকা কুনু ক্ষতির আলামত। (পাবনা)

৬২১। ভাত আন্ধার সম আইসালের আগুন যুদি শোসায়[২৬৯] তালি সংসারের বিরাট ক্ষতি ওবো। (পাবনা)

খারাপ সংবাদ আসার লক্ষণ:

৬২২। দুহুর রাইতে[২৭০] ঘোম থাইকা উইঠা ভূতুম পাহীর ডাক হুনলি পরের দিন কুনু খারাপ খবর আইসপো। (পাবনা)

৬২৩। বাড়ীর পূর্ব দক্ষিণ কানিত্‌ ভরা দহুর ব্যালা কাইয়া ডাকা রোগ বালাইয়ের সংবাদ। (পাবনা)

---

২৬৬. প্রথম দিন ক্ষেত থেকে বাঙ্গি তুলে। ২৬৭. নষ্ট। ২৬৮. সারস পাখী মরা। ২৬৯. শো শো শব্দ করে। ২৭০. দুপুর রাত্রিতে।

খারাপ কিছু হওয়ার লক্ষণ :

৬২৪। ভাত খাইবার বইসা বারে বারে কুনু কতা মনে অয়া ডরে অন্তর কাইপা খারাপ কিছু অওয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

গরুর গায়ের পশম উঠে যাওয়ার লক্ষণ :

৬২৫। কুত্তা যুদি গোইল ঘরে বইসা গতর চাটে তালি হেই গোইলের গরুর পশম উইঠা যায়। (পাবনা)

গরীব হওয়ার লক্ষণ :

৬২৬। যে পুরুষ খাইথবার বইসা কিছু মুহে দ্যায় হে গরীব অইয়া যায়। (পাবনা)

৬২৭। যে পুরুষ আটুর কাপড় তুইলা ভাত খায় হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬২৮। যে পুরুষ এ্যাক আত দিয়া পানি খায় হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬২৯। যে পুরুষের কেইনা ব্যাহা[২৭১] হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬৩০। যে পুরুষের আঙ্গুল ব্যাহা হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬৩১। যে পুরুষ ভাত খাতি বেশী কতা কয় হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬৩২। যে পুরুষ হুইয়া থাইকা খায় হে গরীব অয়। (পাবনা)

৬৩৩। যে ম্যাছলের আতের মধ্যম আঙ্গুল খাটো হে গরীব অয। (পাবনা)

গলায় ঘা হওয়ার লক্ষণ :

৬৩৪। যে পুরুষ কাঁচি কামড়ায় তার গলাত ঘাও অয়। (পাবনা)

গলায় ঘ্যাগ হওয়ার লক্ষণ :

৬৩৫। পানি খাতি যে পুরুষ বেষম খায় তার গলাত ঘ্যাগ্ অয়। (পাবনা)

গোয়াড় হওয়ার লক্ষণ :

৬৩৬। যে পুরুষের মাঙ্গা মোটা যে গোয়াড় অয়। (পাবনা)

চোর আসার লক্ষণ :

৬৩৭। গরু যুদি শিঙ্গা দিয়া গোইল ঘরের মাটি তোলে তালি গেরস্তের ঘরে চোর আইসে। (পাবনা)

---

২৭১. কোন আংগুল বাঁকা।

জেনেশুনে খারাপ কাজ করার লক্ষণ:

৬৩৮। যে ম্যাছুল ঘোম পাড়ার সম্[২৭২] চোইক্ খোলাই থাকে হে জাইনা হুইনা খারাপ কাম করে। (পাবনা)

জীনের আঁছড় কম হওয়ার লক্ষণ:

৬৩৯। যে বচ্ছর বেশী ঘোড়া মরে হেই বচ্ছর জীনের আছর কম অয়। (পাবনা)

ঝগড়াটে হওয়ার লক্ষণ:

৬৪০। ছোট থাক্তি যে কাইয়া দেইহা খুশী অয় বড় অয়া হে কল্লা অয়। (পাবনা)

দুঃখ ভোগ করার লক্ষণ:

৬৪১। যে ম্যাছুলের জিদ বেশী হে জেবনে বেশী দুক্ক ভোগ করে। (পাবনা)

ধনী হওয়ার লক্ষণ:

৬৪২। যে পুরুষের আতের কব্জা মোটা হে ধনী অয়। (পাবনা)

নির্দয় হওয়ার লক্ষণ:

৬৪৩। যে পুরুষের চোইক নাল হে নির্দয় অয়। (পাবনা)

নৌকা কিনে ঠকার লক্ষণ:

৬৪৪। নাও কিন্বার যাওয়ার সম পানির মইধে মরা মাছ্ দেকলি নাও কিনা ঠইক্পো। (পাবনা)

পথে অসুবিধা হওয়ার লক্ষণ:

৬৪৫। ভ্যানা[২৭৩] সক্কালে খালি প্যাটে কুনুহানে যাত্রা কোরলি পথে অসুবিধা ওবোই।[২৭৪] (পাবনা)

পাগল হওয়ার লক্ষণ:

৬৪৬। পুরুষ মাইনষের মাথার চান্দিত্ তিল থাকলি হে পাগল অয়। (পাবনা)

২৭২. সময়। ২৭৩. ভোর বেলা। ২৭৪. হবেই।

পুরুষত্ব কম হওয়ার লক্ষণ:

৬৪৭। যে পুরুষের দাড়ী মোছ্ পাতলা তার পুরুষত্ব কম অয়। (পাবনা)

৬৪৮। যে পুরুষ বেশী মুশ[২৭৫] কালাইয়ের ডাইল খায় তার ধাতুর জোর কইমা যায়। (পাবনা)

বউ বেঁটে হওয়ার লক্ষণ:

৬৪৯। যে পুরুষের কাইন নোইগ ছোট অয় তার বউ খাটো ওবো। (পাবনা)

বউ ঝগড়াটে হওয়ার লক্ষণ:

৬৫০। যে পুরুষের কাইন নোইগ্ ব্যাহা তার বৌ কল্লা ওবো (পাবনা)

বকনা বাছুর হওয়ার লক্ষণ:

৬৫১। যে গরুর ওলান[২৭৬] ছোট হেই গরুর বহন বাছুর বেশী অয় প্যাট থাইকা। (পাবনা)

বড় হয়ে শান্ত হওয়ার লক্ষণ:

৬৫২। ছোট থাকতি যে বিলাই দেইহা খুশী অয় হে বড় অয়া শান্ত অয়। (পাবনা)

বন্যা বেশী হওয়ার লক্ষণ:

৬৫৩। বাদ্দুর[২৭৭] মাসে যদি কুড়া পোক্ষি আহাশে ডাহে তা অইলি বান বেশী অয়। (টাঙ্গাইল)

বন্যা সাগরে যাওয়ার লক্ষণ:

৬৫৪। বাদ্দুর মাইসা দিনি যদি কুড়া গাচের পার বইস্যা দহিন মুউক অয়্যা ডাহে তা অইলি বান হাগরে[২৭৮] যায়। (টাঙ্গাইল)

বাড়ীতে মানুষ মরার লক্ষণ:

৬৫৫। কাতিক্ মাইসা আমাবইস্যার রাইতে যে বাড়ীত প্যাঁচা ডাহে হেই বাড়ীত মানুষ মরে। (পাবনা)

---

২৭৫. মুশরী। ২৭৬. বাট। ২৭৭. ভাদ্র। ২৭৮. সাগরে।

বেশী খেতে পারার লক্ষণ:

৬৫৬। যে পুরুষের প্যাট ওয়ার[২৭৯] হে বেশী খাইবার পারে। (পাবনা)

বোকা হওয়ার লক্ষণ:

৬৫৭। যে পুরুষ আস্তি কালে দাঁতের মুশুল্লা[২৮০] বাড়ায় হে বোকা অয়। (পাবনা)

বিপদের লক্ষণ:

৬৫৮। আইখ্বার বোস্লি পরে মাথার উপর দিয়া প্যাঁচা উইড়া গেলি বিপদের লক্ষণ। (পাবনা)

৬৫৯। কুনুহানে যাওয়ার আগের রাইতে খবে নাও ডুবতি দেক্লি যাত্রা না করাই ভালো। বিপদ ওইবার পারে। (পাবনা)

৬৬০। কুনুহানে যাওয়ার সম্ হাতের ছাতি ভাইঙ্গা গেলি পথে মহা বিপদ ওবো। (পাবনা)

৬৬১। কুনুহানে যাত্রাকালে গজার মাছ দেক্লি পথে বিপদ অয়। (পাবনা)

৬৬২। ত্যালের পিটা ভাজার সম্ আন্ধুন ঘরের চালে কাইয়া বসা বিপদের লক্ষণ। (পাবনা)

৬৬৩। দুধ চুমুক দিয়া খাতি বেষম খালি বিপদ অয়। (পাবনা)

৬৬৪। নতুন ঘর তুলতি গাড়া খামের উপর কাইয়া বইসা ডাক শুরু কোরলি বিপদ অয়। (পাবনা)

৬৬৫। নতুন ঘরের মাইঝা নেপতি আতে ব্যদনা কোরলি ঐ ঘরে বিপদ বাসা বান্দিবো। (পাবনা)

৬৬৬। পাইল্লাত্ থাইকা কাইয়া ভাত নিয়া যাওয়া বিপদের চিহ্ন। (পাবনা)

৬৬৭। পাতে থাইকা বিলাই যুদি থাবা দিয়া মাছ নিয়া যায় তালি কুনু বিপদ ওবো। (পাবনা)

৬৬৮। বাড়ীত কালীর পাঁঠা আসা বিপদের লক্ষণ। (পাবনা)

৬৬৯। বিয়ার রাতি বর কনের গরে বাতি লিব্যায় না। যদি লিব্যায় তা অইলি বিপদ অওয়ার শঙ্কা থাহে। (টাঙ্গাইল)

---

২৭৯. বড়। ২৮০. দাঁতের গোড়া।

৬৭০। মায়ের নিষেধ না মাইনা কুনু কামে কুনু জাগাত্ যাত্রা কোরলি পথে বিপদ অয়। (পাবনা)

৬৭১। যাত্রা করার সম্ বাড়ীর উপর ন্যাংড়া ফকীর আসলি পথে বিপদ ওবো। (পাবনা)

৬৭২। রাইত কইরা কুনু হানে যাইবার নাইগা ঘর থাইকা বাইর অওয়ার সম্ প্যাঁচা পাহীর ডাক হুনলি পথে বিপদ ওবো। (পাবনা)

বিসম খাবার লক্ষণঃ

৬৭৩। খাবার সময় কেউ মনে করলি বিসুম খায়। (ফরিদপুর)

৬৭৪। কেউ মোনে কোরলি জিব্বায় বা ঠোঁটে কামোড় লাগে। (ফরিদপুর)

বুদ্ধি কম বেশী হওয়ার লক্ষণঃ

৬৭৫। বেশী দীঘলা মাইনষের বুদ্ধি কম অয়। (পাবনা)

৬৭৬। যে পুরুষের চোইক ট্যারা তার শয়তানী বুদ্ধি বেশী অয়। (পাবনা)

৬৭৭। যে পুরুষের বুড়া আঙ্গুল ছোট তার বুদ্ধি কম অয়। (পাবনা)

৬৭৮। যে পুরুষের মাথা খাবাডবা[২৮১] তার প্যাঁচের বুদ্ধি তায় বেশী। (পাবনা)

৬৭৯। যে পুরুষ সবার চায়া খাটো তার মইধ্যে প্যাঁচ্ বেশী। (পাবনা)

ব্যারাম হওয়ার লক্ষণঃ

৬৮০। আইটা যাতি যে পুরুষের পায়ের গোছার সাতে আর এক পায়ের গোছার গুতা লাগে তার খালি ব্যারামই অয়। (পাবনা)

৬৮১। কাঞ্চিত্[২৮২] থাইকা আইসা যে ম্যাছল্ পাও ধোয় না তার সোয়ামীর ব্যারাম ছাড়ে না। (পাবনা)

৬৮২। কুত্তা গতর খাইজালি দ্যাশে গরু বাছুরের ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৬৮৩। ঘরে বিলাই বাইত্ কোরলি হেই ঘরে ব্যারাম আইসে। (পাবনা)

৬৮৪। গরু শিঙ্গা দিয়া মাটি তুল্লি দ্যাশে গরুর ব্যারামও আইসে। (পাবনা)

৬৮৫। চোহীর তলে কুত্তার ছাও যায়া বাইর ওইবার না চালি হেই ঘরে ব্যারাম বাসা বান্ধে। (পাবনা)

২৮১. অসমতল। ২৮২. ঘরের পিছন থেকে।

৬৮৬। পুরুষ মাইনষের গরু ছাগলের ফোঁপড়া খাওয়া নাগে না। খালি তার পানি ধরা ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৬৮৭। ম্যাছল্ মাইনষে পুরুষ মাইন্ষের কাপড় পিন্দিলি[২৮৩] তার কঠিন ব্যারাম্ অয়। (পাবনা)

৬৮৮। যে পুরুষের গলার রগ দ্যাহা যায় তার কুনু দিন ব্যারাম ছাড়ে না। (পাবনা)

৬৮৯। যে পুরুষের গতর দিয়া মইয়ের ন্যাক্লা[২৮৪] গন্ধ বাইর অয় হেই পুরুষের কঠিন ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৬৯০। যে ম্যাছল চামুচ চাইটা খায় তার কঠিন ব্যারাম অয়। (পাবনা)

৬৯১। যে ম্যাছল বোক নিচা কইরা আটে তার মইল্লা ব্যারাম্[২৮৫] ধরে। (পাবনা)

৬৯২। যে ম্যাছলের তল্ প্যাটে দীঘলা[২৮৬] কালা রেহা আছে তারও মইল্লা ধরে। (পাবনা)

৬৯৩। বিলাই আত পাও খাইজালি হেবার দ্যাশে খাইজানী ব্যারাম বেশী অয়। (পাবনা)

ভাগ্য মন্দ হওয়ার লক্ষণ:

৬৯৪। যে পুরুষের আতের তাইলাত্ বেশী কুটকুটা দাগ[২৮৭] থাকে হেই পুরুষের বরাদ ভাগ্য বড় মন্দ। (পাবনা)

ভাতে আয় না হওয়ার লক্ষণ:

৬৯৫। যে ম্যাছল্ চাইল ধুইবার সম চাইল খায় তার ভাতে আয় পড়ে না (পাবনা)

ভাল সন্তান হওয়ার লক্ষণ:

৬৯৬। যে ম্যাছলের বোক ঘামে[২৮৮] তার খুব দরদের ছল অয়। (পাবনা)

৬৯৭। যে ম্যা ছলের বোকে তিল থাকে হে খুব ভাল ছল পায়। (পাবনা)

ভীতু হওয়ার লক্ষণ:

৬৯৮। যে পুরুষের চৌইকের ভুরু পাতলা হে খুব ভীতু অয়। (পাবনা)

---

২৮৩. পরলে। ২৮৪. বিশ্রী। ২৮৫. বুকের এক প্রকার ব্যথা। ২৮৬. লম্বা।
২৮৭. হিজিবিজি দাগ। ২৮৮. বুক ঘামে।

ভূতের ভয় হওয়ার লক্ষণ :

৬৯৯। রাইত কইরা কুনুহানে যাওয়ার সম্ গজার মাছ দেখলি্ পথে ভূতের ভয় অয়। (পাবনা)

৭০০। হন্ধ্যাব্যালা কুনুহানে রওনা দ্যাওয়ার সম্ মাথার উপর দিয়া কুনু কালাপাহী উইড়া গেলি পথে ভূতের ভয় আছে। (পাবনা)

মঙ্গল হওয়ার লক্ষণ :

৭০১। আইশ্ববার বোসলি ডাইন মিহা যুদি কাইয়া ডাহে তালি মঙ্গল। (পাবনা)

৭০২। খাওয়ার সম মাহোইড়া[২৮৯] দেকলি সংসারে মঙ্গল অয়। (পাবনা)

৭০৩। ঝোপ ব্যাড়ার উপর কাইয়া বইসা যুদি মাত্রক এক্টা ডাক দ্যায় তালি মঙ্গল ওইবার পারে। (পাবনা)

৭০৪। ভর দুহুর ব্যালা ঘরের চালে হারক বোস্‌লি সংসারে মঙ্গল ওবো (পাবনা)

মাছ বেশী থাকার লক্ষণ :

৭০৫। যে নদীত্ বেশী ফ্যানা থাকে হে নদীত পাঙ্গাস মাছ বেশী থাকে। (পাবনা)

মেজাজ চড়া হওয়ার লক্ষণ :

৬০৭। যে ম্যা ছোট থাক্‌তি নাল ওং[২৯০] ভালোবাসে বড় ওলি তার ম্যাজাজ চড়া অয়। (প্যাবনা)

৭০৭। ছোট থাক্‌তি যে কুত্তা দেইহা খুশী অয় বড় ওলি তার ম্যাজাজ খারাপ অয়। (পাবনা)

মেজাজ পাতলা হওয়ার লক্ষণ :

৭০৮। পুরুষ মাইনষের পায়ের তাইলা[২৯১] উঁচা থাক্‌লি হে পাতলা মাজাইজ্জা অয়। (পাবনা)

মেয়েছেলে সরল হওয়ার লক্ষণ :

৭০৯। ভ্যান্ ব্যালা যে ম্যাছুল অয় হে সরল অয়। (পাবনা)

২৮৯. মাকড়শা। ২৯০. রং। ২৯১. তালু।

যাত্রা শুভ হওয়ার লক্ষণ ঃ

৭১০। কুনুহানে যাওয়ার সম্ পাঙ্গাস্ মাছ্ দেকলি যাত্রা ভালো অয়। (পাবনা)

৭১১। কুনুহানে যাওয়ার সম্ হারক ডাকলি যাত্রা শুভ (পাবনা)

৭১২। ভর দুহর ব্যালা কুনুহানে যাওয়ার[২৯২] সম্ ঘরের চৈকাঠ হ্যালাম[২৯৩] কইরা গেলি যাত্রা ভালো অয়। (পাবনা)

৭১৩। যাত্রার সম্ বিলাইয়েক ভাত খাতি দেকুলি যাত্রা ভালো অয়। (পাবনা)

যাত্রা নষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

৭১৪। কুনুকুনু সম্ দ্যাহা যায় যে, বাও নাই, বাতাস নাই কিন্তুক কলার পাতা নইড়তাছে মনে হয় যে না কইরতাছে। কুনুহানে যাওয়ার সম তা চোইকে পড়লি আর যাওয়া লাগেনা। (পাবনা)

৭১৫। কুনুহানে যাওয়ার সম ঝোপ্ ব্যাড়ার সাতে কাপড় বাইজা পোড়লি যাত্রা নষ্ট অয়। আর না যাওয়াই ভালো। (পাবনা)

৭১৬। কুনুহানে যাওয়ার সম্ পালের গরু যুদি মাথা দিয়া ডাহে তালি যাত্রা না করাই ভালো। (পাবনা)

৭১৭। ম্যার বিয়া ঠিক্ কইরবার যাওয়ার সম্ ঝোপ ব্যাড়ার উপর কাইয়া দেক্লি ঐ কাইয়া ওহোনে[২৯৪] খাক্তি বাড়ীত্ থাইকা বাইর না অওয়াই ভালো। (পাবনা)

লজ্জা কম হওয়ার লক্ষণ :

৭১৮। যে পুরুষের কান বড় তার শরম কম অয়। (পাবনা)

৭১৯। যে ম্যাছলের কপাল ছোট তার শরম কম অয়। (পাবনা)

৭২০। ম্যা ছোট থাকৃতি যুদি কুক পাইড়া আসে বড় অয়া হেই ম্যা ব্যাখাই জোইতা অয়। (পাবনা)

লক্ষ্মী চলে যাওয়ার লক্ষণ:

৭২১। কিছু মুহে দিয়া যে ম্যাছল্ ঘর ঝাইড় দ্যায় তার ঘর থাইকা নক্ষী[২৯৫] চলে যায়। (পাবনা)

৭২২। ভাত খাতি যে ম্যা'ছল মাটিত্ ভাত ফালায় তার কপাল থাইকা নক্ষী চইলা যায়। (পাবনা)

২৯২. কোন খানে যাবার সময়। ২৯৩. সালাম। ২৯৪. সেইখানে। ২৯৫. লক্ষ্মী।

৭২৩। যে ম্যাছল্ ঘাটা দিয়া আইটা যাতি ক্ষ্যাতের ধান ছিড়া খায় তার সাতে নক্কী থাকে না। (পাবনা)

শুভ লক্ষণের চিহ্ন :

৭২৪। কেউ যুদি ঘোম থেইক্যা উইঠা কুড়ুকা পাল দেওয়া দ্যাহে তালি তার সারা দিন ভাল যায়। (পাবনা)

৭২৫। নতুন ঘর তোলার জন্য শুক্কুরবার শুভ দিন। (পাবনা)

৭২৬। নতুন পৈকা জোড়া দ্যাওয়ার জন্য সোমবার ভালো দিন। (পাবনা)

৭২৭। বাড়ীর উপর ভুবন চিল বসা শুভ লক্ষণ। (পাবনা)

৭২৮। বিয়ার জন্যে মঙ্গলবারের দিনগত রাইত ভালো। (পাবনা)

সংসারে সুখ না হওয়ার লক্ষণ:

৭২৯। আলের ক্ষ্যাতে গরু ছইয়া পোড়লি সংসারে দুক্কু অয়। (পাবনা)

৭৩০। যে ম্যাছল্ ভাত খাতি নাক টান পাড়ে তার সংসারে সুখ অয় না। (পাবনা)

হা-ভাতে হওয়ার লক্ষণ ঃ

৭৩১। যে পুরুষের জীভা খস্খইসা কাটা কাটা হে ন্যাল্লছ অয়।[২৯৬] (পাবনা)

হায়াৎ কমে যাওয়ার লক্ষণ:

৭৩২। রাতি আয়না দ্যাহা বালো নয়, যদি কেউ দ্যাহে, তার আয়াৎ কুইম্যা যায়। (টাঙ্গাইল)

হায়াৎ বাড়ার লক্ষণ :

৭৩৩। যে ম্যাছলের কপালে তিনডো ভাঁজ পরে তার হায়াত বেশী অয়। (পাবনা)

হিংশুটে হওয়ার লক্ষণ:

৭৩৪। ম্যাছল মাইনষের এ্যাক আত্ খাটো ওলি তার হিংসা বেশী অয়। (পাবনা)

২৯৬ খাবার জিনিষ দেখলেই যে লোভ করে।

আচার-আচরণ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

আচার আচরণ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

[সংগ্রাহক পরিচিতি]

পাবনা : পাবনা জেলা থেকে ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৪০, ৭৪২, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৭, ৭৬৯, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৮, ৭৯০, ৭৯৪, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১২, ৮১৩, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২৩, ৮২৫, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা হলেন—

(ক) জনাব মো: হোসেন আলী, ওয়াসা নং ৭, রাস্তা নং ২৪, ওয়াসা ষ্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-২।

(খ) জনাব মো: হজরত আলী, মীরপুর—১, ব্লক ১/২১, ঢাকা-১৬।

(গ) জনাব আবুবকর সিদ্দিক, চরনিশ্চিন্তপুর, ডাকঘর : চরনিশ্চিন্তপুর, পাবনা।

(ঘ) জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ জাঈ, গ্রাম : রেহাই পুখুরিয়া, ডাকঘর : মিরকুটিয়া, জেলা : পাবনা।

ঢাকা : ঢাকা জেলা থেকে ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪৩, ৭৫৫, ৭৫৯, ৭৬৮, ৭৭০, ৭৮৭, ৭৮৯, ৭৯৬, ৮০৬, ৮১৪, ৮১৫, ৮৩৪, ৮৪৫, ৮৬৪,

৮৯৮, নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন নিম্নলিখিত সংগ্রাহক বৃন্দ :

(ক) জনাব হাসান ইমাম চৌধুরী, মীরপুর ট্রেডার্স, ৯৬ নং হজরত শাহ্‌আলী গভর্ণমেণ্ট মার্কেট, মীরপুর, ঢাকা।

(খ) জনাব জয়নাল আবেদীন, মীরপুর ট্রেডার্স, ৯৬ নং হজরত শাহ্-আলী গভর্ণমেণ্ট মার্কেট, মীরপুর, ঢাকা।

(গ) জনাব কহিনূর রহমান, গ্রাম : পাইকপাড়া, ডাকঘর : উয়াশী পাইকপাড়া, জেলা : ঢাকা।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইল জেলা থেকে ৭৪১, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৫, ৮৫৯, ৮৬৩, ৮৯৭, ৮৯৯, ৯০০ নম্বর লোকবিশ্বাস-গুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: হোসেন আলী, ১০৫ খিলগাঁও জোন এ, ঢাকা।

ফরিদপুর : ফরিদপুর জেলা থেকে ৭৬৬, ৮১০, ৮২২, ৮২৬ নম্বর লোকবিশ্বাস-গুলো সংগ্রহ করেছেন—

(ক) জনাব নূরুল হুদা, গ্রাম : খারহাট, ডাকঘর : কাশিয়ানী, জেলা : ফরিদপুর।

(খ) জনাব মুকুন্দ বিহারী দাস, গ্রাম : বাগুড়িয়া, ডাকঘর : মাঝি-গাতি, জেলা : ফরিদপুর।

রংপুর : রংপুর জেলা থেকে ৮১১ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব এস.এম. সামীয়ুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।

যশোহর : যশোহর জেলা থেকে ৮২৪ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব খোন্দকার মইনুল হক, গ্রাম : হরিশপুর, ডাকঘর : সাধুগঞ্জ, জেলা : যশোহর।

নোয়াখালী : নোয়াখালী জেলা থেকে ৮৩১ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: মোর্তজা আলী, গ্রাম : ইলিয়াসপুর, ডাকঘর : ভুবনঘর, জেলা : কুমিল্লা।

মোমেনশাহী : মোমেনশাহী জেলা থেকে ৮৩৯, ৮৪৪, নম্বর লোকবিশ্বাস দু'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব আবুবকর সিদ্দিক সরকার, গ্রাম : চরনিশ্চিন্তপুর; ডাকঘর : চরনিশ্চিন্তপুর, জেলা : পাবনা।

অশরীরী আত্মার হাত থেকে মুক্তি সম্পর্কিত আচার :

৭৩৫। আতুইড়া ঘর থাইকা বাইর অওয়ার সম্ পিছা বাবান লাগে।[২৯৭] তা না কোরলি পোয়াতীর উপরা ব্যারামের ভয় থাকে। (পাবনা)

৭৩৬। কারুর যুদি নাজাত ডোল থাকে তালি তাক ভূতের ভয় দেহাইবার পারে না। (পাবনা)

৭৩৭। ঘর উইঠাইবার সময় আড়ার ভিতরে লোহা আর আংরা দিলে ভূত পেতনী প্রবেশ কইরবার পারে না। (ঢাকা)

৭৩৮। ডাবের ফুল দিয়া মালা তৈয়ার করে সেই মালা গলায় দিলে জ্বীনে ধরে না। (ঢাকা)

৭৩৯। পাঁচ গাছের পাঁচ রকম ফুল দিলে জ্বীন ও ভূতে ধরতে পারে না। (ঢাকা)

৭৪০। প্রতিমার মাটি আইনা ত্যানাত্[২৯৮] বাইন্ধা কোমড়ে বান্ধিলি ভূতের ডর দূর অয়। (পাবনা)

৭৪১। বাইকুড়ানি[২৯৯] আসলি নেয়াশ[৩০০] বন্ধ হইর‍্যা থাহা লাগে।[৩০১] তালি ভূত কাচে আইসপ্যার পারে না। (টাঙ্গাইল)

৭৪২। ভাঁজা পিঠা খাইয়া কোথাও যাইবার কালে গায় গতরে রসুন মাখাইয়া যাইতে অয়। (পাবনা)

৭৪৩। মানুষের কাছে বরুই[৩০২] থাকলে তার কাছে শয়তান আসে না। (ঢাকা)

উঁই পোকা ঘরে না ধরার লক্ষণ :

৭৪৪। উটের লাদা[৩০৩] আইনা ঘরের সাইজায় মাটির মইদ্যে গাঁইড়া থুইলে হে ঘরে উঁই উটে না আর। (পাবনা)

খত্‌না সম্পর্কিত আচার :

৭৪৫। খোট্‌কাক[৩০৪] নগদ ট্যাহা ছাড়াও কিছু ব্যাভার[৩০৫] দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

২৯৭. ঝাড়ু্র আঘাত করতে হয়। ২৯৮. ন্যাকড়ায়। ২৯৯. ঘূর্ণিবায়ু। ৩০০. নিঃশ্বাস। ৩০১. বন্ধ করে থাকতে হয়। ৩০২. বরাই। ৩০৩. উটের বিষ্ঠা। ৩০৪. খত্‌নাকারীকে। ৩০৫. উপহার।

৭৪৬। মোছলমানী কইরা কাটা চামড়[306] খান্না ত্যানার মইধে বাইন্ধ্যা গোইল ঘরের চালের সাতে বাইন্ধা থোয়া নাগে। (পাবনা)

৭৪৭। মোছলমানী কইরা যে কাপড় পেন্দে হেই কাপড় মাটির তলে গাইড়া থোয়া লাগে। (পাবনা)

৭৪৮। মোছলমানী করার পাঁচ দিনের দিন তুলসী পাতা ভিজাইনা পানি দিয়া ডুব দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৪৯। মোছল্‌মানী করার সম ছলে্‌ক চাইল ভাজা খিলান নাগে। (পাবনা)

খোয়াজ খিজির সম্পর্কিত আচার :

৭৫০। খয়াজ খিজিরেক ভোগ দিবার নাইগা দুধ আর কলা নদীত্ ফায়লা দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

গলার কাঁটা খসে পড়ার লক্ষণ :

৭৫১। গলায় মাছের কাঁটা বিন্‌লে বিলাইর পায়ে জড়াইয়া ধইরলে গলার কাঁটা খইস্যা যায়। (পাবনা)

ঘাড় চাবানি বন্ধ হওয়ার লক্ষণ :

৭৫২। কোনো লোকের যুদি ঘোমেত থিক্যা ওটার পর ঘাড় ব্যাদনা আরম্ভ হয় আর হে যুদি তার হিতান দ্যাওয়া বালিশ রৈদ দ্যায় তে-তার ঘাড়ের ব্যাদনা বালিশ গরম পরেই হাইর‍্যা যায়।[307] (পাবনা)

৭৫৩। ঘাড়ে যুদি চাবায়[308] তালি মাথার বালিশ ঘর থাইকা ঘাড়ে কইরা বাইরে আনলি ঘাড় চাবানি বন্ধ অয়। (পাবনা)

ঘুম ধরার লক্ষণ :

৭৫৪। যে মাইনষের সহজে ঘুম না আসে হে মাইনষে যুদি বুহের নীচে বালিশ ঠ্যাহাইয়া লিয়া[309] উপর অয়া কিছুক্ষণ থাহে তয় তার ঘুম ধৈরবোই। (পাবনা)

ঘূর্ণি বায়ূ থেমে যাওয়ার লক্ষণ :

৭৫৫। খুব জোরে যদি ঘুবনী বাই আহে, তাইলে ঘাট বাটি বাইড়্যালে হেন দিয়া ঘুরনী বাই আহেনা। (ঢাকা)

৩০৬. কাটা চামড়া। ৩০৭. সেরে যায়। ৩০৮. ব্যথা হয়। ৩০৯. বুকের নীচে বালিশ রেখে।

চুলের আঘাত থেকে নিষ্কৃতির লক্ষণ :

৭৫৬। কাউকে চুলের বাড়ি লাগলে সেই চুল মাটিতে ছোয়াতে হয়। কিংবা যাকে লেগেছে সে বলবে 'চুল না ফুল' যার চুল সে উত্তর দিবে 'ফুল'। (রাজশাহী)

চোখ না লাগার লক্ষণ :

৭৫৭। গাই দোয়াইয়া ওলানে ছ্যাপ দিয়া থুইলে আর কেরই চোক নাইগবার পারে না। (পাবনা)

৭৫৮। নোতুন[৩১০] কাপড়ের আঁচলে ছোট্টয়্যাটা[৩১১] গিরু দিয়া পিনলে মাইনষের চোখ লাগে না। (পাবনা)

ছেলে পুলে বাঁচার লক্ষণ :

৭৫৯। যাদের ছাওয়াল বাঁচেনা তারা যদি অন্য ম্যায়ালোকের ছাওয়ালের হাতের ও পায়ের নখ ও চুল নিয়া তাবিজ বানায় নেয়, তাহলে তার ছাওয়াল পাওয়াল বাঁচে। (ঢাকা)

ঝড় কমে যাওয়ার লক্ষণ ঃ

৭৬০। ঝড় না ছাড়লি ঘর থাইকা মাছ কাটা দাও বাইরে ফালান্ লাগে। (পাবনা)

৭৬১। ঝড়ের সম ঝড়ের উলটা মুরা ঘরের দুয়ার থাকলি তা খুইলা বাইরে ছ্যাপ ফালান নাগে। (পাবনা)

৭৬২। বেশী ঝড় আসলি ভাঙ্গা কুলা বাতাসে উহড়া দ্যাওয়া নাগে।(পাবনা)

ঝাড়ুর বারি খণ্ডনের লক্ষণ :

৭৬৩। ঝাড়ুর বারি লাগলে বাতে[৩১২] পাড়া দিতে হয়। (রাজশাহী)

টাকা পয়সার বরকত হওয়া ও না হওয়ার লক্ষণ :

৭৬৪। তোপিলি[৩১৩] কানা পয়সা থোওয়া লাগে[৩১৪] তালি পারে ঐ তোপিলি আয় বরকত অয়। (টাঙ্গাইল)

---

৩১০. নতুন। ৩১১. ছোট্ট একটি। ৩১২. ভাতে। ৩১৩. টাকা রাখার পাত্র। ৩১৪. রাখতে হয়।

৭৬৫। গাটা দিয়া[৩১৫] যাওয়ার হোমায়[৩১৬] যদি কেউ ট্যাহা পয়সা পায় তা অইলি তার দুগুণ ফহিরেক দ্যাওয়া লাগে। না দিলি ঐ ট্যাহা পয়সার কুনু আয় বরকত অয় না। (টাঙ্গাইল)

দাঁত চিকন হওয়ার লক্ষণ:

৭৬৬। দাঁত পোড়ে গেলি সেই দাঁত ইন্দুরের গাড়ার মোদদি দিয়া কোতি অয় যে, ইদুর বাই ইদুর বাই আমার দাঁত নিয়া যাও তোমার দাঁত দিয়া যাও। তালি চিকন দাঁত ওঠে। (ফরিদপুর)

নতুন বৌ ও জামাই সম্পর্কিত:

৭৬৭ নোতুন বউ বাড়ী আইসলে তারে মাচায় তুইল্যা ভরা কুলা আত্ দিবার দেওন লাগে। বউ যদি আত দিয়া খালি কয় তাইলে সংসারে হানি পড়ে আর যদি ভরা কুলা কয় তাইলে হে সংসারে উন্নতি অয়। (পাবনা)

৭৬৮। বিয়ার দিন জামাইর আইটা ভাত[৩১৭] যদি নতুন বৌতে খায় তাইলে হে মাইয়্যা খুব জামাই ভক্ত অয়। (ঢাকা)

নৌকা তৈরী সম্পর্কিত:

৭৬৯। ঘাট থাইকা নাও ছাড়ার সম্ নায়ের গোলইয়ে পানি হিচান্ নাগে।[৩১৮] (পাবনা)

৭৭০। ঘাট থাইকা পরথম্ নাও ছাড়ার দিন নায়ের নগী তোলার সম্ ব্যাবাক কামলার জিকির পাইরা কওয়া নাগে—আল্লা আল্লা রছুলুল্লা পীর পয়গম্বরের নামে ছাইড়লাম তরী ভালো আলে ফিরা আয় লাইলাহা এল্লাল্লা। (ঢাকা)

৭৭১। জাইলার খরার বাঁশের নীচে দিয়া লাও বাইয়া যাইবার কালে খরার বাঁশে একটা বারি দিয়া যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৭২। নাও জোড়ার দিন মাইনষেক আতপ চাইল ভিজা খিলান নাগে। (পাবনা)

৭৭৩। নাও জোড়ার দিন বাড়ীর গিত্যাইনেক্[৩১৯] দিয়া আতপ চাইল কলা আর দুধ খয়াজ খিজিরের নামে নদীত্ ফায়লা দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৭৪। নাও জোড়া দিয়া জুম্বা ঘরের এ্যাল্লা[৩২০] মাটি আইনা তক্তার সাতে ঘইষা দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৩১৫. রাস্তা দিয়া। ৩১৬. সময়। ৩১৭. এঁটো ভাত। ৩১৮. সেঁচতে হয়। ৩১৯. বাড়ীর কর্ত্রী। ৩২০. একটু।

৭৭৫। নাও জোড়ার সম্ ছুতারের মাথাত্ গামছা বান্ধা নাগে। (পাবনা)

৭৭৬। নাও জোড়ার সম্ প্রথম যে তক্তা দ্যাওয়া অয় হেই তক্তা খান গরুর চারির পানি দিয়া ভিজান নাগে। (পাবনা)

৭৭৭। নাও পানিত্ নামানের সম্ যে 'সার'[৩২১] গায় তাক একটো মাথার গামছা দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৭৮। নাও পানিত্ নামানের দিন ম্যাইনষেক চিড়া মুড়ি গুড় দই খিলান নাগে। (পাবনা)

৭৭৯। নাও বানান এ্যাহেবারে শ্যাষ মানে পুরা ঠিকঠাক্ অয়া গেলি ব্যাবাক্ ছুতারেক জাফাত[৩২২] দিয়া পিঠা নাস্তা খিলান নাগে। (পাবনা)

৭৮০। নায়ের গোলই নাগানের সম্[৩২৩] যেহেনে প্যাবাক দিয়া জোড়া নাগাইবো হেকেনে সেন্দুর দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৮১। নায়ের পরথম ক্ষ্যাপে যে পয়সা কামাই অয় তা দিয়া নায়েরই জিনিস পাতি করা নাগে আর জুম্বার মানুষ খিলান নাগে। (পাবনা)

৭৮২। যে ছুতার নাও জোড়া দ্যায় তাক্ দুইহান পেন্দনের কাপড় ব্যাভার দ্যাওয়া নাগে। (পাবনা)

পাতিলের বরকত কমে যাওয়ার লক্ষণ:

৭৮৩। পাক অয়া গেলী পাইল্ল্যাত্ নুছুনি না দিলি পাতিলের বরকত কমে যায় গা। (পাবনা)

৭৮৪। পাতিলে নাত্রি নাগলি তা হালাম না কোরলি বরকত কমে যায় গা। (পাবনা)

ফল পচে না যাওয়ার লক্ষণ:

৭৮৫। যহোন বাঙ্গি তরমুজ ধরে তহোন জরনার[৩২৪] পানি সহালে বিহ্যালে ছিটান নাগে। তালি পারে ঐ খ্যাতের ফল পচে না। (টাঙ্গাইল)

ফল ও ক্ষেতের আয় বরকত হয়:

৭৮৬। পয়লাহ্যার বাঙ্গি তোরমুজ জুম্বাগরে দ্যাওয়া নাগে। তালিপারে ঐ ফল ও খ্যাতের আয় বরকত অয়। (টাঙ্গাইল)

৩২১. সারীগান। ৩২২. দাওয়াত। ৩২৩. লাগার সময়। ৩২৪. প্রথম যাত্রায়। ৩২৫. ঝরনার পানি।

বাড়ীর আগুন নিভে যাওয়ার লক্ষণ ঃ

৭৮৭। কোন মানুষ কোন বাড়ীতে আগুন-ধল্লে যুদি হেই বাড়ীতে গিয়্যা এ্যাঠা ক্যালাগাছ কাইটা ফালায় তাইলে হেই বাড়ীর আগুন নিব্যা যায়। (ঢাকা)

৭৮৮। কুনো বাড়ীত্ আগুন নাগছে দেইহা আরাক বাড়ীর মাইন্ষে ঘরের বাস্তি খামের গোড়ায় পানি ঢাইলা দ্যা কয় আল্লাহ্ আমাগারে ঘর ঠাণ্ডা রাহো তয় আগুন নিবা যায়। (পাবনা)

বোয়াল মাছ খাওয়া সম্পর্কিত :

৭৮৯। বাপী উঠপার পরে বাপী হাইর‍্যা গেলে বোয়াল মাছ খায়ন লাগে। (ঢাকা)

বীজধান সম্পর্কিত :

৭৯০। বেছন বোনার আগের রাইতে বেছন বাইর কইরা পানিতে ভিইজা কলার পাতা দিয়া ঢাইহা থোয়া নাগে।[৩২৬] (পাবনা)

৭৯১। মাচিত[৩২৭] বেচোন থাকলি মেয়া ছাওয়াল পালের ঘুমুর দিয়া[৩২৮] মাচিত ওটা লাগে। যদি না ওটে তা অইলি ঐ বেচোনে কুনু আয় বরকত অয় না। (টাঙ্গাইল)

ব্যারাম সেরে যাওয়ার লক্ষণ ঃ

৭৯২। কারো কঠিন ব্যারাম অইলি কওয়া নাগে জানের বদলে জান দেবো। তালি পারে ব্যারাম হাইর‍্যা যায়। (টাঙ্গাইল)

৭৯৩। যদি কুনু গাঁয় কলেরা ব্যারাম আসে তা অইলি খাসি দিয়া ছিন্নি দেওয়া নাগে। তালি পারে কলেরা ব্যারাম থাইকপ্যার পারে না। (টাঙ্গাইল)

৭৯৪। কলেরা বসন্ত ব্যারাম দ্যাশে আইলে আলামাটি গোলাইয়া বাড়ী ঘরের চুতুর মুইরা[৩২৯] ছড়াইয়া দেওয়া নাগে। (পাবনা)

৭৯৫। গাঁয়ে যহোন কলেরা ব্যারাম লাগে তহোন কুটুম আইস্লে দিন থাকতি তাড়ায়্যা দেওয়া লাগে। (টাঙ্গাইল)

৩২৬. ঢেকে রাখতে হয়। ৩২৭. মাচায়। ৩২৮। ঘোমটা দিয়ে। ৩২৯. চারিপার্শ্বে।

মাছ পাওয়ার লক্ষণ :

৭৯৬। কোন মানুষ মাছ মারবার গিয়্যা কোন মাছ না পাইলে হ্যা যদি পল[৩৩০] কতক থান উপর মকী ধইর‍্যা রাখে তাইলে আবার মাছ মারবার গেলে মাছ পায়। (ঢাকা)

৭৯৭। তুষের গুড়া ভাইজা ঘাও দিয়া জাল ফালালি ইচামাছ বেশী ওঠে। (পাবনা)

৭৯৮। মাছ মাইরবার যাওয়া কালে আচম্বিতে[৩৩১] পাছে থনে খাইট্যা দিয়া চ্যাঙ্গা দিলে[৩৩২] সে যাত্রায় মাছ পাওয়া যায়। (পাবনা)

৭৯৯। মাছ মাইরবার যাওয়ার সম জাত জাইলার মুখ দেকলি মাছ খুব বেশী মারা যায়। (পাবনা)

মাজুলে কামড় না দেয়ার লক্ষণঃ

৮০০। কেউ যদি গা ওঠেছে তাক যদি মাজুল কামুড় দিবার আইসে হে যদি কয় যে মাজুল ভাই-মাজুল ভাই টিহাদার আইলো তালি তাক আর মাজুল কামড় দেয় না। (পাবনা)

মূত্ররোগ ভাল হওয়ার লক্ষণঃ

৮০১। যে হগল[৩৩৩] পুলায় পান বিছানায় খ্যাতা ভৈরা মুতে শনিবারে মঙ্গলবারে সেই খ্যাতার উপারে মুতের মইদে নুন থুইয়া মুতুইন্যারে চাডাইয়া[৩৩৪] খাও-য়াইলে সে মুতের ব্যারাম ভালো অয়। (পাবনা)

আচরণ জনিত বিভিন্ন লক্ষণঃ

অল্প ভাতে পেট ভরার লক্ষণ ঃ

৮০২। খোলা চকের মইদে বৈয়া ভাত খাইলে অল্পভাতে প্যাট ভরে। (পাবনা)

অশরীরী আত্মার উপদ্রবের লক্ষণ ঃ

৮০৩। ভাজাপোড়া জিনিস পথ দিয়া আইটা যাওয়ার সম খালি ভূতে ধরে। (পাবনা)

৩৩০. মাছ ধরা বন্ধ পলো। ৩৩১. হঠাৎ। ৩৩২. চিল দিলে। ৩৩৩. সকল। ৩৩৪. চেটে।

৮০৪। শনিবারের দিন দুফর ব্যালা চাইল ভাজা খায়া নদীত গেলি সাতে ব্রহ্মদুষ্ট ধরে। (পাবনা)

৮০৫। সাতদিন যাওয়ার আগে পোঁয়াতী অন্য বাড়ীত ব্যাড়াইবার গেলি এ্যাকলা পায়া ছলের সাতে ভূতে ধরে। (পাবনা)

আয়ু কমে যাওয়ার লক্ষণঃ

৮০৬। পানিতে উলঙ্গ অইলে আয়ু কমে যায়। (ঢাকা)

কচু ভর্তা গলায় ধরার লক্ষণঃ

৮০৭। দর্জাল মেইয়াদের কচুবর্তা খালি গলা ধরে। (পাবনা)

কপালে দুঃখ হওয়ার লক্ষণঃ

৮০৮। খাইবার বোসলি যার বেশী ভাত মাটিতে পড়ে তায় বরাদে দুক্কু অয়। (পাবনা)

খোয়াজ খিজিরে বদ দোয়া দেয়ার লক্ষণঃ

৮০৯। পানির মইধে নাইমা মুতলি খওয়াজ খিজির বদ দোয়া দ্যায়। (পাবনা)

ক্ষতি হওয়ার লক্ষণঃ

৮১০। বিজা গামছা ফোরলি[৩৩৫] ক্ষোতি হয়। (ফরিদপুর)

ক্ষিধে লাগার লক্ষণঃ

৮১১। ভাত খায়া উটিয়ায় গাও মোড়ামুড়ি দিলে সে ভাত কুত্তার পেটোত যায়। আর খানিক বাদে ভোগ নাগে।[৩৩৬] (রংপুর)

গলে ঘ্যাগ হওয়ার লক্ষণঃ

৮১২। যদি কেউ ওড়ংগে[৩৩৭] কইরা পানি খায় তালি তার ঘ্যাগ অয়। (পাবনা)

ঘর অশুচি হওয়ার লক্ষণ:

৮১৩। ভাত খায়া ঘরের দুয়ারে কুলি ফালালি ঘরে ছুতু নাগে। (পাবনা)

৩৩৫. পরলে। ৩৩৬. খিদে লাগে। ৩৩৭. কলসে।

ঘরে ইঁদুর ধরার লক্ষণ:

৮১৪। ভিজ্যা কাপড়ে কোন মাইয়্যা ছাওলে যদি ঘরে যায় তাইলে ঐ ঘরে ইন্দুর দরে। (ঢাকা)

৮১৫। ভিজ্যা কাপড় যদি কেউ ঘরে হইক্যা দ্যায় তাইলে ঐ ঘরে ইন্দুর দরে। (ঢাকা)

ঘরে লক্ষ্মী না থাকার লক্ষণ:

৮১৬। ঘর ঝাইট দিয়া ঘরের ছাতা ঘরের দুয়ারে থুলি ঘরে নক্কী থাকে না। (পাবনা)

৮১৭। রাইত কইরা ঘর ঝাইট দিলি ঘরে নক্কী থাকে না। (পাবনা)

৮১৮। বেইল[৩৩৮] উইটপার আর ডুইববার পরে ঘর দুইয়ার ঝাড়ু দিলে সে ঘরে আর নক্কী থাকে না। (পাবনা)

৮১৯। হন্ধ্যাব্যালা ডুব দিলি ঘরের নক্কী ব্যাজার অয়। (পাবনা)

চোখ উঠার লক্ষণ:

৮২০। চোইক্ উঠিনা রুগী আতুইড়া ঘরে গেলি চোইক আরো বেশী ওঠে। (পাবনা)

চোখ লাগার লক্ষণ:

৮২১। না খাইনা মাইনষের সামনে ভাত খাইলে তার প্যাটে চোক নাগে। (পাবনা)

৮২২। বালো তরকারির গাছে কালা আড়ি দিলি চোক লাগা বোন্দো অয়। [৩৩৯] (ফরিদপুর)

জ্বর হওয়ার লক্ষণ:

৮২৩। কেউ যুদি শনিবারে মঙ্গলবারে মেয়ে মাইনষের শাড়ী কাপরের তল দিয়া যায় তালি তার জ্বর অয়। (পাবনা)

জিহ্বায় ঘা হওয়ার লক্ষণ:

৮২৪। বটি ড্যামালি হাত ক্যাটে যায় আর বিলেচ ড্যামলি জিবেই ড্যামা হয়। (যশোহর)

---

৩৩৮. বেলা। ৩৩৯. বন্ধ হয়।

জোর করে খাওয়ানোর লক্ষণ :

৮২৫। জ্যাফতের মানুষ খাইবার বইসা না কোরলিও জোড় কইরা খিলান্ নাগে। (পাবনা)

ঝগড়া লাগার লক্ষণ :

৮২৬। আতে আতে চুন দিলি জগড়া লাগে। (ফরিদপুর)

নিতম্ব জ্বালা করার লক্ষণ :

৮২৭। যুদি আগুন আলা ছাইয়ের উপর আগে তালি তার গোয়া পোড়ায়। (পাবনা)

পশম খসে পড়ার লক্ষণ :

৮২৮। বিনা অজুতে বড়ো পিশসাবের[৩৪০] নাম নিলে বাদে আগে জিবা খেসা পৈড়তো আর য্যাহন্কার দিনে শোরীলে থোনে য্যাটা পশোম খৈসা পড়ে। (পাবনা)

পায়াখানায় গন্ধ না থাকার লক্ষণ :

৮২৯। বাহ্যি পায়খানা কৈরা মাটি দ্যা আত মাইজলে আতে বাহ্যের গন্ধ থাকেনা। (পাবনা)

পেট না ভরার লক্ষণ :

৮৩০। খাইবার বইসা কথা কোলি হেই খায়া প্যাট ভরেনা। (পাবনা)

৮৩১। ভাত খাইত বই বিছমুল্লা ন কই খাইলে হেড ভরে ন।[৩৪১] (নোয়াখালী)

পোকা ধরার লক্ষণ :

৮৩২। বোড়ই গাছে উইটা বোড়ই খালি বোড়ইয়ে পোহা ধরে। (পাবনা)

ফেরেস্তা কাছে আসতে পারে না :

৮৩৩। কাঁচা পেঁয়াজ খাইলে মুখ থেইকা যে গন্ধ বাইরয় সে গন্ধে ফেরেশতা কাছে আইতে পারে না। (পাবনা)

৩৪০. পীর সাহেবের। ৩৪১. পেট ভরে না।

ফলে উপকার না হওয়ার লক্ষণ ঃ

৮৩৪। কেও যুদি কোনডা ফল খাইয়্যা পানি খায় তাইলে তার হে ফলে উপকার অয়না। (ঢাকা)

বড়শিতে মাছ না ধরার লক্ষণ :

৮৩৫। যুদি কেউ বড়শির ছিপ ডেওয়ায় তালি হে বড়শিত মাছ ধরে না। (পাবনা)

বড়শির সুতো কেটে যাওয়ার লক্ষণ :

৮৩৬। সুত বড়শী ফায়লা কিছু চাবালি কাছিমে বড়শী সুতা কাইটা নিয়া যায় গা। (পাবনা)

বাসা নষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

৮৩৭। চোড়ইয়ের বাসা যে ভাঙ্গে চোড়ইয়ের অভিশাপে তার বাসা নষ্ট অয়। (পাবনা)

বিদ্যা কমে যাওয়ার লক্ষণ :

৮৩৮। বই দিয়া সিতান দিলে বিদ্যা কইমা যায়। (পাবনা)

বিপদ হওয়ার লক্ষণ :

৮৩৯। খাইবার বোস্‌লি পরে যুদি আথা আইসে তালি বিপদের নক্কন। (মোমেনশাহী)

৮৪০। খাইবার বোস্‌লি কেউ যুদি গাইল পারে তালি হে বেষম খায়। (পাবনা)

বেঁটে হওয়ার লক্ষণ ঃ

৮৪১। যুদি কেউ স্যার মাথাত নয় তালি হে বাইটা অয়। (পাবনা)

বুড়ো বয়সে হাত কাঁপার লক্ষণ :

৮৪২। ভাইগনাক মাইরলে বুড়া বয়সে হাত কাঁপে। (পাবনা)

ভাত কুকুরের পেটে যাওয়ার লক্ষণ :

৮৪৩। কেউ যদি খায়া উইঠা মোছড় ছাড়ে তালি ঐ ভাত কুত্তার প্যাটে যায়। (পাবনা)

ভাতে অভিশাপ দেয়ার লক্ষণ :

৮৪৪। চামুচ দিয়া ভাত কাটলি ভাত অভিশাপ দেয়। (মোমেনশাহী)

ভাত না জোটার লক্ষণ :

৮৪৫। চৌকায় ভাত থাকতে যদি কেউ আতা দিয়া[৩৪২] ভাত নইয়্যা খায় তাইলে হে ভাতে আয় অয় না। (ঢাকা)

৮৪৬। জোতা[৩৪৩] পায় দিয়া ভাতখালি তার কুনুদিন জুইড়া আইসে না। (পাবনা)

ভাত বেশী লাগার লক্ষণ :

৮৪৭। দহিন মিহা[৩৪৪] বইসা ভাত খালি ভাত বেশী নাগে। (পাবনা)

মাথায় বেদনা হওয়ার লক্ষণ :

৮৪৮। কেউ যুদি বউ সহবাস কইরা বেইল[৩৪৫] ওঠার পরে ডুব দেয় তালি আইত কপালি মাথার বিষ অয়। (পাবনা)

লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

৮৪৯। খায়া দায়া ঘরের দুয়ারে কুলি ফালালি নক্কী ব্যাজার অয়। (পাবনা)

সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটার লক্ষণ :

৮৫০। যে ম্যায়ালোকে হগোল সুমায়[৩৪৬] তার মাতার চুল আইলায়া রাহে[৩৪৭] তার সোংসারেও হেই রহোম আইলা-জাইলা লাইগা থাহে। (পাবনা)

সন্তান লজ্জাহীন হওয়ার লক্ষণ :

৮৫১। গর্ভইতা পর মানুষ দেইহা মাথাত্ কাপড় না দিলি ছল নইজ্জাহীন অয়।[৩৪৮] (পাবনা)

৩৪২. চামুচ দিয়ে। ৩৪৩. জুতা। ৩৪৪. দক্ষিণ মুখে। ৩৪৫. বেলা। ৩৪৬. সব সময়। ৩৪৭. আউলে রাখে। ৩৪৮. লজ্জাহীন হয়।

সাপের বিষ না নামার লক্ষণ :

৮৫২। কেউ যদি মাজাত পাটের সুতা দিয়া মাজাত ডোল দেয় তালি তাক সাপে কামড়ালি তার বিষ নামে না। (পাবনা)

সাহস কম হওয়ার লক্ষণ :

৮৫৩। মোরগের কইলজা পুরুষে খাইলে তার সাহস কম অয়। (পাবনা)

হাত কেটে যাওয়ার লক্ষণ :

৮৫৪। যদি কুন ধার আলা ছুরির উপুর মঙ্গে আঙ্গ নাগায় তালি হে ছুরি কাম কইরবার নালি[৩৪৯] হাত কাইটা যায়। (পাবনা)

হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গার লক্ষণ :

৮৫৫। গুইদাকালে[৩৫০] যে ম্যায়া মাইনষে বাঁশী বাজায় তয় হে ম্যায়া লোকে ভাতার[৩৫১] বাড়ী যায়া ঠিলা আড়ি ভাঙ্গে।[৩৫২] (পাবনা)

বিধি-নিষেধ

খাওয়া সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ :

৮৫৬। অবিযাতো ম্যার জোড় কলা খাওয়া লাগে না। (পাবনা)

৮৫৭। উইদলা[৩৫৩] কোন খাইবার জিনিষ খাইবার নাই। শয়তানে হেই উইদলা জিনিষের মইদ্যে মুইতা থুয়া যায়। (পাবনা)

৮৫৮। ঢেঁহীর উপর বইসা কিছু খাওয়া নাগেনা। (পাবনা)

৮৫৯। দুপুরির হোমায়[৩৫৪] ত্যাল পিট্যা খায়্যা কুনু জাগায় যাওয়া নাগেনা। যদি কেউ যায় তাক ভূতি ধরে। (টাঙ্গাইল)

৮৬০। পশ্চিম মিহা বইসা ভাত খাওয়া নাগেনা। (পাবনা)

৮৬১। বাত আলা মাইন্‌ষের রৌ মাছ খাওয়া নাগেনা। (পাবনা)

৮৬২। ব্যাটাছল মাইনষের ঝাপটা পার গোটা খাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৩৪৯ কাজ করতে ধরে। ৩৫০. শিশুকালে। ৩৫১. স্বামী। ৩৫২. কলস ও হাঁড়ি-পাতিল ভাঙে। ৩৫৩. খোলা বা অঢাকা। ৩৫৪. সময়।

৮৬৩। যদি কেউ তরাস্যা অয় তা অইলি মাচ খাওয়া লাগে না। যদি কেউ খায় হে বাঁচে না। (টাঙ্গাইল)

৮৬৪। শ্যাকরাইন দিন[৩৫৫] মাছ্ খাইলে তার গ্যা দিয়্যা মাছের গন্ধ অয়। (ঢাকা)

৮৬৫। হশুড় বাড়ীত যায়া চায়া খাওয়া নাগেনা। (পাবনা)

ঘর ও অন্যান্য দ্রব্য সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ:

৮৬৬। রবিবারে ঝাঁটা বান্ধা নাগে না। (পাবনা)

৮৬৭। শনিবারে নতুন ঘর বান্ধা নাগেনা। (পাবনা)

৮৬৮। শনিবারে মঙ্গলবারে হাঁচন-বেচন রান্ধা ভালা না। (পাবনা)

৮৬৯। সোমবারে আর বিস্যুদবারে ঘর ন্যাপা নাগে না। (পাবনা)

নৌকা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ ঃ

৮৭০। ওস্তাদ থাক্‌তি তার শিষ্য ছুতারেক দিয়া নায়ের পরথম আতুড়ের বাড়ী দ্যাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৭১। কড়ি কাঠ দিয়া নাও তয়ার করা নাগে না। (পাবনা)

৮৭২। তিন বছর না গেলি নায়ে নোয়ার মালের ভাড়া তোলা নাগে না। (পাবনা)

৮৭৩। নাও জোড়ার সম্ ভরা কলস্ নিয়া হেকেনে[৩৫৬] আসা লাগে না। (পাবনা)

৮৭৪। নাও পানিত্ নামানের আগে নায়ের পালগুড়াত্ মস্তুল বসানের ছেন্দী[৩৫৭] করা নাগে না। (পাবনা)

৮৭৫। নাও পুরান অওয়ার আগে নায়ে ইলশা মাছ্ খাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৭৬। নতুন নায়ে বইসা চাইল ভাজা খাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৭৭। নায়ে কড়ি কাঠের আগুন জ্বালান্ নাগে না। (পাবনা)

৮৭৮। নায়ে গজার মাছ্ তোলা নাগে না। (পাবনা)

৮৭৯। নায়ের কুনু জিনিস ভাইঙ্গা গেলি তা দিয়া জাল দ্যাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৩৫৫. সংক্রান্তির দিন। ৩৫৬. সেখানে। ৩৫৭. ছিদ্র।

৮৮০। নায়ের কুনুহানে[৩৫৮] তেতুল কাঠ দ্যাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৮১। নায়ের পরথম্ ক্ষ্যাপে ভাটির ভাড়া তোলা নাগে না। উজানে যাওয়ার ভাড়া তোলা নাগে। (পাবনা)

৮৮২। বৌ মইরা যাউইন৷[৩৫৯] মাইন্ষেক নায়ের ব্যাপারী বানান্ নাগে না। (পাবনা)

৮৮৩। ভাটি ব্যালাত্ নাও জোড়ান্ নাগে না। (পাবনা)

৮৮৪। যে মাঝির নাও দুই এ্যাকবার ডুইবছে নাও জোড়ার সম তার হেকেনে থাকা নাগে না (পাবনা)

পায়খানা পেশাব সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ঃ

৮৮৫। গাচে চইড়া মোতা নাগে না। (পাবনা)

৮৮৬। গাচের পার বৈড়া[৩৬০] আইগ্‌বার মুইত্‌বার নাই। মুইত্‌লে শয়তান তার দোশত্ অয়। (পাবনা)

৮৮৭। লার গলৈর পার বৈসা মুইতপার নাই। লার ক্ষতি অয়। (পাবনা)

বিবাহ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ :

৮৮৮। কুনু বাড়ীর পাচের পথ দিয়া বিয়া কইরবার যাওয়া নাগে না। (পাবনা)

মুসলমানী সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ :

৮৮৯। উত্তুর মিহা বইসা থাইকা মোছলমানী করা নাগে না। (পাবনা)

৮৯০। পান্তা ভাত খায়া মোছলমানী করা নাগে না। (পাবনা)

৮৯১। ভাটি ব্যালায় মোছলমানী করা নাগে না। (পাবনা)

৮৯২। মোছলমানী কইরা তেরদিন গোস্ত খাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৯৩। মোছলমানী করানের সম্ বাড়ীর কুনু মাইনষের কুনু কিছু গেরো দ্যাওয়া নাগে না। (পাবনা)

৮৯৪। শনিবারে মোছলমানী করা নাগে না। (পাবনা)

৮৯৫। সুদ খোরের সামনে মোছলমানী করান নাগে না। (পাবনা)

৩৫৮. কোনখানে। ৩৫৯. যাওয়া। ৩৬০. বসে।

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ :

৮৯৬। মরা মাইনষের মুখ দুইবার ছাইড়া তিনবার দ্যাহা নাগে না। (পাবনা)

রোগ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ :

৮৯৭। জাইর দেওয়ার হোমায়[৩৬১] কারু গায় হাপটার[৩৬২] বারি দেওয়া নাগে না। যদি কেউ দ্যায় বাতের ব্যারাম অয়। (টাঙ্গাইল)

৮৯৮। নতুন কাপুড়ের কানি না কাইটা রাইখলে অন্য কেহ যদি কাপুড়ের কানি কাইটা লেয়, তা হলে তার রোগ হয়। (ঢাকা)

৮৯৯। নিজিব ছ্যামা নিজি দ্যাহা নাগে না। যদি কেউ দ্যাহে তার কটিন ব্যারাম অয়। (টাঙ্গাইল)

৯০০। মেয়া ছাওয়ালপাল জটা পাইর‍্যা বসে না। যদি কেউ বসে, তা অইলি তার কঠিন ব্যারাম অয়। (টাঙ্গাইল)

৩৬১. ঝাড়ু দেয়ার সময়। ৩৬২. ঝাড়ুর।

স্বপ্ন সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

স্বপ্ন সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

[সংগ্রাহক পরিচিতি]

পাবনা জেলা থেকে ৯০১, ৯০২, ৯০৯, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৭, ৯১৯, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৭, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৯, ৯৪২, ৯৪৪, ৯৪৬, ৯৫০, ৯৫৪. ৯৬০, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪. ৯৮৩, ৯৮৫, ৯৮৭, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৯, ১০০০, ১০০৩, ১০০৭, ১০০৮; ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭. ১০৩৯, ১০৪৩, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৪৯. ১০৫০ ১০৫২, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৬, ১১০৮, ১১০৯, ১১১৪, ১১১৬, ১১১৯, ১১২১, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৬, নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যারা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) জনাব মোঃ তারেকুল ইসলাম, ১৬/১ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা — ১৫

(খ) জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ, (বিলুপ্ত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(গ) জনাব মোঃ আবদুল জলিল, গ্রাম : হলদিঘর, ডাকঘর : গাঁড়াদহ, জেলা : পাবনা।

(ঘ) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, গ্রাম : তালুকদিয়ার, ডাকঘর : বৈদ্য-জামতৈল. জেলা ঃ পাবনা।

(ঙ) জনাব মো: আবু তাহের, গ্রাম : ভাঙ্গাবাড়ী (হালদারপাড়া) ডাকঘর : সিরাজগঞ্জ, জেলা : পাবনা।

(ছ) জনাব মোহাম্মদ আদম আলী সরকার, গ্রাম ও ডাকঘর : চরনবীপুর, জেলা : পাবনা।

রংপুর : রংপুর জেলা থেকে ৯১৪, ৯১৮, ৯২০, ৯২৮, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৮, ৯৪১, ৯৪৩, ৯৪৮, ৯৫৩, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৯২, ১০০৫, ১০৫১, ১০৭২, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১১২৪ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো :

(ক) জনাব এস. এম. সামীমুল ইসলাম, গ্রাম ও ডাকঘর ঃ বেলকা, জেলা : রংপুর।

(খ) জনাব এস. এম. ফজলুল কবীর, গ্রাম ও ডাকঘর : বেলকা, জেলা রংপুর।

রাজশাহী : রাজশাহী জেলা থেকে ৯৩০, ৯৬৯, ১০৩১ নম্বর লোকবিশ্বাস ক'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব মোজাম্মেল হক, গ্রাম : জাহাঙ্গীর নগর, ডাকঘর : কাঞ্চনপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

মোমেনশাহী : মোমেনশাহী জেলা থেকে ৯৪৫ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব অবিনাশ পাল, নোয়াকান্দি করিমগঞ্জ, জেলা : মোমেনশাহী।

পটুয়াখালী : পটুয়াখালী জেলা থেকে, ৯৫৫, ১০৩২, ১১৩৪ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: জয়নুল আবেদীন, প্রযত্নে টুপি-বিড়ি ফ্যাক্টরী, পটুয়াখালী।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইল জেলা থেকে ৯৮৮, ৯৯৮ নম্বর লোকবিশ্বাস দু'টি সংগ্রহ করেছেন জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ জাঈ, গ্রাম : রোহাই পুখুরিয়া, ডাকঘর : মীরকুটিয়া, জেলা : পাবনা।

নোয়াখালী : নোয়াখালী জেলা থেকে ৯০৩, ৯১৬, ৯২৫, ৯২৬, ৯৪৭, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৭০, ৯৭৫, ৯৮৪, ৯৮৬, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯৭, ১০০৪, ১০৩৮, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৫৩, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৮, ১১১৩, ১১১৮, ১১২৭ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(ক) জনাব মোর্তজা আলী, গ্রাম: ইলিয়াসপুর, ডাকঘর: ভুবনঘর, জেলা: নোয়াখালী।

ফরিদপুর: ফরিদপুর জেলা থেকে ৯০৫ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব মো: নূরুল হুদা, গ্রাম: খারহাট, ডাকঘর: কাশিয়ানী, জেলা: ফরিদপুর।

ঢাকা: ঢাকা জেলা থেকে ৯০৪, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯১০, ৯১৫, ৯২১, ৯২২, ৯২৯, ৯৪৯, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৬, ৯৮২, ৯৮৯, ৯৯৫, ৯৯৬, ১০০১, ১০০২, ১০৪৪, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৬৭, ১০৯৭, ১১০৫, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৫, ১১১৭, ১১২২, ১১২৩, ১১২৫, ১১২৬, ১১৩১, ১১৩৫ নম্বর লোকবিশ্বাসগুলো যাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো:

(ক) জনাব কহিনূর রহমান খান, গ্রাম: পাইকপাড়া, ডাকঘর: উয়াশী পাইকপাড়া, জেলা: ঢাকা।

(খ) জনাব হাসান ইমাম চৌধুরী, মীরপুর ট্রেডার্স, ৯৬ নং হজরত শাহ আলী গভর্ণমেন্ট মার্কেট, মীরপুর, ঢাকা—১০।

কুমিল্লা: কুমিল্লা জেলা থেকে ১০৭৬ নম্বর লোকবিশ্বাসটি সংগ্রহ করেছেন জনাব সখিনা বেগম, গ্রাম: কালিকাপুর, জেলা: কুমিল্লা।

যশোহর: যশোহর জেলা থেকে ১০০৬ ও ১১০৭ নম্বর লোকবিশ্বাস দু'টি সংগ্রহ করেছেন খোন্দকার মঈনুল হক, গ্রাম: হরিশপুর, ডাকঘর: সাধুগঞ্জ, জেলা: যশোর।

অপঘাতে মৃত্যুর লক্ষণ ঃ

৯০১। যদি কেউ স্বপনে ইলসা মাছের ডিম পায় তালি সে অপঘাতে মইরা যায়। (পাবনা)

অপমান হওয়ার লক্ষণ ঃ

৯০২। খবে ভাঙ্গা চৌহি দেক্‌লি মাইন্‌ষের বাড়ীত্‌ যায়া অপমান হওয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

অমঙ্গলের লক্ষণ ঃ

৯০৩। রাউতকা হপনে[৩৬৩] তাজা গরু দেইক্‌লে গিরস্থের অমোংগল অয়। (নোয়াখালী)

৯০৪। স্বপ্নে নাও ডুবা দেখলে তার অমঙ্গল ঘটিবে। (ঢাকা)

৯০৫। স্বপনে বিয়া দ্যাকলি অমঙ্গল। (ফরিদপুর)

আজেবাজে স্বপ্ন দেখার লক্ষণ ঃ

৯০৬। কোন মানুষ রাইতে ঘুমের আগে ছবি দেইক্যা হুইলে হ্যা রাইতে খারাপ স্বপন দ্যাহে। (ঢাকা)

৯০৭। কোন মানুষ রাইতে ছিড়্যা খ্যাতার মইদ্যে হুইলে হ্যা ঘুমের তালে আবিজাবি স্বপনে দ্যাহে। (ঢাকা)

৯০৮। রাইতে ঘুম আইব্যার সমে গান কইর‍্যা হুইলে আবিজাবি স্বপ্নে দ্যাহে। (ঢাকা)

আত্মীয় আসার লক্ষণ ঃ

৯০৯। খবে গাই বিয়াতি দেকলি বাড়ীত্‌ কুনু কুটুম আইস্‌পো। (পাবনা)

আত্মীয়ের মছিবতের লক্ষণ ঃ

৯১০। স্বপ্নে যদি দাঁত পরা দেহে নিকট আত্মীয়ের মছিবত ঘটে। (ঢাকা)

---

৩৬৩. রাতে স্বপনের মধ্যে।

আয়ু কমে যাওয়ার লক্ষণ :

৯১১। কেউ যদি সবনে কানাকুরহা[৩৬৪] মরা দ্যাহে তাউলি তার আয়ু কমে। (পাবনা)

আয়ু বাড়ার লক্ষণ :

৯১২। কেউ যদি সবনে আলুর খ্যাতে কলার বোক[৩৬৫] দ্যাহে তাউলি তার আয়ু বাড়ে। (পাবনা)

উন্নতির লক্ষণ :

৯১৩। যদি কোন লোক স্বপনে পাচুন দেখে তালি তার উন্নতির লক্ষণ। (পাবনা)

৯১৪। স্বপনে ঘু ঘু দেকলে উন্নতি হয়। (রংপুর)

৯১৫। হপনে কেও যদি বিয়াইন বাড়ী যায় তাইলে তার হারাহারী কইর‍্যা উন্নতি অয়। (ঢাকা)

ঋণ পরিশোধের লক্ষণ :

৯১৬। হপনে চোখকানা অইতে দেইক্‌লে ঋণ পরিশোধ অয়। (নোয়াখালী)

কথা গোপন থাকার লক্ষণ :

৯১৭। সবনে বিলাইয়ের গু দেকা্‌: কথা গোপন থাইক পো। (পাবনা)

কপালে দাগ পড়ার লক্ষণ :

৯১৮। স্বপনে কাকো দেকিয়া সাতে সাতে যদি কেল মাজিয়াত[৩৬৬] এক নিকাশে[৩৬৭] ঘাই[৩৬৮] দেওয়া যায় তেহইলে স্বপনে যাক দেকা যায় তার কপালোতও ঐদান একটা দাগ পড়ে। সে দাগ হাত মুখ না ধোয়া পর্যন্ত থাকে। (রংপুর)

কপালে দুঃখ হওয়ার লক্ষণ :

৯১৯। যদি কেউ সবনে পুটি মাছের ডিম দেহে তালি তার কপালে দুখ হয়। (পাবনা)

৩৬৪. কানাকুয়া। ৩৬৫. কলার চারা। ৩৬৬. মেঝেতে। ৩৬৭. এক নিঃশ্বাসে। ৩৬৮. রেখা।

কারাবাসের লক্ষণ ঃ

৯২০। স্বপনে কাপড় মইল্যা দেকলে ফাটক খাটার নক্কন। (রংপুর)

কৃপণ হওয়ার লক্ষণ :

৯২১। স্বপ্নে কেও যদি মেলা ট্যাহা পায় তাইলে হে কিরপিন অয়। (ঢাকা)

ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ :

৯২২। কোন মানুষ পোনা স্বপ্নে দেইক্যা কোন মাইনসের কাছে কইলে তার ক্ষতি অয়। (ঢাকা)

৯২৩। খবে কাছিম দেক্‌লি আইলসামী কইরা নিজের ক্ষেতি কইরবো। (পাবনা)

৯২৪। খবে নিজের মাথার চুল নিজে কাট্‌লি নিজের দোষে নিজের ক্ষেতি ওবো। (পাবনা)

৯২৫। রাউত্‌কা হপনে মোডা হাফ দেইক্‌লে ক্ষতি অয়। (নোয়াখালী)

৯২৬। হপনে আতীর উপরে সোয়ার দেইক্‌লে ক্ষতি অয়। (নোয়াখালী)

খারাপ মানুষ বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ :

৯২৭। সপনে কুত্তা বিয়াতি দেকলি দ্যাশে খারাপ মানুষ বেশী ওবো।(পাবনা)

খারাপ মানুষের সাথে ওঠা বসার লক্ষণ :

৯২৮। স্বপনে কাটল[৩৬৯] দেইক্‌লে খারাপ মাইন্‌সের সাথে উটবইস হয়। (রংপুর)

খারাপ স্বপ্ন দেখার লক্ষণ :

৯২৯। মাকড়ের বাসা চকির উপরে থাকলে যে মানুষ ঐ চকিতে হোয় হ্যা খারাপ স্বপন দ্যাহে। (ঢাকা)

খারাপ হওয়ার লক্ষণ :

৯৩০। খোয়াবে কুমীর দ্যাকা ভালো না। দ্যাকলে খারাপ হয়। (রাজশাহী)

৩৬৯. কাঁটাল।

খুন করার লক্ষণ:

৯৩১। স্বপনে ভুইয়ের মাটি কাটলে কাকো খুন করার নক্কন। (রংপুর)

গরীব হওয়ার লক্ষণ:

৯৩২। স্বপনোতে সাপে আসিয়া যাকে বেড়ী ধরে অল্পদিনের মইদে তাঁই গরীব হয়। (রংপুর)

গরু মরার লক্ষণ:

৯৩৩। সপনে ভাঙ্গা গোইল দেক্‌লি গরু মইরবো। (পাবনা)

গরুর রোগ হয়ার লক্ষণ:

৯৩৪। খবে হাল হড়তি দেক্‌লি গরু ব্যারাম পইড়বো। (পাবনা)
৯৩৫। খবে হেরালু[৩৭০] দেক্‌লি পালের গরুর ব্যারাম ওবো। (পাবনা)
৯৩৬। সপনে কুত্তাক মরা খাঁতি দেক্‌লি দ্যাশে গরুর মড়ক লাইগবো। (পাবনা)

গরু হারিয়ে যাওয়ার লক্ষণ:

৯৩৭। খবে পাও কাইটা গেলি গরু আয়ড়া[৩৭১] যাইবো। (পাবনা)

গাল ফুলে উঠার লক্ষণ:

৯৩৮। কোন চ্যাংড়া বা চ্যাংড়িক যদি স্বপনে দ্যাকা যায় কোন খারাপ কিছু কইরব্যার নাইগচে, তেহইলে স্বপন দ্যাকার সাতে সাতে বালিশে তিনটা চড় চড়া নাগে। তেহইলে সেই চ্যাংড়া চ্যাংড়ির গাল ফুলি টাউয়া গাল অবো। (রংপুর)

গাঁয়ের মোড়লে ডাকার লক্ষণ:

৯৩৯। খবে প্যাদা[৩৭২] দেইক্‌লে গাঁয়ের মাতবর তাকে ডাইক্‌পো। (পাবনা)

চিন্তা হওয়ার লক্ষণ:

৯৪০। খবে ট্যাহা দেকলি চিন্তা বেশী ওবো। (পাবনা)

৩৭০. হিরালী। ৩৭১. হারিয়ে। ৩৭২. পেয়াদা।

৯৪১। স্বপনে বাঁশী বাজাইলে চিন্তা বেশী হওয়ার নক্কন। (রংপুর)

ছেলে কালো হওয়ার লক্ষণ:

৯৪২। পোয়াতী যুদি হবনে কাইয়ার ছাও দ্যাহে তালি তার ছল কালা ওবো। (পাবনা)

ছেলে পানিতে পড়ার লক্ষণ:

৯৪৩। যে মানুষ সপ্‌নোতে পাগারোত্[৩৭৩] নামিয়া ভস্‌ ভস্‌ করিয়া ডোবে তেহইলে তার ছাওয়া পানিতে পড়ে। (রংপুর)

জমিদারী পাওয়ার লক্ষণ:

৯৪৪। স্বপ্নে মাটি নাড়িলে জমিদারী পায়। (পাবনা)

টাকা আসার লক্ষণ:

৯৪৫। আতের[৩৭৪] তালু খাউজ্যাইলে[৩৭৫] টাকা আহে। (মোমেনশাহী)

৯৪৬। খবে মাছ দেকলি টাাহা পাওয়ার লক্ষণ। (পাবনা)

৯৪৭। রাউতকা হপনে রাজা হগুনী দেইক্‌লে টেঁয়া[৩৭৬] হাঁওয়া[৩৭৭] যায়। (নোয়াখালী)

দণ্ড হওয়ার লক্ষণ:

৯৪৮। স্বপনে ঘোড়া দেকলে দণ্ড দেওয়া নাগে। (রংপুর)

দরবেশ হওয়ার লক্ষণ:

৯৪৯। হপনে কেউ যদি নিজে কোরান পড়ে তাইলে আল্লায় তারে দরবেশ বানায়। (ঢাকা)

দারিদ্র্যের লক্ষণ:

৯৫০। সপনে পয়সা দেখিলে গরীবের লক্ষণ। (পাবনা)

৩৭৩. পুকুরে। ৩৭৪. হাতের। ৩৭৫. চুলকালে। ৩৭৬. টাকা। ৩৭৭. পাওয়া।

দিন আরামে কাটার লক্ষণ :

৯৫১। হপনে যদি কেউ দুধ খায় তাইলে তার ঐ দিন আরামে কাটে। (ঢাকা)

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সফলতার লক্ষণ :

৯৫২। হপনে নাও চালাইলে তার নগে[৩৭৮] লোকে[৩৭৯] কেও পারেনা। (ঢাকা)

দুঃখ হওয়ার লক্ষণ :

৯৫৩। স্বপনে হাসলে দুক্ক হয়। (রংপুর)

৯৫৪। স্বপনে পাচুন দেকলি অল্পদিনের মইধে দুক্কু ওবো। (পাবনা)

দুশমন থাকার লক্ষণ :

৯৫৫। খোয়াবে কেও বাগ, কুত্তা ও হাপে কামড়ান দেখলে মনে করতে অইব তার দুশমন আছে। (বরিশাল)

ধন পাওয়ার লক্ষণ :

৯৫৬। কোন মানুষ গু স্বপনে দেকলে হ্যা ধন পায়। (ঢাকা)

৯৫৭। হপনে চান্দ সুরুজ দেইক্‌লে ধন পাওয়া যায়। (নোয়াখালী)

৯৫৮। হপনে ঘোড়ায় দৌড়াইলে ধন মিলে। (নোয়াখালী)

৯৫৯। হপনে হাপে কামড়াইলে ধন পাওয়া যায়। (নোয়াখালী)

ধনী হওয়ার লক্ষণ :

৯৬০। কেহ যদি স্বপনে ভাঙ্গা ছাতি দেখে তা হলে তার ধনী হওয়ার আলামৎ। (পাবনা)

৯৬১। স্বপনে কাকো পাগলা দেক্‌লে তার ধনী হওয়ার নক্কন। (রংপুর)

৯৬২। স্বপনে খড়ম দেক্‌লে ধনীর নক্কন। (রংপুর)

৯৬৩। স্বপনে থালি দেক্‌লে ধনী হওয়ার নক্কন। (রংপুর)

৯৬৪। স্বপনে নয়া নাও দেক্‌লে ধনী হওয়ার নক্কন। (রংপুর)

খ্যাতি বাড়ার লক্ষণ :

৯৬৫। স্বপনে গোলাপ গাছ দেক্‌লে খ্যাতি বাড়ার নক্কন। (রংপুর)

৩৭৮. সঙ্গে। ৩৭৯. শক্তিতে

নেতা হওয়ার লক্ষণ :

৯৬৬। স্বপনে নিশান দেখলে নেতা হয়। (পাবনা)

৯৬৭। স্বপনে মাতার তাইলা[৩৮০] ফান পাইল্লে দ্যাশের নেতা অওয়া যায়। (পাবনা)

নিজের ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ :

৯৬৮। কেউ যদি সবনে তার গরু দিয়া মাইন্সের খ্যাত খিলায় তাউলি মাইন্ষের খাবা তার নিজের অন্যায় অওয়ার আলামত। (পাবনা)

৯৬৯। যদি কেউ খোয়াবে অন্যের ঘরে আগুন লাগা দ্যাকে তার নিজের ঘরে আগুন লাগে। (রাজশাহী)

নেকী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার লক্ষণ :

৯৭০। হপনে অজু কইরতে দেইক্লে নেকী মাইনের লগে সাইক্ষাৎ অয়। (নোয়াখালী)

পালের গরু বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ :

৯৭১। সবনে গরুর পানি খাওয়ার চারি দেক্লি পালে গরু বাইড় বো। (পাবনা)

৯৭২। সবনে বিলাযেক দোনা চাটতি দেক্লি পালের গাই বিয়াই বো। (পাবনা)

৯৭৩। সবনে কেহ যদি দুধ খাওয়া দেখে তালি পারে যে দ্যাখে তা'লে পালে গরু বিয়ায় বেশী। (পাবনা)

পালের গরু মরার লক্ষণ :

৯৭৪। খোয়াবে হগুন দেক্লি পালের গরু মরে। (পাবনা)

পাল্কীতে চড়ার লক্ষণ :

৯৭৫। হপনে ঘোড়া চইড়লে পাল্কী চড়ের। (নোয়াখালী)

৩৮০. মাথার তালু।

পয়সা হওয়া বা পাওয়ার লক্ষণ :

৯৭৬। স্বপনে কুয়া দেক্‌লে পইসা[৩৮১] হওয়ার নক্কন। (রংপুর)

৯৭৭। স্বপনে গরু দেইক্‌লে পইসা পাওয়া যায়। (রংপুর)

৯৭৮। স্বপনে চেরা[৩৮২] দেইক্‌লে পইসা পাওয়ার নক্কন। (রংপুর)

৯৭৯। স্বপনে বাজার দেইক্‌লে পইসা পাওয়ার আলামত (রংপুর)

প্রথম ব্যক্তির কথা ঠিক হওয়ার লক্ষণ :

৯৮০। আইতোত্‌ স্বপন দ্যাকি পেত্তমে[৩৮৩] যাক কওয়া যায় তাঁই যেটা কইবে সেইটাই হইবে। (রংপুর)

প্রেম ঘটিত কাজের উন্নতি হয় :

৯৮১। স্বপনে অন্য বেটিছাওয়ার[৩৮৪] সাতে মেলন হইলে কামের উন্নতি হয়। (রংপুর)

বংশ বৃদ্ধি পাওয়ার লক্ষণ :

৯৮২। স্বপ্নে সাপ দেখা ভাল। সাপ স্বপ্নে দেখিলে বংশ বৃদ্ধি পায়। (ঢাকা)

বড় লোক হওয়ার চিহ্ন :

৯৮৩। খোয়াবে পায়খানা খাইক্যা পইড়্যা গ্যালে বড় লোক হয়। (পাবনা)

বল বৃদ্ধির লক্ষণ :

৯৮৪। বাউতকা হপনে খাসী দেইক্‌লে বলবৃদ্ধি হয়। (নোয়াখালী)

বাড়ীতে আগুন লাগার লক্ষণ :

৯৮৫। কেহ যদি লাল ঘোড়া স্বপনে দেখে তাহলে ঐ বাড়ী আগুন লাগে। (পাবনা)

৯৮৬। হপনে বইষে দৌড়ালে রাউত্‌কা ঘরের মইদ্দে আগুন লাগে। (নোয়াখালী)

৯৮৭। স্বপ্নে লাল ঘোড়া তাড়াইলে বাড়ী জ্বলে যায়। (পাবনা)

৩৮১. পয়সা। ৩৮২. কুচো। ৩৮৩. প্রথমে। ৩৮৪. মেয়েলোকের।

বিগাড় ভাল হওয়ার লক্ষণঃ

৯৮৮। কাঁহো আত্রি স্বপ্নে হানে যুদি মরা গরু দ্যাখে তাইলে ঐ লোকের কোন আত্মীয় মরে যাওয়ার শঙ্কা থাকে। আর যুদি তাজা গরু দ্যাখে তাইলে নিজের কোন আত্মীয়ের বিগার ভাল অওয়ার লক্ষণ। (টাঙ্গাইল)

বিছানায় পেশাব করার লক্ষণ

৯৮৯। রাইতে আগুন স্বপনে দেকলে হ্যা বিছ্যানে মুইত্যা দ্যায়। (ঢাকা)

বিপদ কেটে যাওয়ার লক্ষণঃ

৯৯০। রাউত্কা হপনে নাও দৌড়াইতে দেইক্লে বিপদ আপদ কাড়ি যায়। (নোয়াখালী)

৯৯১। রাউত্কা হপনে হাপে দৌড়াইলে দুঃখ ছাড়ে। (নোয়াখালী)

৯৯২। স্বপনে জঙ্গল দেক্লে বিপদ কাটি যাওয়ার নক্কন। (রংপুর)

বিপদ আসার লক্ষণঃ

৯৯৩। খবে আদা দেক্লি কঠিন বিপদে পইড়বো। (পাবনা)

৯৯৪। খোয়াবে ভ্যাড়া দেইক্লে বিপদে পড়ে। (পাবনা)

৯৯৫। স্বপনে কোন খারাপ জিনিষ দ্যাকলে বিহ্যানে ওইঠ্যা বাসী মুকে এক কোবে এ্যাঠে ক্যালা গাছ কাটন নাগে—যদি ক্যালা গাছ কাটপার না পারে তাইলে তার বিপদ অয়। (ঢাকা)

৯৯৬। হপনে কেও যদি কাঠাল খায় তাইলে তার বিপদ আছে। (ঢাকা)

৯৯৭। হপনে ময়-মুরুব্বি দোআ দিলে গিরছের বিপদ আইয়ে। (নোয়াখালী)

বেশী দিন না বাঁচার লক্ষণঃ

৯৯৮। আত্রি নীল যাবা হানে যুদি কাঁহো[৩৮৫] স্বপ্নে সাঁপ দ্যাকে তাইলে ওঁয়া[৩৮৬] বেশী দিন বাঁচে না। (টাঙ্গাইল)

বেহস্ত পাওয়ার লক্ষণঃ

৯৯৯। কেহ যদি স্বপনে সোইল মাছের পোনা দেখে তালিপারে হে বেহস্ত পায়। (পাবনা)

৩৮৫। কেহ। ৩৮৬. ও।

বৌ মরার লক্ষণ:

১০০০। খোয়াবে বিলাই মরা দেখলি তার বৌ মরে। (পাবনা)

ভাইর সাথে বিবাদ বাধার লক্ষণঃ

১০০১। যদি কেও হপনে মাছ্ মারে তাইলে তার ভাইর লগে বিবাদ বাজে। (ঢাকা)

ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষণ:

১০০২। কেও যদি হপনে ডাইল ভাত খায় তাইলে তার ভাগ্য টইলা যায়। (ঢাকা)

১০০৩। রাইতে যদি সোনার আংগুট স্বপনে দেহে তালি তার ভাগ্য ভাল। (পাবনা)

ভাল হওয়ার লক্ষণ:

১০০৪। হপনে সোয়াব ছাড়া আতী দেইক্‌লে ভালা। (নোয়াখালী)

মনে শান্তি বাড়ার লক্ষণ ঃ

১০০৫। স্বপনে নাও দেখলে মনোত্ শান্তি বাড়ে। (রংপুর)

মৃত্যুর লক্ষণ:

১০০৬। কারোর যদি টাহার কোলায় রাত্রি সপ্পন দেহায় আর কয় যে, আমি অমোক যাগায় আছি তুমি একটা বা এক জোড়া ডাব দিয়ে আমারে তুলে নিয়ে যাও তা হলে তার জোড়া বেটা মারা যায়, কারোর একটা মরে যায়। (যশোহর)

১০০৭। কেউ যদি তার মরা মায়েক সবনে দ্যাহে তাউলি তার মউত কাছে আইসে। (পাবনা)

১০০৮। কেউ যদি সবনে কাইহলা[৩৮৭] মাছের কামুর খায় তাউলি তাক সাপে কামড়ায়া মারে। (পাবনা)

৩৮৭. খাকিলা মাছ। যার ঠোঁট লম্বা ও দু'ধারে করাতের মত দাঁত আছে।

১০০৯। কেউ যদি সবনে ঘাড়ের গামছা আড়ায়া[৩৮৮] ফালায় তাউলি কোন মুরব্বী মরার আলামত। (পাবনা)

১০১০। কেউ যদি স্বপ্নে গাছের গোর কাটে তালিপারে তার বাড়ীর বুড়া বুড়ী মইরা যায়। (পাবনা)

১০১১। কেউ যদি স্বপ্নে গাছ্ খেইক্যা পড়ে তালিপারে তার কোলের ছাওয়াল মইবা যায়। (পাবনা)

১০১২। কেউ যদি স্বপ্নে মরা মানুষ গোরস্থানে লইয়া যাইতে দেখে তাইলে তার সন্তান মারা যাইবে। (পাবনা)

১০১৩। কেউ যদি সবনে তেতুল গাছে চরে তাউলি তার অকালে অনাবাতে মরণ। (পাবনা)

১০১৪। কেহ যদি আইতে আমের মোইল দেখে তাহলে তার মাও মারা যায়। (পাবনা)

১০১৫। খবে আজাদাহা সাপ দেক্‌লি মরার লক্ষণ। (পাবনা)

১০১৬। খবে উত্তর হিথাঁনে হুইয়া থাক্‌লি মরার লক্ষণ। (পাবনা)

১০১৭। খবে কেইনা আঙ্গুল কাইটা গেলি বৌ মইরবো। (পাবনা)

১০১৮। খবে খেউর কোরতি[৩৮৯] দেকলি মরণের চিন্। (পাবনা)

১০১৯। খবে গোর দেক্‌লি বাড়ীর কেউ মইববো। (পাবনা)

১০২০। খবে টিয়া পাখী মোরতে দেখলে বৌ মরে। (পাবনা)

১০২১। খবে দাঁত পোড়তি দেক্‌লি বাপ মইরবো। (পাবনা)

১০২২। খবে নাহের নাক ফুল আড়ালি[৩৯০] স্বামী মরে। (পাবনা)

১০২৩। খবে পাও ভাইঙ্গা গেলি যার উপর ভরসা কইরা থাকা হে মইরা যাইবো। (পাবনা)

১০২৪। খবে বুড়া আঙ্গুল কাইটা গেলি মুরুব্বী মরে। (পাবনা)

১০২৫। খবে মরা মানুষ ডাকলি মরার লক্ষণ। (পাবনা)

১০২৬। খবে মরা মানুষ দেখলি নিজের কুনু মানুষ মইরা যাইবো (পাবনা)

১০২৭। খবে মাথার গামছা আড়ালি গাঁয়ের মণ্ডল[৩৯১] মইরা যায়। (পাবনা)

১০২৮। খবে মায়েক মরতি দেকলি কুনু আপন মানুষ মইরা যাইবো। (পাবনা)

১০২৯। খবে মুগুরী দেক্‌লি মরনের লক্ষণ। (পাবনা)

১০৩০। খবে যুদি নিজে মইরা যায় তালি দুই এ্যাকদিনের মইধে হে কারুর মরার খবর পাইবো। (পাবনা)

৩৮৮. হারিয়ে। ৩৮৯. চুল কাটতে। ৩৯০. হারালে। ৩৯১. মোড়ল।

১০৩১। খোয়াবে অন্যের মরা দেইক্‌লে নিজের মানুষ মরে। (রাজশাহী)

১০৩২। খোয়াবে নিজের দাঁত পড়ন দেকলে তার আপনা কোন মুরব্বি আত্মীয় মইর‍্যা যাইব। (বরিশাল)

১০৩৩। খোয়াবে যদি বটগাছ উপরাইয়া যাওয়া দ্যাখে তবে তার মুরুব্বী মারা যায়। (পাবনা)

১০৩৪। খোয়াবে যুদি মরা মানুষ ডাহে তালি মরনের নক্কন। (পাবনা)

১০৩৫। জুতা উল্টা দেখা মৃত্যুর আশংকা। (পাবনা)।

১০৩৬। নিশি রাত্রে কেউ যদি স্বপ্নে শিয়াল দেখে তাইলে তার মৃত্যুর দেরী নাই। (পাবনা)

১০৩৭। ম্যায়ালোকে স্বপনে লাহে্‌র ফুল পড়া দেইকলে বিদ্যাশে স্বামী মারা যায়। (পাবনা)

১০৩৮। মাইয়ালোক হপনে চাম্পা কলা খাইলে বাড়ীর মুরুব্বি মরি যায়। (নোয়াখালী)

১০৩৯। যদি কেউ সবনে কাহুক কলার পাতা দিয়া জড়াইনা দ্যাহে তাউলি তার বাড়ীতে কেউ মরে। (পাবনা)

১০৪০। রাউত্‌কা হপনে চুলা দেইক্‌লে বাড়ীর মানুয মরি যায়। (নোয়াখালী)

১০৪১। রাউত্‌কা হপনে পুইর কাইটলে বাড়ীর মইদ্দে নোয়া কবর উডে। (নোয়াখালী)

১০৪২। রাউত্‌কা হপনে পাল্‌কী দেইক্‌লে মানুষ মরি যায়। (নোয়াখালী)

১০৪৩। রুগী যুদি খোয়াবে কাইয়া দ্যাহে তালি মরাব লক্ষণ। (পাবনা)

১০৪৪। স্বপ্নে আজান শুনলে মৃত্যু আসন্ন হয়। (ঢাকা)

১০৪৫। স্বপ্নে উইপারের দাঁত পড়া দেইক্‌লে মঁয-মুরুব্বী আর নীচের দাঁত পড়া দেইক্‌লে ছাওয়াল পাওয়াল মরে। (পাবনা)

১০৪৬। স্বপ্নে কেউরে যদি হাপে কামুড় দ্যায় তাইলে তাব বন্ধুর হাতে মওত আছে। (ঢাকা)

১০৪৭। স্বপ্নে জাহাজে চড়িলে, মরার সম্ভাবনা থাকে। (ঢাকা)

১০৪৮। স্বপ্নে নতুন ঘর দেখলি মৃত্যু হয়। (পাবনা)

১০৪৯। স্বপ্নে সাদা কাপড় দেখলে মৃত্যু অতি নিকট। (পাবনা)

১০৫০। সবনে যদি আত্তী কাহুক পায়ের তলে ফালায়া মারে তাউলি হে তার শত্রুর আতে মইরব। (পাবনা)

১০৫১। সপ্নোতে যদিকেল গাচোত্ চড়ি সে গাচের ট্যাক ভাংগি পড়ে তেহইলে জানা যায়, যাঁই এইদ্যান সপোন দেইক্বে তেহইলে তার বাপ মাও কেউ হউক মারা যাইবে। (রংপুর)

১০৫২। হবনে উত্তর হিথানে হুইয়া থাকলি মরার লক্ষণ। (পাবনা)

১০৫৩। হপনে কাঁডাল খাইলে বাড়ীর মুরব্বি মরি যায়। (নোয়াখালী)

১০৫৪। হবনে ঘরের চাল উইড়া যাতি দেক্‌লি কুনু মুরব্বী মইরবো। (পাবনা)

১০৫৫। হবনে ঘুঘু মরা দেক্‌লি বাড়ীর কুনু বৌ মইরবো। (পাবনা)

১০৫৬। হবনে বাপেক কার্নতি দেকলি বাড়ীত ছোট কেউ মইরবো। (পাবনা)

১০৫৭। হবনে বিলাই মরা দেক্‌লি বৌ মরে। (পাবনা)

১০৫৮। হবনে বিয়া করতি দেক্‌লি মরার লক্ষণ। (পাবনা)

১০৫৯। হবনে বৌয়েক কানতি দেক্‌লি ছলপল মইরবো। (পাবনা)

১০৬০। হবনে ভাঙ্গা ছাতি দেকলি কুনু মুরব্বী মইরবো। (পাবনা)

১০৬১। হবনে মাটি খুড়তি দেক্‌লি কেউ মইরবো। (পাবনা)

১০৬২। হপনে হাখানা[৩৯২] দেইক্‌লে মাইয়া লোকের বুহের ছেইলা মরের। (নোয়াখালী)

১০৬৩। হপনে হাখানার মল দেইক্‌লে বাড়ীর মুরুব্বি মরি যায়। (নোয়াখালী)

১০৬৪। হপনে হাপ্‌লা[৩৯৩] গাছের মৈদ্দে ফুল ফুইটতে দেইক্‌লে মাইয়া লোকের সন্তান মারা যায়। (নোয়াখালী)

মৃত্যুর পর কাপড় না পাওয়ার লক্ষণ:

১০৬৫। যদি কেউ সবনে তূলা দ্যাহে তাউলি তার মরার সময় কাপড় পাওয়া যায় না। (পাবনা)

মৃত লোককে মাটি দেয়ার লক্ষণ:

১০৬৬। কেউ যদি সবনে খাজুরের ডাল কাটে তাউলি হে মেরতা[৩৯৪] মাটি দিব। (পাবনা)

রাজা হওয়ার লক্ষণ:

১০৬৭। কোন মানুষ স্বপনে পাকা কাঁঠল দেক্‌লে হ্যা রাজা অয়। (ঢাকা)

---

৩৯২. পায়খানা। ৩৯৩. শাপলা। ৩৯৪. মৃত ব্যক্তি।

১০৬৮। হপনে আত্মীয়ে দৌড়াইলে রাজা অয়। (নোয়াখালী)

রোগ সেরে যাওয়ার লক্ষণ:

১০৬৯। খবে ডালিম দেক্‌লি ব্যারাম সাইরা যাইবো। (পাবনা)

রোজগার বাড়ার লক্ষণ:

১০৭০। খবে আগুন দেক্‌লি সংসারের কামাই বাইড়বো। (পাবনা)

লক্ষ্মী ফিরে আসার লক্ষণ:

১০৭১। খবে ঘরে কুনু অতীত আসলি সংসারে লক্ষ্মী ফিরা আইসপো। (পাবনা)

লাভ হওয়ার লক্ষণ:

১০৭২। স্বপনে হালোত্[৩৯৫] বলোদ জোড়া দেকলে নাব হয়। (রংপুর)

লোকের কপালে সুখ হয়:

১০৭৩। যদি কোন লোক পাকা ধান স্বপনে দেখে তাহি পারে ঐ লোকের কপালে সুখ হয়। (পাবনা)

শত্রু বৃদ্ধির লক্ষণ:

১০৭৪। খবে কাইয়া দেক্‌লি শত্রু বৃদ্ধি ওবো। (পাবনা)
১০৭৫। খবে বান্দর দেক্‌লি শত্রু বৃদ্ধি ওবো। (পাবনা)
১০৭৬। স্বপনে সাপ দেখলে শত্রু বাড়ে। (কুমিল্লা)

শত্রু মিত্র হওয়ার লক্ষণ:

১০৭৭। খবে পাহা কলা দেক্‌লি শত্রু মিত্র ওবো। (পাবনা)

শত্রুর কবলে পড়ার লক্ষণ:

১০৭৮। স্বপনে বল্লায় কামড় দাওয়া দেইক্‌লে শত্রুর ঠ্যালায় পড়া লাগে। (পাবনা)

---

৩৯৫. লালে।

শনিবারের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না:

১০৭৯। শনিবারের খব্ কুনুদিন মিছা অয়না। (পাবনা)

শস্য ঘরে আনা ভাগ্যে হয়না ঃ

১০৮০। হবনে মঘা কাঁচি দেক্‌লি ক্ষ্যাতের ধান ঘরে আনার ভাগ্য ওবোনা। (পাবনা)

শস্য ক্ষেতে বরকত হয় ঃ

১০৮১। খোয়াবে লাঙ্গল জোয়াল দেইকলে আল্লা ক্ষ্যাতে বরকত দিবো। (পাবনা)

শস্য নষ্ট হওয়ার লক্ষণ:

১০৮২। খবে নাঙ্গলের ইশ্ দেকলি শস্য নষ্ট ওবো। (পাবনা)

শস্য ভাল হওয়ার লক্ষণ:

১০৮৩। খবে কুলা দেক্‌লি ক্ষ্যাতে ধান বেশী ওবো। (পাবনা)
১০৮৪। হবনে কুলা দেক্‌লি ধান বেশী ওবো। (পাবনা)
১০৮৫। হবনে কাঁচি দেক্‌লি আবাদ ভাল ওবো। (পাবনা)
১০৮৬। হবনে ক্ষ্যাতের মইধ্যে হামুক দেক্‌লি শস্য ভালো অয়। (পাবনা)
১০৮৭। হবনে দাড়ীপাল্লা দেক্‌লি খুব বেশী ধান ওবো। (পাবনা)
১০৮৮। হবনে লাঙ্গল দেক্‌লি আবাদ ভালো অয়। (পাবনা)

শান্তি হওয়ার লক্ষণ:

১০৮৯। খবে আসমান দেক্‌লি মনে শান্তি ওবো। (পাবনা)
১০৯০। খবে ক্ষ্যাতে বেছন বুনতি দেক্‌লি হেই বচ্ছর দ্যাশে শান্তি ওবো। (পাবনা)
১০৯১। খবে তরমুজ দেক্‌লি মনে শান্তি ওবো। (পাবনা)
১০৯২। খবে বিষ্টি ওতি দেক্‌লি দ্যাশো শান্তি ওবো। (পাবনা)
১০৯৩। খবে বিয়া কোরতি দেক্‌লি সংসারে শান্তির নক্ষন। (পাবনা)
১০৯৪। স্বপনে কলসি দেক্‌লে শান্তি মেলে। (রংপুর)
১০৯৫। স্বপনে পান খাইলে সুক ও শান্তি হওযার নক্ষন। (রংপুর)

১০৯৬। স্বপনে সাদা ফুল দেক্‌লে শান্তি হওয়ার লক্ষন। (রংপুর)

১০৯৭। স্বপ্নে যদি কেও বেস্তে যায় তাইলে তার উপর আল্লায় শান্তি দ্যায়। (ঢাকা)

সন্তান মরে যাওয়ার লক্ষণ :

১০৯৮। কেউ যদি স্বপ্নে দাঁত ভাঙ্গা দ্যাহে তাঁলি পারে তার ছাওয়াল মইর‍্যা যায়। (পাবনা)

সংসারে উন্নতি হওয়ার লক্ষণ :

১০৯৯। খবে ম্যা মাইনুষের আতের চুড়ি দেক্‌লি সংসারে ভালো ওবো। (পাবনা)

১১০০। খোয়াবে বৌনেক দেইক্‌লে সংসারের উন্নতি অয়। লক্ষ্মী আসে। (পাবনা)

১১০১। হবনে ছাগলের পাল দেক্‌লি সংসারে উন্নতি অয়। (পাবনা)

১১০২। হবনে দাড়ি আলা ছাগল দেক্‌লি সংসারে উন্নতি অয়। (পাবনা)

সংসারে ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ ঃ

১১০৩। খবে সুদখোর দেক্‌লি সংসারে ক্ষেতি ওবে। (পাবনা)

১১০৪। হবনে মরা গরু দেক্‌লি সাংসারে ক্ষেতি অয়। (পাবনা)

১১০৫। হপনে যদি কেও ব্যইল্যা মাচ মারে তাইলে তার সংসার আস্তে আস্তে ডাইব্যা যায়। (ঢাকা)

১১০৬। সপনোত্‌ অসুন দেক্‌লি ক্ষতি হয়। (রংপুর)

স্বপ্ন অন্যের উপর হওয়ার লক্ষণ :

১১০৭। স্বপ্নে যদি নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের আকস্মিক মৃত্যু দেখিলে তবে উক্ত স্বপ্ন স্বজনের প্রতি হইবে না। বরং অন্যের প্রতি আরোপ হইবে। (যশোহর)

স্বপ্ন দেখে বলা নিষিদ্ধ :

১১০৮। সপনের কথা রাইত দেইহা রাইতেই কইবার নাই। (পাবনা)

১১০৯। সপনে সাপে কামড় দিলে কারও কাছে কৈবার নাই। (পাবনা)

১১১০। স্বপ্ন দেইক্যা কোন মানুষের কাছে কওয়ন নাগে না। (ঢাকা)

১১১১। স্বপ্নে সাপে কামুড় দিলে হেই কতা কেরুর কাছে কইলে তার তহন সাপের বিষ উঠে। (ঢাকা)

স্বপ্ন দেখে ভয় না পাওয়ার লক্ষণ :

১১১২। হনুমানের পশম গলায় বাইন্ধা রাকলে হ্যা স্বপনে কিছু দেইক্যা ডরাই না। (ঢাকা)

স্বপ্ন না দেখার লক্ষণ :

১১১৩। কেউগা রাউত্কা হপন দেইক্লে হোইতবার[৩৯৬] সময় পিন্দনের কাহড়গা উলডাই ছিইন্লে[৩৯৭] আর হপন দেয় ন।[৩৯৮] (নোয়াখালী)

স্বপ্ন ফল উল্টো হওয়ার লক্ষণ :

১১১৪। খবে যা দ্যাহা যায় তার উল্টা অয়। (পাবনা)

১১১৫। স্বপ্নে নিজের খারাপ দেখিলে সবাইকে জানালে সেটা অন্যের উপর চলে যায়। (ঢাকা)

১১১৬। স্বপ্নে যদি নিজের হয় দেহে তাইলে পরের অয়। (পাবনা)

১১১৭। স্বপ্নে হাপনা[৩৯৯] দেইখলে পর অয় আর পর দেইখলে হাপনা অয়। (ঢাকা)

স্বপ্ন মিথ্যা হওয়ার লক্ষণ :

১১১৮। বেনরাইতের[৪০০] একটু আগের হপন হেঁচা। আগরাইত[৪০১] আর শেষরাইতের হপন মিছা-শয়তানের হাঁকি। (নোয়াখালী)

স্বপ্ন সত্য হওয়ার লক্ষণ :

১১১৯। ডাইন্ কাইতে শুইয়া থাইকা খব দেক্লি হেই খব হাছা অয়। (পাবনা)

১১২০। বেহান রাত্রি যদি কোনো স্বপ্ন দেহা যায় সেই স্বপ্ন সত্যি সত্যি ফলে। (যশোর)

৩৯৬. শোয়ার। ৩৯৭. পরনের কাপড় উল্টে পরলে। ৩৯৮. আর স্বপ্ন দেখে না। ৩৯৯. আপন; ৪০০. ভোর বেলার। ৪০১. সন্ধ্যা রাত্রিতে।

১১২১। শ্যাষ রাইতের খব হাছা অয়।[৪০২] (পাবনা)

১১২২। সক্কাল বেলা খুয়াপ দেইখ্যা যুদি আর ঘুম না আসে তয় সে খুয়াপ হাচা অয়। (ঢাকা)

১১২৩। সক্কাল ব্যাহানা স্বপ্ন দেইখ্‌লে সে স্বপ্নের কথা কেওইরে কউন নাগে না। আরু না অইলে সেই দিন বেলা ডুবার আগতুরি[৪০৩] কেওইরে কইব্যার নাই। তাইলে সে স্বপ্ন সত্য অয়। (ঢাকা)

স্বপ্নে দেখা দেখির লক্ষণ

১১২৪। স্বপ্নে কাকো দ্যাকিয়া যদি সাতে সাতে বালিশ উল্টি থোয়া যায়[৪০৪] তেহইলে যাকে স্বপ্নে দ্যাকা যায় তাঁই ঘুরিয়া স্বপ্নে দ্যাকে। (রংপুর)

স্বপ্নে বাঘ দেখার লক্ষণ :

১১২৫। কোন মানুষ রাইতে বাঘের কতা কইয়া হুইলে[৪০৫] হ্যা স্বপ্নে বাঘ দ্যাহে। (ঢাকা)

স্বপ্নে সাপ দেখে :

১১২৬। ঘরের ছ্যামায় সাপ আইক্যা থুইলে হ্যা স্বপ্নে সাপ দ্যাহে। (ঢাকা)

১১২৭। দাও দি মাডীর নইদ্‌দে কোবাইলে হপনে হাপে দৌড়ায়। (নোয়াখালী)

স্বপ্নের গুণ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ :

১১২৮। খব দেইহা তা কাউরে কওয়া নাগে না।[৪০৬] তানি খবের গুণ নষ্ট অয়া যায়। (পাবনা)

স্বামী মরে যাওয়ার লক্ষণ :

১১২৯। যে মেয়ে স্বপ্নে গয়না পরা দ্যাহে তার স্বামী মইরা যায়। (পাবনা)

সুখী হওয়ার লক্ষণ :

১১৩০। যদি কোন লোক স্বপ্নে ময়ূর পাখী দেখে তাইলে সে সুখী অয়। (পাবনা)

৪০২. সত্য হয়। ৪০৩. বেলা ডোবার পরে। ৪০৪. উল্টে রাখা যায়। ৪০৫. শুইলে। ৪০৬. বলতে হয় না।

হায়াত বাড়ার লক্ষণ :

১১৩১। উট দেকলে তার হায়েত বাড়ে। (ঢাকা)

১১৩২। কেহ যদি স্বপনে মরা মানুষ দেখে তালিপারে তার হায়াত বাড়ে। (পাবনা)

১১৩৩। খবে চাউল দেক্‌লি হায়াত বাড়ে। (পাবনা)

১১৩৪। খোয়াবে যদি কেউ দেহে হে নিজেই মইর্‌য়া গেছে তাইলে বোঝতে অইব তার হায়য়াত আরো বাইর্‌য়া গেছে।[৪০৭] (বরিশাল)

১১৩৫। হপনে কেউ যদি নিজেরে মইর্‌য়া যাইতে দ্যাহে তাইলে তার হায়াৎ বাড়ে। (ঢাকা)

১১৩৬। হবনে অজ কোরতি দেক্‌লি[৪০৮] হায়াত বেশী ওবো।[৪০৯] (পাবনা)

৪০৭. বেড়ে গেছে। ৪০৮. হজ করতে দেখলে। ৪০৯. আয়ু বেশী হবে।

পরিশিষ্ট—(ক)

বিবাহ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

গর্ভবতী ও প্রসূতি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

শুভা-শুভ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

(ক) আচার

(খ) আচরণ জনিত লোকবিশ্বাস

(গ) বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

স্বপ্ন সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

পরিশিষ্ট—(খ)

লোকবিশ্বাসগুলো যাঁদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের নাম ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

নাম	জেলা	ঠিকানা
১। মতলেব ফকির	পাবনা	গ্রাম : সুজা, ডাকঘর : কালিয়াকৌর, জেলা : পাবনা।
২। মোঃ জহির ফকির	,,	গ্রাম : বামনগ্রাম, ডাকঘর : বলাইগাতী, জেলা : পাবনা।
৩। মো: ভাদু সর্দ্দার	,,	গ্রাম : পাঁচ পঙ্গোলী, ডাকঘর : কালিয়াকৌর, জেলা : পাবনা।
৪। মো: আহেদালী মিয়া	ঢাকা	গ্রাম : হাতকোড়া, ডাকঘর : তিল্লি জেলা : ঢাকা।
৫। মো: হাসেন আলী	রংপুর	গ্রাম ও ডাকঘর : শোভাগঞ্জ, জেলা : রংপুর।
৬। মো: হেলাল উদ্দীন	,,	গ্রাম ও ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।
৭। মো: হোসেন আলী ভূঁইয়া	মোমেনশাহী	গ্রাম : স্বল্প মারিয়া, ডাকঘর : কিশোরগঞ্জ, জেলা : মোমেনশাহী।
৮। ইব্রাহিম মিয়া	,,	গ্রাম : খাঁসাপুর, পো: গোপদীঘি, জেলা : মোমেনশাহী।
৯। ফকির আহমেদ	নোয়াখালী	গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর : বক্তার মুন্সী, জেলা : নোয়াখালী।
১০। মকবুল আহমেদ	,,	গ্রাম : সৈয়দপুর, ডাকঘর : বক্তার মুন্সী, জেলা : নোয়াখালী।
১১। আবদুস সাত্তার	,,	গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর : বক্তার মুন্সী, জেলা : নোয়াখালী।
১২। আবদুল করীম	কুমিল্লা	গ্রাম : উত্তরগ্রাম, ডাকঘর : সংকুচাইল বাজার, জেলা : কুমিল্লা।
১৩। আবদুল মজীদ	চট্টগ্রাম	গ্রাম : খান মোহনা, ডাক ঘর : ডেঙ্গাপাড়া, জেলা : চট্টগ্রাম।
১৪। জগদীশ চন্দ্র মজুমদার	ফরিদপুর	গ্রাম : বাঘাজুড়ি, ডাকঘর : কাঠি, জেলা : ফরিদপুর।